শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৫১

তৃতীয় সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৫৪

চতুর্থ সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯

পঞ্চম সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৬৪

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস
১৮৩/১, আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা—৪

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক—ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

সাড়ে তিন টাকা

আমার মধ্যম জামাতা

স্নেহভাজন

শ্রীমান্ কৃষ্ণকুমার মুখোপাধ্যায়ের

করকমলে

লেখকের গ্রন্থাবলী

শ্রেষ্ঠ গল্প

একই বৃন্ত (২য় সংস্করণ)

রাজপথ (৭ম সংস্করণ)

ছদ্মবেশী (৫ম সংস্করণ)

আশাবরী (৩য় সংস্করণ)

দিকশূল (৩য় সংস্করণ)

অমূল তরু (৪র্থ সংস্করণ)

রাজপথ (নাটক)

অনুরাগ (৩য় সংস্করণ)

শশিনাথ (৩য় সংস্করণ)

অভিজ্ঞান (৩য় সংস্করণ)

অমলা (২য় সংস্করণ)

সাত দিন

রাত জাগা (২য় সংস্করণ)

বিদুষী ভার্যা (৪র্থ সংস্করণ)

যৌতুক (২য় সংস্করণ)

সোনালী রঙ (২য় সংস্করণ)

মায়াবতী পথে (ভ্রমণ)

নাস্তিক (২য় সংস্করণ)

নবগ্রহ

গিরিকা

স্মৃতি কথা—১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ)

স্মৃতি কথা—২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড

কমিউনিস্ট্ প্রিয়া

ভারত মঙ্গল (নাটক)

বিগত দিন

শেষ বৈঠক

এক

পুরাতন বালিগঞ্জের একটা অভিজাত পল্লীতে অবনীশ মিত্রের বাড়ি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উদ্ভিদ বিদ্যায় এম্-এস্-সি পাশ করিবার কয়েক বৎসর পরে উচ্চতর শিক্ষা-লাভের জন্য সে এডিনবরায় গিয়াছিল। তথা হইতে উক্ত বিদ্যায় পি এইচ-ডি ডিগ্রি অর্জন করিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছে।

দেশে ফিরিবার দিন পনেরোর মধ্যে অবনীশ কোন আত্মীয়-গৃহে শ্রীমতী সুলেখা দত্তের প্রথম দর্শন লাভ করে; এবং সেই প্রথমদর্শনজাত অতিবলিষ্ঠ দ্রুতগতিশীল প্রেম অচিরাৎ বর্ধিত হইয়া বিবাহ-বন্ধনে পরিসমাপ্ত হয়। সে অল্প দিনের কথা।

সুলেখার পিতা কলিকাতার একজন নামজাদা ধনী ব্যক্তি। মনোমত জামাতা পাইয়া বিশেষ সমারোহের সহিত তিনি কন্যার বিবাহ-কার্য সম্পন্ন করেন, কিন্তু বিবাহোৎসব সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা লাবণ্যর স্বামী প্রশান্তকুমার ঘোষ এলাহাবাদ হাই-কোর্টের একজন বিখ্যাত ব্যারিস্টার। সুলেখার বিবাহের সময় লাবণ্যর একটি বালক-পুত্র গুরুতরভাবে পীড়িত ছিল বলিয়া লাবণ্য অথবা প্রশান্ত কেহই কলিকাতায় আসিয়া বিবাহে যোগদান করিতে পারে নাই। সেই দুঃখ যথাসম্ভব লাঘব করিবার অভিপ্রায়ে তাহারা অবনীশ এবং সুলেখাকে সনির্বন্ধে এলাহাবাদে নিমন্ত্রণ করিয়াছে।

প্রশান্তকুমার লিখিয়াছে,—'এখনও এক মাসও হয় নাই তোমাদের বিবাহ হইয়াছে। সম্মুখে বড়দিনের ছুটি। তোমরা দুজনে যদি অবিলম্বে চলিয়া আসিয়া এখানে মধু-যামিনী যাপনের ব্যবস্থা কর, তাহা হইলে বড়দিনের কয়েকটা ছুটির দিনকে সত্যই বড় করিয়া তোলা যায়।'

লাবণ্য সুলেখাকে লিখিয়াছে,—'লক্ষ্মী ভাই সুলেখা, অবনীশের সঙ্গে তুই এখানে চলে আয়। তোরা এলে কি আনন্দ যে হবে তা কি আর বলব! তোর বিয়ে দেখতে না পাওয়ার দুঃখ অনেকটা তা হলে কমবে।'

প্রশান্ত এবং লাবণ্য দুজনেরই চিঠিতে সানুনয় এবং পৌনঃপুনিক অনুরোধ।

প্রস্তাবটা অবনীশ এবং সুলেখার ভালই লাগিল। নব-পরিচয়ের যে নূতন প্রেমে সম্প্রতি উভয়ের হৃদয় আপ্লুত হইয়া রহিয়াছে, আত্মীয়চক্ষুর অন্তরালে যাইতে পারিলে তাহা খানিকটা অবাধ হইবার সুযোগ লাভ করে। ভায়রাভাই এবং ভগ্নীপতির গৃহও অবশ্য আত্মীয়েরই গৃহ; কিন্তু যেখানে বাধা লঙ্ঘন করিলে বিশেষ একটা গুরুতর অপরাধ হয় না, সেখানকার বাধা মানিয়া চলারও একটা আনন্দ আছে।

এলাহাবাদ যাওয়া একপ্রকার স্থির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময়ে বেড়াইতে আসিল সুলেখার দাদা হরিপদ।

হরিপদ বলিল, "এলাহাবাদ থেকে প্রশান্তর আজ চিঠি পেলাম। তোমাদের দুজনকে তাগিদ দিয়ে এলাহাবাদ পাঠাবার জন্যে বিশেষ করে লিখেছে।"

সুলেখা বলিল, "আজ আমরাও দিদির আর জামাইবাবুর চিঠি পেয়েছি দাদা। আমাদেরও বিশেষ করে অনুরোধ করেছেন।"

অবনীশ বলিল, "আমাদের খুব বেশি তাগিদ দেবার আপনার দরকার হবে না দাদা। এলাহাবাদ যাওয়া আমরা একরকম স্থির করেই ফেলেছি।"

হরিপদ বলিল, "খুব ভাল কথা। একটা পর্ব তা হলে সহজেই শেষ হল। কিন্তু আর একটা কথা যে তারা লিখেছে তার জন্যে একটু চিন্তিত হয়েছি।"

সকৌতূহলে অবনীশ বলিল, "কি কথা দাদা ?"

হরিপদ বলিল, "একজন ভাল বাঙালী ড্রাইভার পাঠাবার জন্যে লিখেছে। তাদের দুখানা গাড়ি, কিন্তু ড্রাইভার একজন। একজন ড্রাইভারে সময়ে সময়ে অসুবিধে হয়, তাই এবার থেকে দুজন ড্রাইভার রাখবে স্থির করেছে। তা ছাড়া, যে ড্রাইভার আছে, বড়দিনের ছুটিতে সে হয়ত বাড়ি যাবে। এদিকে তোমরা সেখানে গেলে তোমাদের নিয়ে লম্বা লম্বা দৌড় দেবার মতলবও আছে। সেই জন্যে দু তিন দিনের মধ্যে একজন ভাল ড্রাইভার পাঠাবার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছে।"

অবনীশ বলিল, "ড্রাইভার পেয়েছেন ?"

হরিপদ বলিল, "অত ফরমাশি ড্রাইভার কি একদিনেই পাওযা যায় ? তাই ভাবলাম তোমাকেও একটু সন্ধান রাখবার জন্যে বলে যাই।"

সুলেখা বলিল, "কার্তিককে পাঠিয়ে দাও না দাদা, সে ত মাঝে মাঝে আমাদের গাড়ি চালিয়েছে। মন্দ চালায় না ত ?"

কার্তিক হরিপদর ড্রাইভারের ছোট ভাই।

হরিপদ বলিল, "কার্তিক শুধু গাড়ি চালাতেই জানে, লেখাপড়া ত আর জানে না। তা ছাড়া, কলকাতায় তার পাকা চাকবি হয়েছে ; সে-চাকরি ছেড়ে বিদেশে যাবে কেন ?"

ঈষৎ বিস্ময়ের সুরে অবনীশ বলিল, "ড্রাইভারের লেখাপড়া জেনে কি হবে দাদা ?"

সহাস্যমুখে হরিপদ বলিল, "তবে আর ফরমাশি বলছি কেন ? সদ্বংশের সন্তান হওয়া চাই ; ভাল গাড়ি চালাতে জানা চাই ; তা ছাড়া পেটে লেখাপড়ার বিদ্যেও কিছু থাকা চাই। প্রয়োজন মত গাড়ি চালাবে, আর অবসর মত ওদের পাঁচ বছরের মেয়ে দীপুকে কিছু

লেখাপড়া শেখাবে। অবশ্য উপযুক্ত লোক পেলে তারা আশী টাকা পর্যন্ত মাইনে দিতে রাজি আছে। তা ছাড়া, খাওয়া পরা থাকা।"

সুলেখা বলিল, "একটু চেষ্টা করলে এমন লোক পাওয়া শক্ত হবে না দাদা। রাণী দিদিদের ড্রাইভারের ত পঞ্চাশ টাকা মাইনে; অথচ বামুনের ছেলে বি-এ পাশ।"

গম্ভীর মুখে অবনীশ বলিল, "কতকটা এমনি একজন লোক আমার সন্ধানে আছে দাদা। আপনিও তাকে জানেন।"

সকৌতূহলে হরিপদ বলিল, "কে বল দেখি?"

অবনীশ বলিল, "ডক্টর অবনীশকুমার মিত্র, এম-এস-সি ক্যাল, পি, এইচ-ডি এডিন।

অবনীশের কথা শুনিয়া হরিপদ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। সুলেখারও ওষ্ঠাধরে মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিল।

কথাটা বলিবার সময় হয়ত অবনীশও পরিহাসের ছলে বলিয়াছিল, কিন্তু দেখিতে দেখিতে কথাটা অলঘু হইয়া উঠিল। অনুনয়ের কণ্ঠে অবনীশ বলিল, "এর ব্যবস্থা আপনি নিশ্চয় করে দিন দাদা। বড়দিনের ছুটিতে বেশ চমৎকার একটা প্রহসন হবে, তা ছাড়া ফাঁকতালে কিছু টাকাও কামিয়ে নেওয়া যাবে। আর, ভয়েরও কোন কারণ আপনার নেই; আমি যে সত্যিসত্যিই একজন ভাল ড্রাইভার, তার প্রমাণ ত আপনাকে কয়েকবার দিয়েছি। তা ছাড়া—"

অবনীশকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া সুলেখার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক চক্ষু ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া সহাস্যমুখে হরিপদ বলিল, "তা ছাড়া, পেটে কিছু বিদ্যেও আছে।"

অবনীশ বলিল, "হয়ত আছে।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া হরিপদ বলিল, "ভাল করে অভিনয় করতে পারলে প্রহসনটা অবশ্য মন্দ হবে না। কিন্তু যা করতে হয়

প্রশান্তর দরওয়ানের লাঠি থেকে মাথাটা বাঁচিয়ে তারপর কোরো। প্রশান্তরও বন্দুক আছে, সে কথাও ভুলে থেকো না।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

অবনীশ বলিল, "কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না দাদা, প্রহসনটা শেষ পর্যন্ত প্রহসনই হবে, ট্র্যাজেডি হবে না।"

হরিপদ বলিল, "প্রহসনের শেষাঙ্ক বোধ হয় আমারও উপভোগ করা চলবে। আমাকেও তারা যেতে লিখেছে। কিন্তু আমার যেতে ২৪শে ডিসেম্বরের আগে নয়।"

হরিপদর কথায় অতিশয় খুশি হইয়া অবনীশ বলিল, "আপনি না যাওয়া পর্যন্ত প্রহসন আমি চালু রাখব, এ আপনি নিশ্চয় জানবেন।"

হরিপদ প্রস্থান করিলে সুলেখা বাঁকিয়া বসিল। বলিল, "তুমি আমার পাঁচ ছ দিন আগে চলে যাবে; তারপর এলাহাবাদে পৌঁছেও হয়ত দু তিন দিন তোমাকে অধিকাংশ সময় ছেড়ে থাকতে হবে, এ কিন্তু আমার একটুও ভাল লাগছে না।"

অবনীশ বলিল, "কিন্তু এলাহাবাদের সেই দু তিন দিন ছেড়ে থাকার আনন্দে সব দুঃখ পুষিয়ে যাবে সুলেখা। এক বাড়িতে এক গাড়িতে কাছাকাছি আছি অথচ পাশাপাশি হতে পারছিনে, মাঝে মাঝে লুকিয়ে-চুরিয়ে চোখে চোখে চাওয়া-চায়ি, মুখে মুখে হাসা-হাসি, কখনো-সখনো বা কানে কানে চুপি চুপি গুনগুনোনি, তার আস্বাদ একেবারে স্বতন্ত্র। এই যে প্রতিদিনকার সহজে একসঙ্গে থাকা, অবাধে কথাবার্তা কওয়া, এর চেয়ে সে অনেক মিষ্টি।"

চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া সুলেখা বলিল, "আর শীতের এই লম্বা লম্বা রাত্রি ছাড়াছাড়ি হয়ে কাটানো?—আমি থাকব দোতলার ঘরে, আর তুমি থাকবে একতলার গ্যারাজে,—সেও খুব মিষ্টি?"

স্মিতমুখে অবনীশ বলিল, "বেশ ত, দোতলার ঘর থেকে একতলার

গ্যারাজে নেমে এসে তুমি যদি তাকে মিষ্টি না করতে পার, তা হলে আমিই না-হয় এক-আধদিন একতলার গ্যারাজ থেকে দোতলার ঘরে উঠে গিয়ে মিষ্টি করব।"

অবনীশের কথা শুনিয়া মৃদু হাসিয়া সুলেখা বলিল, "ছি, ছি! বোলোনা ও কথা!"

"কেন, তাতে অন্যায় কি আছে? আসল স্বামী স্ত্রী যদি লুকিয়ে-চুরিয়ে গোপনে মিলিত হয় তাতে ত দোষের কিছু নেই।"

সুলেখা বলিল, "না, না, বাইরে থেকে যে ব্যাপারের চেহারা কুৎসিত, আসলে ভাল হলেও তা করা চলে না।"

সুলেখার কথায় চিন্তিত হইয়া অবনীশ বলিল, "আমার ভয় হচ্ছে সুলেখা, অভিনয় করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তুমি সমস্ত পণ্ড করে না দাও!"

সুলেখা বলিল, "ঈশ, তাই ত! যদি করি ত তোমার চেয়ে ঢের ভাল অভিনয় করব। জান? আমি আমাদের কলেজের অভিনয়ে সোনার মেডেল পেয়েছিলাম?"

অবনীশ বলিল, "আর জান?—এডিনবরায় আমি আমাদের কলেজের অভিনয়ে সোনার মেডেল পাই নি?"

অবনীশের কথায় দুইজনেই হাসিয়া উঠিল।

পরদিন অবনীশ প্রশান্তর চিঠির উত্তর দিয়া লিখিল,—আপনাদের স্নেহের আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করলাম। আমাদের দুজনের কিন্তু এক সঙ্গে যাওয়া হয়ে উঠবে না। একটা প্রয়োজনীয় কার্যে আমাকে তিন চার দিন পরে পাটনা যেতে হবে। সেখানকার কাজ সেরে চব্বিশে ডিসেম্বরের কাছাকাছি আমি এলাহাবাদে পৌঁছব। ইত্যবসরে সুলেখার যাওয়ার একটা সুবিধা হয়ে গেছে। আমার ছোট ভাই শশাঙ্ককে একটা সরকারী কাজ সংক্রান্ত ইন্টারভিউএর জন্যে ২০শে ডিসেম্বর দিল্লীতে

উপস্থিত হতে হবে। ১৯শে সকালে আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেসে দিল্লী যাওয়ার পথে সে এলাহাবাদে সুলেখাকে নামিয়ে দেবে। তার একবারে সময় থাকবে না, সুতরাং আপনারা অনুগ্রহ করে স্টেশনে এসে সুলেখাকে নামিয়ে নেবেন। এ বিষয়ে সুলেখা পরে যথাসময়ে আপনাদের তারে সংবাদ দেবে।

চিঠি শেষ করিয়া পাঠাইয়া দিয়া অবনীশ একটা ভাল দোকানে গিয়া তাহার নিজ দেহের মাপে উৎকৃষ্ট গরম বস্ত্রের একটা শোফারের পোশাকের জরুরী ফরমাস দিয়া আসিল।

তিন দিন পরে হরিপদর নিকট হইতে প্রশান্তর নামে একটা চিঠি লিখাইয়া লইয়া, সুলেখা এবং হরিপদকে প্রয়োজনীয় উপদেশাদি দিয়া, একটা সুটকেশ ও একটা বেডিং লইয়া সে এলাহাবাদে রওনা হইল। বাড়িতে সকলকে বলিয়া গেল, পাটনা যাইতেছে।

শোফারের পোশাকটা গোপনীয় দ্রব্য ছিল, সুতরাং সুলেখাকে সেটা সুটকেসের তলদেশে গোপনে ভরিয়া দিতে হইল। ভরিতে ভরিতে সুলেখা বলিল, "পাঁচ ছয় দিনের জন্যে এত খরচ করে এটা ত করালে—পরে এর কি গতি হবে?"

সহাস্যমুখে অবনীশ বলিল, "এলাহাবাদ থেকে ফিরে এসে তোমার জন্যে যে গাড়ি কিনব, এটা তার ড্রাইভারের পোশাক হবে।"

সুলেখা বলিল, "তোমার মাপে করিয়েছ, অপরের গায়ে হবে কেন?"

অবনীশ বলিল, "প্রথমে আমার দেহের আড়ার মত ড্রাইভার খুঁজে বার করবার চেষ্টা করব; যদি না পাই তখন নিজেই তোমার ড্রাইভার হব।"

বিদায়কালে সুলেখার মনটা বিষণ্ণ হইয়াই ছিল, তাহার উপর স্বামীর এই সোহাগ-পরিহাসে তাহার দুই চক্ষু ভরিয়া জল উছলিয়া আসিল।

দুই

পনেরই ডিসেম্বর। অফিস ঘরে বসিয়া প্রশান্তকুমার কাজ করিতেছিল, এমন সময়ে একজন বেয়ারা আসিয়া একটা পত্র দিল।

হাতের লেখা দেখিয়াই প্রশান্ত বুঝিল হরিপদর চিঠি। খাম ছিঁড়িয়া চিঠি পড়িয়া সে খুশি হইল। হরিপদ লিখিয়াছে, পত্রবাহক গৌরহরি বসু সত্য-সত্যই ভদ্রবংশের সন্তান; সে একজন সুদক্ষ ড্রাইভার এবং শিক্ষিত মেক্যানিক; লেখাপড়াও কিছু জানে; অন্তত দীপুকে এক-আধ বছর পড়াইবার মত নিশ্চয়ই জানে; বিশ্বস্ত, চরিত্রবান এবং হরিপদর পরিচিত। আপাতত ষাট টাকা মাহিনা দিলেই চলিবে।

বেয়ারা অপেক্ষা করিতেছিল; প্রশান্ত বলিল, "বাবুকে ডেকে নিয়ে আয়।"

অবনীশ ঘরে প্রবেশ করিয়া নত হইয়া প্রশান্তকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।

ড্রাইভারের আকৃতি দেখিয়া প্রশান্ত প্রীত হইল। চমৎকার ভদ্রলোকের মত চেহারা। আশ্চর্যই বা কিসের?—সত্য-সত্য ভদ্রলোকই ত বটে। বেশ-ভূষাও ভদ্রলোকের মতই পরিচ্ছন্ন।

হৃষ্টচিত্তে প্রশান্ত বলিল, "তোমার পরিচয় হরিপদবাবুর চিঠিতে পেলাম। আমার দুখানা গাড়ি আছে—"

প্রশান্তকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, ভক্সল্ আর ডজ্।"

লোকটির তৎপরতা দেখিয়া প্রশান্ত খুশি হইল,—ইহারই মধ্যে সন্ধান করিয়া জানিয়া লইয়াছে। বলিল, "হাঁ, ভক্সল্ আর ডজ্। তুমি কোনটা চালাতে ইচ্ছে কর?"

"যেটা যখন দরকার হবে স্যার।"

উত্তর ভাল,—প্রশান্ত প্রীত হইল।

এমন সময়ে কক্ষে প্রবেশ করিল লাবণ্য। লাবণ্যকে দেখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "এস লাবণ্য। তোমার দাদা ড্রাইভার পাঠিয়েছেন।"

লাবণ্য বলিল, "তাই শুনেই ত দেখতে এলাম।"

প্রশান্তর মনটা প্রসন্ন ছিল; একটু পরিহাস করিবার স্বরে বলিল, "বাপের বাড়ির লোক—তুমি ত interested feel করবেই।" বলিয়া অল্প একটু হাসিল।

লাবণ্য নিকটে আসিতে অবনীশ আগাইয়া গিয়া তাহাকেও ঠিক প্রশান্তরই মত নত হইয়া অভিবাদন করিল।

একটা চেয়ারে উপবেশন করিয়া লাবণ্য অবনীশের প্রতি ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তোমার নাম কি?"

বিনীত কণ্ঠে অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে মেমসাহেব, আমার নাম গৌরহরি বসু।"

সহসা মেমসায়েব সম্বোধন শুনিয়া লাবণ্য মনে মনে একটু চমকিত হইল;—একটু খুশিও যে হইল না, তাহা নহে। ঝাড়ুদার হইতে আরম্ভ করিয়া ড্রাইভার পর্যন্ত সকলেই ত বাড়িতে প্রশান্তকে সাহেব বলিয়া সম্বোধন করে, কিন্তু লাবণ্যকে তাহারাই মা বলিয়া ডাকে। মেমসায়েব সম্বোধন নূতন, কানেও নিতান্ত মন্দ লাগিল না। একটু বিলাতিয়ানার গন্ধ আছে বটে; কিন্তু প্রশান্ত যদি সাহেব হইতে পারে তাহা হইলে সে মেমসায়েব হইলে অপরাধ কোথায়?

লাবণ্যকে মেমসায়েব সম্বোধনের নূতনত্বে এবং মিষ্টত্বে প্রশান্তও খুশি হইয়াছিল। এই পদোন্নতির জন্য কুঞ্চিত চক্ষে এবং সহাস্যমুখে লাবণ্যর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশান্ত তাহাকে নিঃশব্দে অভিনন্দিত করিল।

লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, "গাড়ির মেক্যানিজ্‌ম্ কিছু বোঝো?"

অবনীশ বলিল, "সামান্য বুঝি মেমসায়েব।"

সহসা প্রশান্তর খেয়াল হইল যে, হরিপদর নিকট হইতে একটা পত্র আসিয়াছে যাহাতে এই সকল কথাই স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে। তখন সেই চিঠিখানা লাবণ্যর হস্তে দিয়া সে বলিল, "তোমার দাদার চিঠি ; পড়ে দেখ, সব জানতে পারবে।"

চিঠি পড়িয়া খুশি হইয়া লাবণ্য চিঠিখানা প্রশান্তকে ফিরাইয়া দিল

প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "লেখাপড়া কতদূর করেছ গৌরহরি?"

অবনীশ বলিল, "বেশি নয় স্যার।"

"বাঙলা ভাল জান?"

"কতকটা জানি।"

"ইংরিজি?"

"সামান্য।"

বাঙলার জ্ঞান পরীক্ষা করিবার জন্য প্রশান্ত বলিল, "আচ্ছা, বল দেখি, সমীচীন শব্দে কি কি ঈকার আছে?"

অবনীশ বলিল, "দুটোই দীর্ঘ ঈকার স্যার।"

"ঠিক। মরীচিকায়?"

"প্রথমটা দীর্ঘ ঈকার, পরেরটা হ্রস্ব ইকার।"

"ঠিক বলেছ। আচ্ছা, দুঃসহ শব্দে কোন্ স?"

অবনীশ বলিল, "দন্ত্য স।"

"আর, দুর্বিষহে?"

"মূর্ধন্য ষ।"

"বাঃ! ঠিক বলেছ।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, বিজিগীষা শব্দের মানে কি বল দেখি?"

অবনীশ বলিল, "জয় করবার ইচ্ছা।"

সপ্রশংস নেত্রে অবনীশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশান্ত বলিল, "তুমি ত বাঙলা ভাল জান হে গৌরহরি!"

অতঃপর বাঙলার বিষয়ে আর কোনও প্রশ্ন করা অনাবশ্যক মনে করিয়া প্রশান্ত ড্রাইভারের ইংরাজি ভাষার জ্ঞানের বিষয়ে পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইল; বলিল, "আচ্ছা, 'তিনজন গভর্নর জেনারেল'-এর ইংরিজি কি হবে বল দেখি?"

অবনীশ বলিল, "থ্রি গভর্নর জেনারেলস্।"

প্রশান্তর প্রফুল্ল মুখমণ্ডল ঈষৎ ম্লান হইল; বলিল, "এটা ত ভুল করলে হে।"

"কি হবে স্যার?"

প্রশান্ত বলিল, "থ্রি গভর্নরস্ জেনারেল হবে। আচ্ছা, 'গভর্নর জেনারেলের বাড়ি'র ইংরিজি কি হবে বল দেখি।"

অবলীলাক্রমে অবনীশ বলিল, "গভর্নরস্ জেনারেল হাউস।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া প্রশান্ত বলিল "এটাও ভুল করলে।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অবনীশ বলিল, "কেন স্যার? কি হবে তাহলে?"

"হবে গভর্নর জেনারেলস্ হাউস।"

"আগেরটাতে আগে এস হবে, আর পরেরটাতে পরে?"

প্রশান্ত বলিল, "হ্যাঁ, তাই হবে। আগেরটা প্লুরাল এস্; আর পরেরটা পজেসিফ্ কেসের অ্যাপস্ট্রফি এস্।"

প্রশান্তর দিকে ক্ষণকাল একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া অবনীশ বলিল, "বুঝলাম না স্যার!"

সে কথায় মনোযোগ না দিয়া প্রশান্ত বলিল, "দশ টাকার ইংরিজি কি বল ত?"

অবনীশ বলিল, "টেন রুপীস্।"

"বেশ। দশ টাকার নোটের ইংরিজি?"

অবনীশ বলিল, "টেন রুপীস্ নোট।"

একটু হাসিয়া প্রশান্ত বলিল, "এঃ! ইংরিজিতে গৌরহরি, তুমি দেখ্‌ছি একেবারে মা সরস্বতী।"

বিস্মিত কণ্ঠে অবনীশ বলিল, "কেন স্যার? ভুল হল?"

"হল বৈ কি। হবে টেন-রুপী নোট।"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে তাকাইয়া থাকিয়া দুই হাত জোড় করিয়া অবনীশ বলিল, "কিছু যদি মনে না করেন স্যার, তাহলে একটা কথা বলি।"

"কি, বল না।"

দুঃখার্তকণ্ঠে অবনীশ বলিল, "এই অবিচারের জন্যেই ইংরিজি শিখিনি। একটার জায়গায় দুটো টাকা হলে হয় টু রুপীস্, আর নোটের বেলায় দশ টাকায় হল টেন রুপী? টেন রুপীস্ নোট বললে কি অন্যায় হত বলতে পারেন স্যার? বলুন না, বলতে পারেন? টু রুপীস্ ঠিক, আর টেন রুপীস্ নোট ভুল,—এ অবিচার নয়?"

মৃদুকণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "না, অবিচারের কথা এর মধ্যে ঠিক নেই। সব জিনিসেরই ত ভঙ্গী আছে, ভাষারও ভঙ্গী আছে। এটাও সেইরকম ভঙ্গীর কথা।"

অবনীশ বলিল, "এ ত গোঁজামিলের কথা হল স্যার, মুখখু মানুষকে আপনি গোজামিল দিচ্ছেন। আচ্ছা, ও কথা না-হয় ছেড়ে দিন, নিউমোনিআর কথাই ধরুন। বলবার সময়ে আমরা বলি নিউমোনিআ, অথচ লিখি পিনিউমোনিআ। নিউমোনিআর নাকের ওপর মিছিমিছি ঐ বোবা পি অক্ষরটা জুড়ে দিয়ে কি সুবিধে হয়েছে বলতে পারেন? উচ্চারণ থাকবে না অথচ স্থান থাকবে, এর কোনও যুক্তি আপনি দেখাতে পারেন?"

বরং টেন-রুপী নোটের একটা কোনও যুক্তি দেখাইলেও দেখানো

যাইতে পারিত ; কিন্তু প্রশান্ত ভাবিয়া দেখিল, এই মূক 'পি'র অকারণে নিউমোনিআর নাকের উপর বসিবার কোনও যুক্তিই সে দেখাইতে পারে না। অন্তত এখন ত একেবারেই কিছু মনে পড়িতেছে না। কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া সে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। ভাবিয়া-চিন্তিয়া গড়িয়া-পিটিয়া একটা কোনও চলনসই যুক্তি দেখাইতে সাহস হয় না,—গৌরহরি গোঁজামিলের কথা তুলিবে, সে ভয় আছে।

ওদিকে একটু আড়ালে বসিয়া লাবণ্য মুখে অঞ্চল গুঁজিয়া হাসিয়া অস্থির হইতেছিল। স্বামীর দুরবস্থা দেখিয়া তাহার একটু দুঃখও যে হইতেছিল না, তাহা নহে। চাকা সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ঘুরিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন প্রশ্ন করিতেছিল গৌরহরি, এবং প্রশান্ত যে, সে-সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিতেছিল না তাহা সুস্পষ্ট।

অবনীশ বলিতে লাগিল, "আপনাদের আশ্রয়ে যখন পাকাভাবে রইলাম, তখন ক্রমে ক্রমে সব কথা নিশ্চয় জেনে নেবো। পণ্ডিতের ঘরে এসে যদি কিছু না শিখলাম তা হলে ঘর ছেড়ে এত দূরে এলামই বা কেন। কিন্তু যাই বলুন স্যার, ইংরিজি ভাষা ভারি অবিচারের ভাষা ; এর মধ্যে বিচার নেই, বিবেচনা নেই।"

তাহার পর হাস্যোদ্ভাসিতা লাবণ্যর দিকে একটু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, "আপনার কাছে একটু নিবেদন করি মেমসাহেব, যে ভাষায় বি ইউ টি বাট্ অথচ পি ইউ টি পুট হয়, সে ভাষায় বিচার-বিবেচনা আছে বলা যায় কি? আমাদের বাঙলা ভাষায় ব-য়ে আকার ব-য়ে আকার বাবা হয় ; তা বলে দ-য়ে আকার দ-য়ে আকার ত দিদি হয় না।"

অবনীশের কথা শুনিয়া লাবণ্য হাসিয়া ফেলিল ; সহাস্যমুখে বলিল, "ইংরিজি ভাষার আলোচনা এইখানেই আজ বন্ধ থাক গৌরহরি।

দীপুকে তোমার ইংরিজি পড়াতে হবে না, শুধু বাঙলাই পড়িয়ো। এখন একটু গাড়ি চালিয়ে দেখাবে চল। তোমার পোশাক আছে?"

"আছে মেমসায়েব।"

"আচ্ছা, তাহলে আগে মুখ-হাত-পা ধুয়ে চা-খাবার খেয়ে নাও, তারপর গাড়ি বার করে আমাদের খবর দিও। আমি বলে দিয়েছি, বেয়ারা বাইরে আছে, তুমি গেলেই সে তোমার সব ব্যবস্থা করে দেবে।"

অবনীশ বলিল, "কোন্ গাড়ি বের করব মেমসায়েব?"

"ভক্স্‌লটাই বার করো।"

"যে আজ্ঞে। আমি মিনিট দশ পনেরর মধ্যেই গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি এনে হর্ণ দেবো।"

প্রশান্ত বলিল, "না, না, তাড়া নেই, আজ রবিবার। তুমি চা-টা খেয়ে নাও।"

অবনীশ বলিল, "আমি ট্রেন থেকে নেমে বাজারে খাবার খেয়ে নিয়েছি স্যার, এখন আর খাবার দরকার নেই।"

বাজার অর্থে এলাহাবাদ স্টেশনের প্রথম শ্রেণীর রেস্তোরাঁ, এবং খাবার অর্থে ব্যয়বহুল ব্রেক ফাস্ট কোর্স, সে কথা প্রশান্ত অথবা লাবণ্য কেহই বুঝিল না।

যাইতে যাইতে ফিরিয়া চাহিয়া অবনীশ বলিল, "নিউমোনিআর কথাটা একদিন আপনার কাছে ভাল করে জেনে নেবো স্যার।"

প্রশান্ত চুপ করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

অবনীশ অদৃশ্য হইলে প্রশান্ত বলিল, "একটু ফাজিল বলে মনে হয় না লাবণ্য?"

লাবণ্য বলিল, "ঠিক ফাজিল না হলেও একটু বাচাল বটে।"

প্রশান্ত বলিল, "তার্কিকও মন্দ নয়।"

"সে ত বোঝাই যাচ্ছিল। তোমার মত ব্যারিস্টারকে এক-একবার তর্কে চুপ করিয়ে দিচ্ছিল। তা ছাড়া, ইংরিজি তোমার চেয়ে ও কম জানে, না তুমি ওর চেয়ে বেশী জান, তাও সব সময়ে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।" বলিয়া লাবণ্য হাসিয়া উঠিল।

স্মিতমুখে প্রশান্ত বলিল, "কি করি বল, যত সব উদ্ভট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগল। তুমি জান না লাবণ্য, মূর্খ লোকের আল্‌গা প্রশ্নে অনেক সময় পণ্ডিত লোকেরাও বিপদে প'ড়ে যায়।"

সহাস্যমুখে লাবণ্য বলিল, "তা ত দেখতেই পাচ্ছিলাম।"

প্রশান্ত বলিল, "আবার যাবার সময়ে নিউমোনিআর বিষয়ে নোটিস্ দিয়ে গেল। জ্বালাতন করলে! এ ত আইনের কথা নয়—ফাইলজির কথা; কোনও প্রফেসার-ট্রফেসারের কাছে জেনে নিতে হবে। কিন্তু বাঙলায় ও পণ্ডিত। 'দুর্বিষহ'র বানান আর 'বিজিগীষা'র মানে যখন বলতে পেরেছে তখন ওর আর মার নেই।"

প্রশান্তর কথা শুনিয়া লাবণ্য হাসিতে লাগিল।

তিন

হর্ণের শব্দ শুনিয়া প্রশান্ত ও লাবণ্য বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল গাড়িবারান্দায় মোটর আনিয়া অবনীশ দাঁড়াইয়া আছে। লাবণ্য ও প্রশান্তকে দেখিবামাত্র সামরিক প্রণালীতে স্যালিউট্ করিয়া সে গাড়ির দ্বার খুলিয়া দিল।

শোফারের মূল্যবান ঘন কালো রঙের ড্রেসে সজ্জিত অবনীশের দীর্ঘ সুগঠিত দেহে এবং সুশ্রী কান্তিমান মুখাবয়বে এমন একটা আভিজাত্যের দীপ্তি যাহার প্রভাবে, প্রশান্তর এবং লাবণ্যর মনে হইল, তাহাদের অভিজাত ভক্সল্‌ও যেন আরও খানিকটা আভিজাত্য লাভ করিয়াছে।

প্রশান্ত এবং লাবণ্য গাড়ির ভিতর উঠিয়া বসিলে দ্বার বন্ধ করিয়া

দিয়া অবনীশ নিজের সীটে গিয়া বসিল ; তাহার পর গাড়িতে স্টার্ট দিয়া সবেগে গাড়িবারান্দা ছাড়াইয়া খানিকটা আগাইয়া গিয়া সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল ; তৎপরে নিমেষের মধ্যে ব্যাক গিয়ার দিয়া প্রায় তেমনি বেগেরই সহিত পিছাইয়া আসিয়া গাড়িবারান্দা ছাড়াইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

অবনীশ যে গাড়িখানা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল তাহা বুঝিতে প্রশান্ত এবং লাবণ্যর বিলম্ব হইল না। গাড়িবারান্দার ভিতর দিয়া অত জোরে ব্যাক করিবার সময়ে গাড়ি একটুও বামে বা দক্ষিণে না বাঁকিয়া সোজা মধ্যপথ ভেদ করিয়া পিছাইয়া আসিল লক্ষ্য করিয়া তাহারা খুশি হইল।

অবনীশ বলিল, "বেরোবার আগে গাড়িখানা একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নেবো মেম-সায়েব ?"

লাবণ্য বলিল, "বেশ ত, নাও না।"

আদেশ পাইবামাত্র অবনীশ সবেগে অগ্রসর হইয়া সদর গেট অতিক্রম করিয়া রাজপথে গিয়া বাঁ-দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল ; তাহার পর হড় হড় করিয়া গেট ছাড়াইয়া খানিকটা পিছাইয়া আসিয়া মুহূর্তের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পুনরায় গেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একেবারে গ্যারাজের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

অবনীশের হাতে পড়িয়া গাড়ি যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছে। অবনীশ যেন কেবলমাত্র চালক নহে, সে যেন লোহা-লক্কড়ের গাড়ির ভিতরকার ইচ্ছানিয়ামক মনোযন্ত্র। যেরূপ অবলীলার সহিত গাড়ি চলিতেছে ফিরিতেছে, আগাইতেছে, পিছাইতেছে, তাহাতে মনে হয় গাড়ি এবং অবনীশ যেন একই সচেতন দেহের দুইটি পৃথক অংশ।

গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া অবনীশ বলিল, "গাড়িতে একটু শব্দ আছে স্যার।"

প্রশান্ত বলিল, "হ্যাঁ, কাল থেকে ঐ শব্দটা হচ্ছে। মোসাহেব বলে, ডিফারেন্সিয়ালে কোন দোষ হয়েছে, কারখানায় পাঠাতে হবে।"

"আপনার আবার মোসাহেবও আছে না-কি স্যার?"

কথা শুনিয়া লাবণ্য মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে হাসিল।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশান্ত বলিল, "সে-মোসাহেব নয়। আমার এখানকার ড্রাইভারের নাম মোসাহেব লাল।"

"ও বুঝেছি স্যার। সরি, বেগ ইয়োর পার্ডন। এ কিন্তু ডিফারেন্সিআলের শব্দ নয়। আচ্ছা, আমি দেখছি।" বলিয়া অবনীশ গাড়ির বনেট খুলিয়া কলকব্জা পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার পর দুই একটা যন্ত্রের সাহায্যে কি একটু করিয়া লইয়া গাড়ি চালাইয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

বিস্মিত হইয়া প্রশান্ত বলিল, "শব্দটা ত আর হচ্ছে না দেখচি। কি করলে হে গৌরহরি?''

গাড়ি চালাইতে চালাইতে অবনীশ বলিল, "টাপেট্ একটু অ্যাড্‌জস্ট্ করে দিলাম স্যার। ডিফারেন্সিআলে কোন দোষ ছিল না।"

লাবণ্যর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে প্রশান্ত বলিল, "এই —বেঁচে গেল।" বলিয়া দুই হাতের দশটি আঙ্গুল নিঃশব্দে দেখাইল। ততোধিক মৃদুকণ্ঠে বলিল, "গাড়ি একবার কারখানায় গেলে ওর কমে আর কামড় নেই।"

এদিকে ক্লীনার, ঝাড়ুদার, বেহারা প্রভৃতি পারিষদবর্গের দ্বারা পরিবৃত হইয়া মোসাহেব লাল কিছুদূরে দাঁড়াইয়া সপ্রশংস ঈর্ষার সহিত সদ্যাগত ড্রাইভারের গতিবিধি কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতেছিল। গাড়ি অদৃশ্য হইলে ক্লীনার নূতন ড্রাইভারের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল, "বহুত কাবিল আদমি মালুম পড়তা হ্যায়।"

অবনীশের আকৃতি, বেশভূষা এবং গাড়ি চালাইবার কায়দা-কৌশল দেখিয়া মোসাহেব লালের মনে এমনই প্রতিষ্ঠালাঘবের আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল, তাহার উপর নিজের অনুগত ক্লীনারের মুখ হইতে এই উচ্চ সার্টিফিকেট শুনিয়া তাহার মুখ শুকাইল। তথাপি মুখমণ্ডলে একটা কপট তাচ্ছিল্যের ভাব আনিয়া বলিল, "আরে, ঘরকা ভিতর সব্ হি-কোই কাবিল হ্যায়। যব আক্‌সিডেণ্টকা হিসাব হোগা তবহি না কাবিল আউর গৈরকাবিল মালুম পড়ে গা।"

এ যুক্তিতে কিন্তু ক্লীনার সন্তুষ্ট হইল না ; তাহার মনে হইল আক্‌সি-ডেণ্টের হিসাবেও নূতন ড্রাইভারের মহিমার লাঘব হইবে না। কিন্তু উপরিওয়ালার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া সে আর-কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

ঘণ্টাখানেক পরে প্রশান্ত ও লাবণ্য ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় বাহিরের অফিস ঘরে প্রবেশ করিল।

প্রশান্ত বলিল, "কল-কব্জা চমৎকার বোঝে।"

লাবণ্য বলিল, "স্পীডের ওপর কন্‌ট্রোল দেখেছ?"

প্রশান্ত বলিল, "আর ব্রেকের ওপর? প্রায় টপ্ স্পীড থেকে দশ ইআর্ডের মধ্যে ডেডস্টপ্ করে, অথচ জার্ক নেই।"

লাবণ্য বলিল, "আর স্টীয়ারিং-এর ওপরেও কি-রকম বলো—এই বাঁ দিকে যাচ্ছে, এই ডান দিকে যাচ্ছে, এই সামনে যাচ্ছে। এই গেল গেল!—অথচ ঠিক বেঁচে গেল।"

প্রশান্ত বলিল, "কণ্ট্রোলই ত হল মোটর চালাবার প্রথম কথা। সেটি ওর বিলক্ষণ আয়ত্ত আছে।"

লাবণ্য বলিল, "সব ভাল ; একটু ফাজিল বেশি।"

প্রশান্ত বলিল, "তা হোক, বাঙলাটা ভাল জানে।"

কোন উত্তর না দিয়া লাবণ্য চুপ করিয়া রহিল।

চার

১৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যার পর দ্বিতলের বসিবার ঘরে বসিয়া প্রশান্ত খবরের কাগজটা আর-একবার ভাল করিয়া দেখিতেছিল, এমন সময়ে লাবণ্য আসিয়া বলিল, "ওগো শুনছ, থাইসিসের জন্যে ত আমার প্রাণ যাবার দাখিল হয়েছে।"

তাড়াতাড়ি খবরের কাগজটা টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া ভয়চকিত নেত্রে প্রশান্ত বলিল, "তার মানে?"

স্মিতমুখে লাবণ্য বলিল, "তার মানে টিউবারকুলসিস্ থাইসিস্ নয়; পি এইচ টি এইচ আই এস আই এস থাইসিস্।"

রহস্যটা বুঝিবার চেষ্টায় লাবণ্যর মুখের দিকে এক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া "গৌরহরি?" বলিয়া প্রশান্ত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "আচ্ছা ফোক্কড় ত! খুবই জব্দ করেছে তোমাকে দেখছি! ভেবে ভেবে বার করেছেও ত' মন্দ নয়।" বলিয়া পুনরায় খানিকক্ষণ আর একচোট হাসি হাসিল।

কপট বিরক্তির সুরে লাবণ্য বলিল, "হাসছ যে?"

সহাস্যমুখে প্রশান্ত বলিল, "দুঃখ কোরো না লাবণ্য—এ সমবেদনার হাসি। যে দুঃখ নিজে সর্বদা পাচ্ছি, সেই দুঃখ তুমিও পাচ্ছ শুনে দুঃখের হাসিই হাসছি। জানো? গাড়িতে উঠতে আজকাল আমি সত্যি-সত্যি ভয় পাই? ওঠবার সময় কিছু বলে না, কিন্তু নামবার সময়ে দশবারের মধ্যে অন্তত সাতবার বলবে, সায়েব, নিউমোনিআর 'পি'-টার বিষয়ে কিছু দেখেছিলেন কি? কি পাগল বল ত? এ ত দেখছি ক্রমশ আমাকেও পাগল করে তুলবে!"

লাবণ্য বলিল, "তোমার নিউমোনিয়ায় তবু ত মাত্র একটা অক্ষর পি; আমার থাইসিসে দুটো,—পি-এইচ।"

হাসিতে হাসিতে প্রশান্ত বলিল, "তা নিউমোনিআর চেয়ে থাইসিস গুরুতর ব্যাপারও ত' বটে।"

লাবণ্য বলিল, "শুধু কি তাই ? ব্যাপারটাকে ও তার চেয়েও গুরুতর করে তুলেছে। বলে, 'মেমসায়েব, আপনিও ত একজন গ্র্যাজুয়েট্, আমাকে বুঝিয়ে দিন, থাইসিসের বানান, যদি টি এইচ আই এস আই এস হোত, আর 'থাই'-এর বানান যদি পি এইচ টি এইচ আই জি এইচ হোত তা হলে কি অন্যায় হোত।' কি জ্বালা বল দেখি। এ আমি এখন কোথা থেকে সংগ্রহ করে ওকে বোঝাই!" তারপর চক্ষুকুঞ্চিত করিয়া বিরক্তিমিশ্রিত স্বরে বলিল, "তুমি ওর এই রকম বেয়াড়া উপদ্রব বরাবর সহ্য করবে না-কি ?"

স্মিতমুখে প্রশান্ত বলিল, "কি করি বল ?—তোমার দাদা অত সুখ্যাতি করে এই বিদেশে ওকে পাঠিয়েছেন, দু'দিন রেখে তাড়িয়ে দিলে তিনিই বা কি ভাববেন ? তার চেয়ে, তিনি আসুন, তারপর তাঁকে দিয়েই একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু যাই বল, গৌর গাড়ি চালায় ভাল, আর বাঙলা জানে চমৎকার।"

বিরক্তিকটু কণ্ঠে লাবণ্য বলিল, "আরে রেখে দাও তোমার বাঙলা জানে চমৎকার!"

প্রশান্ত বলিল, "না, না লাবণ্য, ডেভিলকে তার প্রাপ্যটুকু দিতেই হবে। কাল বার-লাইব্রেরীতে আমি পাঁচজনকে বিজিগীষার মানে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। চারজন বললে জানে না, আর একজন বললে, বিশেষ ভাবে জিজ্ঞাসা।" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

ঠিক এই সময়ে একজন বেয়ারা একটা টেলিগ্রাম লইয়া প্রবেশ করিল।

পরদিন প্রাতে সুলেখা আসিতেছে, সেই খবর লইয়া কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে।

ক্ষণকাল পরে নিচে নামিয়া আসিয়া অবনীশকে ডাকাইয়া আনাইয়া লাবণ্য বলিল, "কাল সকালে কলকাতা থেকে আমার ছোট বোন আসছে গৌর।"

অবনীশ বলিল, "শুনেছি মেমসাহেব। সুতপা দিদি আসছেন না-কি ?"

লাবণ্য বলিল, "না, সুতপা নয়। সুতপার বড়, সুলেখা আসছে।"

অবনীশের মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল ; হর্ষোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "তিনি আসছেন ?—ভারি আনন্দের কথা! আমার ওঁকে খুব ভাল লাগে। উনিও আমাকে খুব ভালবাসেন।"

একজন ড্রাইভারের কথার মধ্যে এই ভাল লাগা আর ভালবাসার উল্লেখ লাবণ্য ঠিক পছন্দ করিল না ; বলিল, "তুমি ওদের জান না-কি ?"

অবনীশ বলিল, "জানি বৈ কি মেমসাহেব, খুব জানি। হরিপদবাবুর ড্রাইভার যে আমার মামা হয়। সুলেখা দেবীর বিয়েতে আমাকে কি কম পরিশ্রম করতে হয়েছিল। সেই পাকা দেখা থেকে আরম্ভ করে ফুলশয্যায় গিয়ে রেহাই। কিন্তু যাই বলুন মেমসাহেব, জামাই আপনাদের দেখতে শুনতে একটুও ভাল হয়নি। আমার বেয়াদপি মাফ করবেন, সুলেখা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক যেন বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা হয়েছে। সত্যি কথা বলতে হলে, আমাদের সায়েবের বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলের যোগ্যও তিনি নন।"

পারিবারিক ব্যাপারে অবনীশের এরূপ অসংযত কথাবার্তায় লাবণ্য উত্তরোত্তর বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু অবনীশের কথার শেষাংশে সেই বিরক্তি আপনা-আপনিই খানিকটা লঘু হইয়া গেল। বলিল, "তুমি ভুল বলছ গৌর। আমার ভগ্নীপতি অবনীশ খুব বিদ্বান লোক ; বট্যানিতে সে ডক্টর উপাধি পেয়েছে। তা ছাড়া শুনেছি দেখতেও ভাল!"

অবনীশ বলিল, "আমিও শুনেছি তিনি শাক-সব্জির ডাক্তার। কিন্তু সে ত ভদ্রসমাজের ডাক্তার নয় মেমসায়েব, চাষাড়ে ডাক্তার; চিরকাল মাঠে মাঠে চাষাভূষোদের মধ্যে কাটবে। আর, দেখতে ভাল বলছেন, সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাইনে, কাল এলে স্বচক্ষেই দেখবেন।"

লাবণ্য বলিল, "আমার ভগ্নীপতি কাল আসছেন না, তিনি কয়েক দিন পরে আসবেন।"

"আচ্ছা বেশ, কয়েকদিন পরেই তা হলে দেখবেন। বেঁটে, কালো, মুখের মধ্যে একটা যেন টিয়াপাখির ঠোঁটের ভাব! তবে হ্যাঁ একথা সত্যি, আমাদের সায়েবের মত ভব্যিযুক্ত চেহারা কটা বাঙালীরই বা আছে।"

লাবণ্যর মনে বিরক্তির পরিমাণ বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে স্বামী-প্রশস্তির প্রভাবে পুনরায় কিছু কমিয়া গেল। মনে মনে বলিল, বেশী বাঙালীর না থাক, সায়েবের ড্রাইভারের ত নিশ্চয় আছে। প্রকাশ্যে বলিল, "খবরদার গৌর, সুলেখার সামনে এ-সব কথার বিন্দুবিসর্গও উচ্চারণ কোরো না।"

জিভ কাটিয়া মুখে বিস্ময়ের 'তিচ্' শব্দ উচ্চারণ করিয়া অবনীশ বলিল, "তাও কখনো করে মেমসায়েব?—তিনি আমাদের বাড়িতে অতিথি হবেন, সব রকমে তাঁকে খুশি করাই আমাদের কর্তব্য হবে।"

লাবণ্য বলিল, "আচ্ছা, এখন যেতে পার। কাল স্টেশনে যাবার জন্যে খুব সকাল সকাল তৈরী হোয়ো।"

"ঠিক সওয়া সাতটার সময় আমি গাড়িবারান্দায় গাড়ি নিয়ে হাজির হব।"

লাবণ্য বলিল, "আচ্ছা, তা হলেই হবে।"

লাবণ্যকে অভিবাদন করিয়া অবনীশ চলিয়া গেল।

পাঁচ

পরদিন প্রাতে প্রশান্ত, লাবণ্য ও দীপুকে লইয়া অবনীশ যথাসময়ে স্টেশনে উপস্থিত হইল। শোফারের পরিচ্ছদে সে সজ্জিত হইয়া গিয়াছিল সে কথা অবশ্য বলাই বাহুল্য।

গাড়ির কাছে রহিল অবনীশ ও একজন ভৃত্য। লাবণ্য ও দীপুকে লইয়া প্রশান্ত প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিল। মিনিট দশেকের মধ্যে আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেস আসিয়া পড়িল। একটা প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে সুলেখা মুখ বাড়াইয়া ছিল, প্রশান্তদের দেখিতে পাইয়া আনন্দে হাত নাড়িতে লাগিল।

এলাহাবাদে নামিয়া স্নানাহার সারিয়া ঘণ্টা দুই আড়াই পরে দিল্লী মেলে দিল্লী যাইবার জন্য প্রশান্ত শশাঙ্ককে অনুরোধ করিল, কিন্তু সময়াভাব বশত শশাঙ্ক কিছুতেই তাহাতে স্বীকৃত হইল না।

সুলেখা বলিল, "কাজ নেই জামাইবাবু, অত্যন্ত জরুরি কাজে ঠাকুরপো যাচ্ছেন, কোন কারণে দেরী হয়ে গেলে ভারি অসুবিধেয় পড়তে হবে।"

এ কথার পর আর পীড়াপীড়ি না করিয়া প্রশান্ত কুলির মাথায় জিনিসপত্র চড়াইয়া সুলেখা প্রভৃতিকে লইয়া প্ল্যাটফর্ম হইতে বাহির হইয়া আসিল।

প্ল্যাটফর্মের বাহিরে আসিলেই অবনীশের সাক্ষাৎ লাভ করিবে সুলেখা তাহা জানিত। ইতস্তত দৃষ্টি সঞ্চালিত করিতেই দেখিতে পাইল দূরে একটা বৃহৎ মোটরের সম্মুখে ড্রাইভারের পরিচ্ছদ পরিয়া মাথায় টুপি দিয়া অবনীশ খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিবামাত্র এত শীতেও তাহার কান দুইটা গরম হইয়া উঠিল, এবং বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল।

সুলেখার মনে হইল, এই নূতন পরিবেশের মধ্যে অভিনব বেশে সজ্জিত অবনীশ শুধু যেন তাহার নববিবাহিত স্বামীই নহে, এলাহাবাদ স্টেশনে এই মুহূর্তে যে বিচিত্র এবং কঠিন নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের পটোত্তোলন হইল, অভিনয়-সজ্জায়-সজ্জিত অবনীশ যেন তাহার নায়ক-রূপে নায়িকার সহিত প্রথম সংঘর্ষ প্রত্যাশায় দৃশ্যভূমির উপর স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। নায়কের এই কঠিন কঠোর ভঙ্গী দেখিয়া অভিনয়-শঙ্কিতা নায়িকার দুর্বল হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুতবেগে বাড়িয়া উঠিল।

সুলেখা বুঝিতে পারিল, এই উত্তেজনা হইতে মনকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিতে না পারিলে অবনীশের আশঙ্কাই সত্য দাঁড়াইবে—অভিনয় পণ্ড হইবে। যথাসাধ্য চিত্তদমন করিয়া সেও মোটরের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু মোটরের সম্মুখে আসিবামাত্র অবনীশ যখন সামরিক কায়দায় তাহাকে স্যালিউট করিয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া দিল, তখন চিত্তনিরোধ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও সুলেখার মুখ জবাফুলের মত আরক্ত হইয়া উঠিল।

অবনীশের প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করিতে তাহার চোখের মধ্যে নিঃশব্দ শাসনের মৃদু ভ্রূকুটি নিরীক্ষণ করিয়া সুলেখা কোনরূপে তাহার নিজ অংশের প্রথম পাঠ আবৃত্তি করিল। বলিল "গৌরহরিবাবু না?"

স্মিতমুখে অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ সুলেখা দেবী, আমি আপনাদের গৌরহরি।"

প্রশান্ত এবং লাবণ্যর দৃষ্টি হইতে নিজের মুখকে লুকাইবার জন্য তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠিতে উঠিতে সুলেখা বলিল, "এখানে আপনি কবে এলেন?"

অবনীশ বলিল, "মাত্র দিন চারেক হল এসেছি। আপনার দাদাই ত ঘোষ সাহেবের ড্রাইভার করে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।"

এ কথার আর কোন উত্তর না দিয়া সুলেখা নিঃশব্দে গাড়ির এক কোণে বসিয়া পড়িল।

দীপালিকে লইয়া গাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া সুলেখার পার্শ্বে বসিয়া লাবণ্য সুলেখার কানে কানে মৃদুস্বরে বলিল, "গাড়ি চালায় চমৎকার।"

সুলেখাও তেমনি মৃদুস্বরে বলিল, "হ্যাঁ জানি। খুব ভাল ড্রাইভার।"

একটা ঠিকা গাড়িতে সুলেখার দ্রব্যাদি চড়াইয়া বেয়ারার সহিত রওনা করাইয়া দিয়া প্রশান্ত মোটরের সম্মুখের সীটে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "চল।"

মোটর গৃহাভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

ছয়

বেলা তখন তিনটা। একতলার পশ্চিম দিকের বারান্দায় বসিয়া লাবণ্য সুলেখার নিকট হইতে তাহার বিবাহের গল্প শুনিতেছিল। লাবণ্যর পুত্র জয়ন্ত এবং কন্যা দীপালি স্কুলে গিয়াছে; বেলা সাড়ে চারটার সময়ে তাহারা নিজ নিজ বাসে গৃহে ফিরিবে।

সুলেখা বলিল, "তোমার ড্রাইভার আসছে দিদি।"

"কে? মোসাহেব?"

"না, পার্শ্বচর; জামাইবাবুর বিজিগীষা।" বলিয়া সুলেখা হাসিতে লাগিল।

স্মিতমুখে লাবণ্য বলিল, "ও! গৌরহরি?—তখন ত' তোকে পুরোপুরি একঘণ্টা বকিয়েছে; আবার বকাতে আসছে না কি?"

সুলেখা বলিল, "কি জানি দিদি। ওর মামার খবর নেওয়া আর শেষ হয় না কিছুতেই।"

লাবণ্য বলিল, "মামার কথা আর কটা জিজ্ঞাসা করে?—খালি ত'

বাজে ফোক্কড়িই কাটে। শুধু কথা চালাবার জন্যে মাঝে মাঝে এক-আধবার মামার কথা তোলে।”

হাসিমুখে সুলেখা বলিল, “একটু ফোক্কড় আছে,—না দিদি?”

“একটু না, বিলক্ষণ। উনি বিজিগীষা আর গাড়ি চালানোয় এমন ম’জে গেছেন যে, ঠিক গোলাপ ফুলের কাঁটার মতো ওর ফোক্কড়ি সহ্য করছেন।”

লাবণ্যর কথা শুনিয়া পুলকিত হইয়া সুলেখা হাসিতে লাগিল।

নিকটে আসিয়া লাবণ্যর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অবনীশ বলিল, “হাইকোর্টে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি মেমসায়েব।”

লাবণ্য বলিল, “এই ত সবে তিনটে বাজল, এরি মধ্যে কেন?”

অবনীশ বলিল, “আজ সায়েব সকাল সকাল ফিরবেন,—আমাকে তিনটের আগেই যেতে বলে দিয়েছেন।”

“তা হলে যাও।”

সুলেখার প্রতি অবনীশ ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল।

সুলেখা বলিল, “চল না দিদি, আমরা দুজনেও যাই। খানিকটা বেড়িয়ে আসা যাবে, জামাইবাবুকে নিয়ে আসাও হবে।”

সুলেখার বিবাহের গল্পে লাবণ্য এরূপ মগ্ন হইয়া গিয়াছিল যে, তাহা ছাড়িয়া হাইকোর্টে বেড়াইতে যাওয়ার প্রস্তাব তাহার একেবারেই ভাল লাগিল না; বলিল, “না না, তুই গল্প কর। এখন কোথাও যেতে হবে না, উনি এলে চা-টা খেয়ে বেড়াতে যাওয়া যাবে অখন।”

বিনীত কণ্ঠে অবনীশ বলিল, “অপরাধ যদি না নেন মেমসায়েব, তা হলে কিছু নিবেদন করি।”

সকৌতূহলে লাবণ্য বলিল, “কি?”

“এখন গেলে কিন্তু ভাল দেখাত।”

ঈষৎ উগ্র স্বরে লাবণ্য বলিল, "কেন ?"

"সুলেখা দেবীর খাতিরে সায়েব যখন আজ সকাল সকাল বাড়ি আসছেন, তখন সুলেখা দেবী এগিয়ে গিয়ে তাঁকে নিয়ে এলে একটু ভালই দেখাত মেমসায়েব।"

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে লাবণ্য বলিল, "কেন ? সুলেখা দেবীর পক্ষ থেকে তা' হলে পাণ্টা খাতির দেখানো হত বলে ?"

প্রফুল্ল মুখে অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে ঠিক তাই মেমসায়েব, পাণ্টা খাতির দেখানো হতো বলে।"

দৃঢ়স্বরে লাবণ্য বলিল, "কিচ্ছু তার দরকার নেই। এলাহাবাদে শুধু এসে সুলেখা দেবী সায়েবকে যে খাতির দেখিয়েছেন, তার পাণ্টা খাতির দেখাতে সায়েব সকাল সকাল বাড়ি আসছেন। আর এলাহাবাদে সুলেখা দেবী দয়া করে যতদিন থাকবেন ততদিন সায়েবই সুলেখা দেবীকে নানাভাবে পাণ্টা খাতির দেখাবেন। বুঝলে ?"

তৎপরতার সহিত মাথা নাড়িয়া অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে হাঁা মেমসায়েব,—জলের মত।"

উত্তর শুনিয়া লাবণ্যর দুই চক্ষু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

সহাস্যমুখে সুলেখা বলিল, "পাণ্টা খাতিরের কথা অবশ্য কিছু নয়; কিন্তু দিদি, শালী গিয়ে এগিয়ে নিয়ে এলে ভগ্নীপতি একটু খুশি হন, তা নিশ্চয়।"

টপ করিয়া অবনীশ বলিল, "অন্তত আমি ত হই। গরীব হলেও আমাদেরও ত শালী শালাজ আছে, আমরাও ত খানিকটা বুঝি।"

অবনীশের অনধিকার চর্চার দুঃসাহস এবং বিস্তার দেখিয়া লাবণ্য কি বলিবে হয়ত ভাবিয়া পাইতেছিল না, তাহার সেই বিহ্বলতার মধ্যেই সুলেখা কথা আরম্ভ করিয়া দিল। বলিল, "আপনার আবার শালী শালাজ কোথায় ? আপনার ত এখনো বিয়েই হয়নি।"

মৃদুভাবে ঘাড় নাড়িয়া অবনীশ বলিল, "হয়েছে বই কি সুলেখা দেবী, হয়েছে।"

সুলেখার মুখে একটা রুদ্ধ হাস্যের ক্ষীণ আভা ফুটিয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই মুখ গম্ভীর করিয়া লইয়া একটু চিন্তা করিবার ভান করিয়া বলিল, "কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ছে গৌরহরিবাবু, আমার পাকা দেখার কিছু আগেও শুনেছিলাম বাবার সদর মুহুরী রামগোপালবাবুর সেজ মেয়ের সঙ্গে আপনার বিয়ের কথা হচ্ছিল। মেয়েটির বাঁ পা একটু খোঁড়া বলে আপনি রাজি হচ্ছিলেন না। আমার পাকা দেখার সময়ও আপনার বিয়ে হয়নি, এ কথা আমার বেশ মনে পড়ছে।"

অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে, ঠিকই মনে পড়ছে সুলেখা দেবী, পরে হয়েছে।"

সুলেখার কঠিন জেরার উত্তরে বাচাল অবনীশের কি বলিবার আছে শুনিবার জন্য লাবণ্য সরোষে অপেক্ষা করিতেছিল। অবনীশের উত্তর শুনিয়া ফোঁস করিয়া উঠিয়া সে বলিল, "অমনি পরে হল?" অবনীশের বিবাহের কাহিনী যে, কথা চালাইবার জন্য ষোল আনা বাজে কথা, সে বিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না।

লাবণ্যর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া কাঁচুমাচু মুখে অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে, হল বই কি মেমসাহেব। না-ই যদি হবে, তা হলে হল কেমন করে বলুন?"

রুষ্ট কণ্ঠে লাবণ্য বলিল, 'না হলে যেমন করে হয় না, তেমনি করেই হয়নি।"

মুখের ভাব যথাসাধ্য করুণ করিয়া অবনীশ বলিল, "তা হলে হয়নিই ধরা যাক। আপনারা হলেন মনিব, আপনাদের ওপর কথা কওয়া কি আমার মতো ড্রাইভার মানুষের চলে!"

লাবণ্য বলিল, "সেইটেই ত তোমার বেশি চলে দেখতে পাই।

বেশি কথা বল তুমি ; আর, বেশি কথা বল ব'লে বাজে কথা বল। এ তুমি অস্বীকার করতে পার না গৌরহরি।"

দীন নেত্রে লাবণ্যর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অবনীশ বলিল, "এ আমি অস্বীকার করছিনে, স্বীকারই করছি। আমার স্বভাবে ঐ একটিমাত্র দোষ আছে। কিন্তু চাঁদেও ত কলঙ্ক আছে মেমসাহেব ?"

উপমার চটক দেখিয়া কুপিতা মেমসাহেবেরও মুখ নিরুদ্ধ হাস্যে লাল হইয়া উঠিল।

এতক্ষণ সুলেখা নিঃশব্দে হাসিতেছিল ; এবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "আর, গোলাপেও ত' কাঁটা আছে !"

সুলেখার উপমা শুনিয়া এবং হাসি দেখিয়া লাবণ্য আর সামলাইয়া থাকিতে পারিল না ; মুখে অঞ্চল দিয়া সে-ও হাসিতে লাগিল।

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া নিরতিশয় কাতর কণ্ঠে অবনীশ বলিল, "প্রাণে বড় আঘাত পেলাম মেমসাহেব। আমি গরীব বলে আপনারা আমাকে এইরকম করে অবজ্ঞা করছেন। কিন্তু হরিপদবাবু আমাকে ঠিক আত্মীয়ের মতো যত্ন করেন।" তাহার পর সুলেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "করেন কি-না আপনিই বলুন না সুলেখা দেবী, আপনি ত স্বচক্ষে দেখেছেন। আর করবেনই বা না কেন ? ড্রাইভার বলে ত আর সত্যিসত্যি নীচ জাত নই, আপনাদের স্বজাতিই ত বটে। দু-চার মিনিট খোঁজ তল্লাস করলে চাই-কি একটা সম্পর্কও বেরিয়ে যেতে পারে। এখানেও শেষ পর্যন্ত আত্মীয়ের মতো ব্যবহার পাব সে ভরসা হরিপদবাবু না দিলে আমি কিছুতেই আত্মীয়-বন্ধু ছেড়ে এই বিদেশে আসতাম না।"

অবনীশের এই কাতরোক্তি শুনিয়া ঈষৎ অনুতপ্ত-কণ্ঠে লাবণ্য বলিল, "কিন্তু তুমি ত নিজের দোষেই সে ব্যবহার পাচ্ছ না গৌরহরি। আমরা তোমাকে অবজ্ঞাও করিনে, ড্রাইভার বলে নীচও ভাবিনে।

কিন্তু তুমি থেকে থেকে আমাদের কথার মধ্যে টিপ্পনি কাটো, এ তোমার একটা বিশ্রী দোষ।"

অবনীশ বলিল, "অস্বীকার করছিনে মেমসাহেব, এ দোষও আমার আছে। অন্যায় কথা শুনলে আমি টিপ্পনি না কেটে থাকতে পারিনে।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া লাবণ্য বলিল, "তুমি তা হলে বলতে চাও যে, আমরা অন্যায় কথা বলে থাকি?"

সচকিতে মাথা নাড়িয়া অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে না!" "আজ্ঞে না!"

"তবে?"

"আজ্ঞে, তবে কিছুই না।"

পুনরায় খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়া সুলেখা বলিল, "কিছুই যদি না, তা হলে চলুন গৌরহরিবাবু, জামাই-বাবুকে নিয়ে আসাই যাক।" বলিয়া লাবণ্যর দিকে চাহিয়া বলিল, "যাবে দিদি? এই ত এক্ষণি ফিরে আসব। যাবে?"

লাবণ্য বলিল, "আমার এখন যাবার সময় নেই। তোমার যখন অত ইচ্ছে তখন যাও। কিন্তু কাপড় বদলাবি নে?"

সুলেখা বলিল, "গাড়ি থেকে যখন নাব্‌বই না, তখন শুধু শুধু কাপড় বদলাতে যাব কেন? তা ছাড়া, যা পরে আছি তাও ত' যথেষ্টই ভাল।"

কপট ক্ষোভের বিমর্ষ কণ্ঠে অবনীশ বলিল, "আমি গাড়ি বার করে গাড়িবারান্দায় এনে হর্ণ দিলে আপনি ওদিকে যাবেন।"

মাথা নাড়িয়া সুলেখা বলিল, "না, না, আবার মিছিমিছি এদিকে গাড়ি আনবেন কেন? চলুন, আমি আপনার সঙ্গে গ্যারেজে যাচ্ছি, ওখানে উঠে একেবারে ঐদিক দিয়ে বেরিয়ে গেলেই হবে।"

"আচ্ছা, তা হলে তাই আসুন।" বলিয়া অবনীশ অগ্রসর হইল।

লাবণ্য লক্ষ্য করিতে লাগিল, অবনীশ ও সুলেখা পাশাপাশি চলিতে

চলিতে গ্যারেজের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার পর অবনীশ গ্যারেজ হইতে গাড়ি বাহির করিয়া গ্যারেজের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া সুলেখাকে গাড়িতে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

সাত

গাড়ি অদৃশ্য হইলে লাবণ্য সুলেখার কথা ভাবিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, সুলেখার বিবেচনা-শক্তি এবং পরিমাণ-জ্ঞান একটু কম। যতই হউক না কেন, গৌরহরি শেষ পর্যন্ত ড্রাইভার ভিন্ন অপর কিছুই ত' নহে—উহার সহিত অতটা কথাবার্তা কওয়া এবং মেলামেশা করা ঠিক সঙ্গত হইতেছে না।

দুই চার মিনিট লাবণ্য অলস চিন্তার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া দোতলায় চলিয়া গেল।

মিনিট পাঁচ সাত পরে মোটরের শব্দ পাইয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া সে দেখিল গাড়িবারান্দার ভিতর একটা ট্যাক্সি প্রবেশ করিল, এবং অনতিবিলম্বে তথা হইতে নির্গত হইয়া গেট অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

ক্ষণকাল পরে প্রবেশ করিল প্রশান্ত।

প্রশান্তকে দেখিয়া সবিস্ময়ে লাবণ্য বলিল, "ট্যাক্সিতে তুমি এলে?"

প্রশান্ত বলিল, "এলাম বই-কি?"

"কেন, গাড়ি গেছল ত?"

"তা-ও ত গেছল। হাইকোর্ট ছেড়ে খানিকটা পথ আসার পর দেখলাম, আমাদের গাড়ি শোঁ করে পাশ দিয়ে হাইকোর্টের দিকে চলে গেল। মনে হল গৌরের সঙ্গে আমার চোখাচোখিও হল, কিন্তু গাড়ি থামালে না।"

লাবণ্য বলিল, "ট্যাক্সিতে তুমি যে থাকতে পার, সে ধারণাই তার

ছিল না; তাই অন্যমনস্কভাবে তোমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেও তোমাকে বুঝতে পারে নি।"

কৈফিয়ৎটার মধ্যে যুক্তি আছে বলিয়া প্রশান্ত সে বিষয় আর কোনো কথা বলিল না; জিজ্ঞাসা করিল, "গাড়িতে গৌরের পাশে কে বসে ছিল?"

লাবণ্য বলিল, "গৌরের পাশে ত কেউ ছিল না, পেছনের সীটে ছিল সুলেখা। তোমাকে নিয়ে আসবার জন্যে সে গিয়েছে।"

প্রশান্ত বলিল, "তা হলে সুলেখাই গৌরের পাশে বসে ছিল। পেছনের সীটে কেউ ছিল না।"

লাবণ্য বলিল, "তুমি ভুল করছ।"

প্রশান্ত বলিল, "না, এবার তুমি ভুল করছ। সুলেখা এলে জিজ্ঞাসা কোরো; তখন বুঝতে পারবে কে ভুল করছে।"

সুলেখার সঙ্গতিবোধের বিষয়ে লাবণ্যর বিশ্বাস কিছু শিথিল হইয়াছিল বলিয়া সে জোর করিয়া তর্ক করিতে সাহস করিল না, চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু সুলেখার প্রত্যাগমনের দিকে একটু মনযোগ রাখিল।

ঘণ্টাখানেক পরে হর্ণের শব্দ শুনিয়া লাবণ্য বাহিরে আসিয়া দেখিল পিছনের সীটের মধ্যস্থলে সুলেখা বসিয়া আছে, এবং তাহার দক্ষিণে ও বামে বসিয়া জয়ন্ত এবং দীপালি।

গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া সুলেখা নিকটে আসিলে লাবণ্য বলিল, "এত দেরী করলি যে?"

সহাস্যমুখে সুলেখা বলিল, "হাইকোর্টে গিয়ে শুনলাম একটু আগেই জামাইবাবু চলে এসেছেন। তখন অগত্যা খানিকটা ঘুরে দীপু আর জয়ন্তকে তাদের স্কুল থেকে নিয়ে চলে এলাম।"

কৈফিয়ৎটা লাবণ্যর মনঃপূত হইল না; বলিল, "ওরা ত নিজের

নিজের বাসেই আসে। সকাল সকাল ফিরতিস ত এতক্ষণ চা-টা খেয়ে ওঁর সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারতিস।"

সুলেখা বলিল, "আজ আর এই ঠাণ্ডায় বেড়ানো নয় দিদি। আজ চা-টা খেয়ে জামাইবাবুকে নিয়ে বসে গল্প-গুজব করা। এখন পর্যন্ত জামাইবাবুর সঙ্গে ভাল করে কথাবার্তা হয় নি।"

লাবণ্য বলিল, "বেশ ত, তাই করিস। উনি ত তোর জন্যে ব্যস্ত হয়েই রয়েছেন।" তারপর এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "হ্যারে সুলেখা, হাইকোর্ট যাবার সময় তুই সামনের সীটে গৌরহরির পাশে বসেছিলি?"

স্মিতমুখে সুলেখা বলিল, "কে বললে তোমাকে দিদি?"

লাবণ্য বলিল, "উনি বলছিলেন। তোরা যখন হাইকোর্টের দিকে যাচ্ছিলি তখন উনি ট্যাক্সি করে বাড়ি ফিরছিলেন,—সেই সময় দেখেছিলেন।"

প্রশান্তমুখে অবলীলার সহিত সুলেখা বলিল, "ঠিকই দেখেছিলেন। তখন আমি গৌরহরিবাবুর পাশেই বসেছিলাম।"

উত্তর শুনিয়া লাবণ্য যত না বিস্মিত হইল, ততোধিক বিস্মিত হইল উত্তর দিবার বেপরোয়া ভঙ্গী দেখিয়া। বলিল, "তুই ত বাড়ি থেকে বেরুলি পেছনের সীটে বসে, তারপর সামনের সীটে গেলি কেমন করে?"

তেমনি শান্ত সহজভাবে সুলেখা বলিল, "সে তোমার গৌরহরি ড্রাইভারের জ্বালায়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে পড়েই এমন পেছন ফিরে চেয়ে চেয়ে তার মামার কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলো যে, আমার মনে হল একটা অ্যাক্সিডেণ্ট না করে কিছুতেই ছাড়বে না। তখন নিজেই গাড়ি থামিয়ে ওর পাশে গিয়ে বসলাম। কি করি বল দিদি?—অন্যায় করেছি কি?"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া অসন্তোষের ঢিমা সুরে লাবণ্য বলিল, "মামার কথা ও ত আজ সমস্ত দিন তোকে জিজ্ঞেস করেছে, তবু ওর এখনো এত কি কথা বাকি আছে যে, গাড়িতে অ্যাক্সিডেণ্ট হবার ভয় হয়েছিল তোর?"

প্রশ্নের এই দুইরোখা গঠন হইতে সুলেখার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ছাঁদ ইহার প্রশ্নের হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রশ্ন নহে, পরন্তু অনুযোগ; এবং সে অনুযোগ যে গৌরহরির বিরুদ্ধেই শুধু নহে, হয় ত তাহারই বিরুদ্ধে অধিক, তাহাও উপলব্ধি করিয়া সপুলকচিত্তে সে বলিল, "শুধু কি মামার কথাই দিদি? মামার কথার সঙ্গে আবার নতুন করে যোগ দিয়েছে শ্রীমতী পুঁটির কথা।"

লাবণ্যর মনের মধ্যে সুলেখার প্রতি যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ক্রমশ জেরার আকার ধারণ করিতেছিল; বলিল, "পুঁটির সঙ্গে ত ওর বিয়ে হয়েছে, তবে পুঁটির কথা তোকে জিজ্ঞাসা করবার কি দরকার পড়ল?"

মাথা নাড়িয়া সুলেখা বলিল, "পুঁটির সঙ্গে ওর বিয়ে হয় নি দিদি, হয়ে যদি থাকে ত অন্য কারো সঙ্গে হয়েছে। ওর পেটের কথা বার করবার জন্যে আমি তখন পুঁটির কথা তুলেছিলাম।"

লাবণ্য বলিল, "অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে হয়ে থাকলে পুঁটির কথাই বা জিজ্ঞাসা করে কেন?"

"হয়ত গৌরহরির মানসপট থেকে পুঁটুরাণী এখনো সম্পূর্ণভাবে মুছে যান নি।"

লাবণ্যর ভিতরে জেরা করিবার প্রবৃত্তি কিছুতেই বিরাম মানিতেছিল না; বলিল, "সেই খোঁড়া মেয়েটাকে ও ভুলতে পারছে না?"

স্মিতমুখে সুলেখা বলিল, "খোঁড়া বলে পুঁটি ত আর ফোগলাও নয়

দিদি। তোমার গৌরহরি পুঁটির খোঁড়া পা যেমন ভুলতে পারছে না, তার সুন্দর মুখও হয়ত তেমনি ভুলতে পারছে না।”

ঈষৎ বিরক্তির সুরে লাবণ্য বলিল, “কি জানি বাপু, এ সব গোল-মেলে কথা আমি ঠিক বুঝিনে। কিন্তু সে যাই হক, পেছনের সীটে জায়গা থাকতে তুই আর সামনের সীটে গৌরের পাশে বসিস নে সুলেখা।”

লাবণ্যর নিষেধ-বাণী শুনিয়া কপট বিস্ময়ের সুরে সুলেখা বলিল, “কেন বল দেখি? কোনো দোষ আছে তাতে?”

লাবণ্য বলিল, “আছে বই কি। দেখতে একটু দৃষ্টিকটু হয়।”

লাবণ্যকে কতকটা অসন্তুষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া মনে মনে খুশি হইয়া সুলেখা বলিল, “না, না, দিদি, দৃষ্টিকটু কেন হবে? কলকাতায় আমি কত মেমসায়েবকে ড্রাইভারের পাশে বসে গাড়ি চড়ে যেতে দেখেছি, অথচ পেছনের সীটে কেউ নেই।”

লাবণ্য বলিল, “তা হয়ত দেখেছিস; কিন্তু এ কথা ভুলিসনে যে, এলাহাবাদ কলকাতা নয়, আর তুই মেমসায়েব নোস্।”

সুলেখা বলিল, “এলাহাবাদ কলকাতা কি-না তা হয়ত জানিনে,—কিন্তু সায়েবের ছোট শ্যালী যে মেমসায়েবের এক কাঠি বাড়া তা ভাল রকমই জানি।” বলিয়া হাসিতে হাসিতে লঘু ক্ষিপ্র পদে প্রস্থান করিল। পাঁচ সাত পা আগাইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “আচ্ছা, দিদি, বি-এতে তোমার অনার্স ছিল না?”

লাবণ্য বলিল, “ছিল, তবে পরীক্ষা দিইনি; দেবার সময়ে ছেড়ে দিয়েছিলাম।”

“তা না-হয় দিয়েছিলে, কিন্তু অনার্স কোর্স পড়েছিলে ত?”

“হ্যাঁ, পড়েছিলাম বই কি। কিন্তু সে কথা তোর হঠাৎ মনে হল কেন?”

লাবণ্যর এ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া এক মুহূর্ত চিন্তা করিবার

ভঙ্গি করিয়া সুলেখা বলিল, "আচ্ছা দিদি, ইংরিজি নিউমোনিআ শব্দে প্রথম অক্ষর 'পি'র উচ্চারণ কেন হয় না বলতে পার।"

এই প্রশ্নের দ্বারা কৌশলের সহিত সুলেখা লাবণ্যর জন্য যে ফাঁদটি পাতিল, অবলীলাক্রমে তাহার মধ্যে জড়াইয়া পড়িতে লাবণ্যর এক মুহূর্তও বিলম্ব হইল না। নিউমোনিআর এই 'পি' যে গৌরহরিরই নিউমোনিআর 'পি' তাহা সে নিঃসংশয়ে বুঝিল, এবং যে দুরন্ত 'পি' লইয়া প্রশান্ত দুই তিন দিন যাবৎ কাতর হইয়া দিনাতিপাত করিতেছে, তাহা সুলেখার স্কন্ধের উপরও চাপিয়া বসিয়াছে দেখিয়া তাহার মনের মধ্যে কৌতুকের অন্ত রহিল না। অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া সহজমুখে সে বলিল, "কি দরকার পড়ল তোর সে কথার ?"

সুলেখা বলিল, "এমনি জিজ্ঞাসা করছি।"

এ উত্তরটা কিন্তু লাবণ্যর ঠিক ভাল লাগিল না। গৌরের জন্য দরকার সে কথা ত খুলিয়া বলিলেই হইত। কৌতুকের কথার মধ্যে এমন করিয়া লুকাচুরির আমদানি করিলে কৌতুক আর ঠিক কৌতুক থাকে না। বলিল, "আমি জানিনে সুলেখা, তোর জামাইবাবুকে জিজ্ঞাসা করিস।"

আট

সন্ধ্যার বৈঠকে কথাটা কিন্তু লাবণ্যই উত্থাপিত করিল। প্রশান্তর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্মিতমুখে সে বলিল, "শুনছ? নিউমোনিআর 'পি' ভূত তোমার কাঁধ থেকে এখন তোমার শালীর কাঁধে ভর করেছে।"

শুনিয়া সপুলক নেত্রে সুলেখার দিকে চাহিয়া প্রশান্ত বলিল, "সত্যি না-কি সুলেখা ?"

কৃত্রিম বিস্ময়ের বিহ্বলতার সুরে সুলেখা বলিল, "আপনার কাঁধ থেকে আমার কাঁধে ভর করেছে? তার মানে?"

লাবণ্যর দিকে চাহিয়া প্রশান্ত বলিল, "তার মানে বুঝি সুলেখাকে এখনো বলনি ?"

লাবণ্য বলিল, "না, এখনো নিউমোনিআর কথা ও শোনেনি।"

"আর বিজিগীষা ?"

প্রশান্তর কথা শুনিয়া সুলেখা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "বিজিগীষার কথাও শুনেছি জামাইবাবু। কিন্তু আপনার কাঁধ থেকে আমার কাঁধে ভর করেছে, তার মানে কি ? আপনাকেও নিউমোনিআর 'পি'র কথা জিজ্ঞাসা করে না-কি ?"

আর্ত কণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "শুধু করে না সুলেখা,—যখনি বাগে পায় তখনি করে।"

"গৌরহরি ?"

"গৌরহরি।"

প্রশান্তর মুখমণ্ডলে একটা নিরুপায় কাতরতার ছায়া দেখিয়া সুলেখা পুনরায় উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল ; বলিল, "দুঃসাহস ত' কম নয়! মনিবকে এই সব কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস করে ?"

গভীর স্বরে প্রশান্ত বলিল, "মনিবের স্ত্রীকে আরও কঠিন কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস করে। মনিবকে নিউমোনিআর 'পি'র কথা জিজ্ঞাসা করে ; আর মনিবের স্ত্রীকে থাইসিসের 'পি' আর 'এইচে'র কথা জিজ্ঞাসা করে।"

কথাটা বুঝিয়া দেখিবার অভিনয়ে এক মুহূর্ত নিঃশব্দে চিন্তা করিবার ভান করিয়া সহসা হাসিয়া উঠিয়া সুলেখা বলিল, "মনিবের স্ত্রীর কাঁধে ত' তা হলে একেবারে যুগল ভূত ভর করেছে দেখছি।"

লাবণ্য বলিল, "মনিবের ভায়রাভাই এলে, আশা করি, সেই যুগল ভূত মনিবের স্ত্রীর কাঁধ থেকে মনিবের ভায়রাভায়ের কাঁধে ভর করবে।"

সুলেখা বলিল, "সে আশা কোরো না দিদি,—মনিবের ভায়রাভায়ের

বিদ্যেবুদ্ধির ওপর গৌরহরির বিশেষ কিছু আস্থা নেই। থাইসিসের মতো কঠিন সমস্যার কথা একজন অপণ্ডিত লোককে জিজ্ঞেস করতে তার প্রবৃত্তি হবে না।"

সুলেখার কথা শুনিয়া বিস্মিত কণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "অবনীশকে সে অপণ্ডিত মনে করে?"

সুলেখা বলিল, "অন্তত পণ্ডিত মনে করে না। হাইকোর্ট যাবার সময়ে বলছিল, শাক-সব্জির ডাক্তার না হয়ে জামাইবাবুর মতো আইন পড়ে ব্যারিস্টার হলে ঢের ভাল হত।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে লাবণ্য বলিল, "দেখ ত' কি অন্যায়! ওর স্পর্দ্ধা ত' বড় কম নয় যে, এইসব কথা বলে!"

লাবণ্যর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুলেখা বলিল, "বলছিল, তোমার সঙ্গে না-কি একদিন ওই রকম কথাই হয়েছিল।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া লাবণ্য বলিল, "কি কথা হয়েছিল?"

শান্তভাবে সুলেখা বলিল, "ওই যা বললাম, শাক-সব্জির ডাক্তার না হয়ে জামাইবাবুর মতো ব্যারিস্টার হলে ঢের ভাল হত।"

তীব্র কণ্ঠে লাবণ্য বলিল, "আমি সেই কথা বলেছিলাম, বলছিল না-কি?"

সজোরে মাথা নাড়িয়া সুলেখা বলিল, "না না, সে কথা ঠিক বলছিল না—বরং তোমার সুখ্যাতিই করছিল।"

"সুখ্যাতি আবার কি করছিল?"

"বলছিল, মেমসায়েব আমাকে সাবধান ক'রে দিয়ে বললেন, খবরদার গৌর, সুলেখারা এলে কখনো ওদের কাছে এ-সব শাক-সব্জির ডাক্তার-টাক্তারের কথা বলোনা।"

কথাটা একেবারেই প্রাঞ্জল নহে, এবং শাক-সব্জির ডাক্তারের

আলোচনায় লাবণ্য যে গৌরহরির সহিত একমত হয় নাই, তাহা ইহা হইতে নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় না। গৌরহরির বিরুদ্ধে লাবণ্যর অন্তর একেবারে তিক্ত হইয়া উঠিল। একবার মনে করিল সেদিনকার সমস্ত কথা আনুপূর্বিক খুলিয়া বলিয়া তাহার দিকটা পরিষ্কার করিয়া লয়। কিন্তু তাহারই বেতনভোগী একজন ড্রাইভারের বিরুদ্ধে সুলেখার নিকট সাফাই গাহিবার মধ্যে সে একটা খর্বতা অনুভব করিয়া নিরস্ত হইল। প্রশান্তকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখ, তোমার এই গৌরহরি ড্রাইভার হয় একটি পাকা সয়তান, নয় একটি আস্ত পাগল। মোটের ওপর ও-রকম ভয়ানক লোককে বাড়িতে রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। আজই তুমি ওকে বরখাস্ত কর।"

সুলেখা বলিল, "না দিদি, তা কোরো না। আমার এই কথার জন্যে যদি বেচারাব চাকরি যায় তা হলে আমি কিন্তু ভারি দুঃখিত হব। যা করতে হয় আমরা চলে গেলে তারপর কোরো।"

লাবণ্য বলিল, "তোর কথা না হয় আলাদা সুলেখা, কিন্তু অবনীশ এলে তাকে যদি ও এই রকম সব অন্যায় কথা বলে তা হলে সে কি মনে করবে বল দেখি?"

সুলেখা বলিল, "সে তুমি নিশ্চিন্ত থাক দিদি, তাঁকে গৌরহরি কিছুই বলবে না। তাঁকে কিছু বলা ওর পক্ষে অসম্ভব। তাই কি কথনো সত্যিসত্যি বলতে পারে?"

"তোকে তা হলে কেমন করে বলছে?"

মৃদু হাসিয়া সুলেখা বলিল, "আমাকেও কিন্তু কলকাতায় ঠিক এমন করে বলত না। এখানে এসে ও একেবারে অন্য মূর্তি ধারণ করেছে। কলকাতার গৌরহরি এলাহাবাদে এসে একেবারে যেন কেষ্টহরি হয়েছে।"

লাবণ্য বলিল, "শুধু কেষ্টহরি নয়, ধিনিকেষ্টহরি হয়েছে।"

প্রশান্ত বলিল, "তা নয় লাবণ্য, কলকাতার কেঁচো এলাহাবাদে এসে কেউটে হয়েছে।"

সুলেখা বলিল, "ঠিক বলেছেন জামাইবাবু, তার মুখের দুদিকে নিউমোনিআ আর থাইসিসের দুটো বিষ দাঁত।"

লাবণ্য বলিল, "আসুন দাদা, তারপর বিষ-পাথর দিয়ে বিষ দাঁত উপড়ে ফেলে আবার তাকে কলকাতার কেঁচো করে দিচ্ছি।"

সুলেখা বলিল, "তা তোমার করতে হবে না দিদি। দাদা এলে কেউটে আপনি-আপনিই কেঁচো হয়ে যাবে।"

লাবণ্য বলিল, "তখন ধিনিকেষ্টহরিও আবার গৌরহরি হবে।"

ঠিক এই সময়ে বাহিরে বারান্দায় কাহারো গলা খেঁকারির শব্দ শোনা গেল।

ঈষৎ উচ্চ কণ্ঠে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

বাহির হইতে উত্তর আসিল, "আজ্ঞে স্যার, আমি গৌরহরি।"

শুনিয়া লাবণ্যর দুই চক্ষু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছ?"

বিনয়স্নিগ্ধ স্বরে অবনীশ বলিল, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিচ্ছু করছিনে স্যার, এইমাত্র এসে-এসে দাঁড়িয়েছি।"

তিক্তকণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "এসে এসে দাঁড়িয়েছ! তার মানে?"

তেমনি নম্র স্বরে অবনীশ বলিল, "তার মানে এসে-এসে দাঁড়িয়ে আপনাকে একটা প্রশ্ন করবার উপক্রম করছি?"

প্রশান্ত চিৎকার করিয়া উঠিল, "চুলোয় যাক তোমার প্রশ্ন করবার উপক্রম! 'এসে-এসে দাঁড়িয়েছি' বলছ কেন? দুবার 'এসে' বলছ কেন? ভিতরে এসে বল।"

ভিতরে প্রবেশ করিয়া অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে স্যার, আপনি

বললেন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কি করছ,—দুবার 'দাঁড়িয়ে' বললেন, আমি তাই তার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে দুবার 'এসে' বলছি।"

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া প্রশান্ত বলিল, "এখন থেকে তা হলে তুমি এই রকম করে ছন্দ মিলিয়ে কথা কইবে না-কি ?"

"যদি অনুগ্রহ করে অনুমতি দেন তা হলে কইব।"

দৃঢ়কণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "না, কইবে না। গদ্যে কথা কইবে।"

"গদ্যেরও একটা ছন্দ আছে স্যার, তাকে গদ্যছন্দ বলে।"

"না, গদ্যছন্দেও কথা কইবে না; শুদু গদ্যে কইবে।"

"কাষ্ঠগদ্যে ?"

"হাঁ, কাষ্ঠগদ্যে !"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া অবনীশ বলিল, "যে আজ্ঞে, তাই কইব। আপনি যখন মনিব, আপনারই মত বলবৎ হবে। এবার তা হলে প্রশ্নটা নিবেদন করি ?"

বিরক্তি সহকারে প্রশান্ত বলিল, "কি তোমার প্রশ্ন ?"

অবনীশ বলিল, "বি. কে. সেন আর তাঁর সহধর্মিণী এসেছেন। তাঁদের নিম্নতলায় বৈঠকখানায় বসিয়েছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, তাঁরা উপরে আগমন করবেন, না আপনারা নিম্নে গমন করবেন।"

প্রশান্ত বলিল, "কি আশ্চর্য! তাঁদের এতক্ষণ বসিয়ে রেখে তুমি এইরকম করে এখানে পাগলামি করছ!" তারপর কণ্ঠের স্বর ঈষৎ গম্ভীর করিয়া লইয়া বলিল, "না, আমরা নিম্নে গমন করিব না, তাঁহারাই উপরে আগমন করিবেন। অতএব তুমি সত্বর নিম্নে অবতরণ করিয়া তাঁহাদিগকে ঊর্ধ্বে আরোহণ করাইয়া আন।"

"নির্ধন বলে বিদ্রূপ করবেন না স্যার।" বলিয়া অবনীশ দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

অবনীশের কথোপকথনের ভঙ্গী এবং ভাষার সৌষ্ঠব দেখিয়া লাবণ্য

এবং সুলেখা এতক্ষণ মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়াছিল; অবনীশ প্রস্থান করিলে তাহারা মুখ খুলিয়া সশব্দে হাসিয়া বাঁচিল।

প্রশান্ত বলিল, "সেনেরা চলে গেলে গৌরহরি সম্বন্ধে একটা যা-হয় পরামর্শ করতে হবে লাবণ্য। ও যে একটি পাগল, সে বিষয়ে বোধহয় আর বিশেষ কিছু সন্দেহ করবার নেই।"

লাবণ্য বলিল, "বেশি দিন থাকলে আমাদেরও পাগল করে তুলবে।"

সুলেখা মনে মনে বলিল, আমাকে ত এরই মধ্যে পাগল করে তুলেছে। এক এক সময়ে মনে হয়, দুত্তোর ছাই, দিই সব ফাঁস করে।

বাহিরে পদধ্বনি শুনিয়া প্রশান্ত বারান্দায় গিয়া অভ্যাগতদের আহ্বান করিল, "এস বিনয়, এস লতিকা।" অবনীশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ রুক্ষ স্বরে বলিল, "গৌরহরি, নীচে গিয়ে বোসো।"

মধ্যবর্তী দরজা দিয়া পার্শ্বের কক্ষে চলিয়া যাইবার জন্য সুলেখা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অঞ্চল ধরিয়া টানিয়া তাহাকে চেয়ারে বসাইয়া মৃদুস্বরে লাবণ্য বলিল, "যাসনে, আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। ভারি চমৎকার লোক এই সেনেরা।"

পর মুহূর্তেই বিনয় এবং লতিকা কক্ষে প্রবেশ করিয়া সহাস্যমুখে লাবণ্য ও সুলেখাকে নমস্কার করিল; তাহার পর সুলেখার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বিনয় লাবণ্যকে বলিল, "ইনি নিশ্চয়ই আপনার ভগ্নী শ্রীমতী সুলেখা মিত্র?"

লাবণ্য বলিল, "নিশ্চয়ই। কিন্তু এরই মধ্যে সে খবর পেলেন কেমন করে ঠাকুরপো?"

প্রশান্ত বলিল, "হয়ত আজকের সকালের কাগজে আমার মাননীয়া শ্যালিকা মহাশয়ার শুভাগমন সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়ে থাকবে।"

বিনয় বলিল, "ঠিক বলেছেন দাদা,—একেবারে ঠিক তাই-ই। তবে আজ সকালের খবরের কাগজে নয়, আজ সকালের চিঠির কাগজে। পাটনা থেকে আজ অবনীশের চিঠি পেলাম যে, মিসেস মিত্র আজ আপনার এখানে আসছেন; আর দিন দু'তিন পরে সে নিজেও আসবে। আপনাদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তার কথা সে কিছুই জানে না; লিখেছে এখানে এসে তার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে। কিন্তু লতিকা কিছুতেই সে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলে না, আজই এসে পড়ল। শ্রীমতী সুলেখার সঙ্গে তার আলাপ করার আগ্রহ অতিশয় প্রবল।"

সহাস্যমুখে লতিকা বলিল, "আর তোমার আগ্রহ?"

বিনয় বলিল, "তোমার চেয়ে আমার আগ্রহ দুর্বল, সে কথাও অবশ্য আমি কিছুতেই স্বীকার করব না।"

বিনয়ের কথা শুনিয়া সকলে উচ্চকণ্ঠে হাস্য করিয়া উঠিল।

প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "অবনীশের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি বিনয়?"

বিনয় বলিল, "সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। অবনীশ আমার বাল্যবন্ধু বললেও অন্যায় হয় না।" বলিয়া পকেট হইতে একখানা খাম বাহির করিল। তাহার পর খামের ভিতর হইতে চিঠি বাহির করিয়া প্রশান্তর হাতে দিয়া বলিল, "অবনীশের এই চিঠি আজ পেয়েছি, পড়ে দেখলে তার লেখবার কায়দা দেখে খুশি হবেন।"

প্রশান্ত যদি বিনয়ের নিকট হইতে খামখানা লইয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিত, তাহা হইলে নিশ্চয় বুঝিতে পারিত যে, ঠিকানার অংশ টাইপ করা হইলেও টিকিটের উপরকার অস্পষ্ট ডাক-চিহ্ন, আর যেখানকারই হউক না কেন, পাটনার হইতে পারে না। খামের সহিত চিঠির যোগ অন্তরঙ্গ নহে।

এলাহাবাদের কোনো সরকারী আফিসে বিনয় একজন উচ্চপদের কর্মচারী। তাহার বিলাত যাইবার মাস ছয়েক পরে প্রশান্ত ব্যারিস্টারি পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসে। বিলাতের সেই অল্পদিনের একত্র অবস্থানকালে প্রশান্তর সহিত তাহার প্রথম পরিচয়। এলাহাবাদে বিনয় বদলি হইয়া আসিবার পর সেই সুদূর প্রবাসজাত দুর্বল পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়াছে। সন্ধ্যাকালে বিনয় প্রায়ই সস্ত্রীক প্রশান্তর গৃহে বেড়াইতে আসে। কাল সন্ধ্যাকালেও সে একা পদব্রজে প্রশান্তদের গৃহে বেড়াইতে আসিতেছিল, এমন সময়ে ঘটনাক্রমে অবনীশের সহিত সাক্ষাৎ।

অবনীশ কিন্তু বিনয়ের পুরাতন বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যেরই একজন। কলিকাতায় এক কলেজের এক শ্রেণীতে তাহারা সহপাঠী ত ছিলই, বিলাতেও কিছুকাল উভয়ে একত্রে অধ্যয়ন করিয়াছিল। কথায় কথায় অবনীশ জানিতে পারিল যে বিনয় প্রশান্তদের সহিত বিশেষ পরিচিত এবং উপস্থিত তাহাদেরই গৃহে যাইতেছে। তখন নিরুপায় হইয়া সে তাহার কাছে তাহার চক্রান্তের কথা প্রকাশ করিয়া বলে এবং এ বিষয়ে তাহার সহযোগিতা ভিক্ষা করে। এমন একটা রসাল ও কৌতুকপ্রদ চক্রান্তে যোগ দিতে বিনয় ক্ষণমাত্র ইতস্তত করে নাই। আজ সে অবনীশেরই ব্যবস্থাক্রমে এবং উপদেশ মত অবনীশের প্রহসনে তাহার নিজ অংশের অভিনয় করিতে প্রশান্তদের গৃহে আসিয়াছে।

অনাবশ্যক বোধে বিনয় তাহার স্ত্রীকে এ চক্রান্তের কথা জানায় নাই। সুলেখাকে কিন্তু অবনীশ দ্বিপ্রহরে বিনয়ের বিষয়ে সমস্ত কথা জানাইয়া দিয়াছিল।

চিঠি শেষ করিয়া বিনয়ের হাতে ফিরাইয়া দিয়া প্রশান্ত বলিল, "চমৎকার চিঠি। ভারি সুন্দর স্টাইল। অবনীশ ত দেখছি বাঙলা ভাষায় মহা পণ্ডিত মানুষ!"

লাবণ্য বলিল, "তোমার গৌরহরির চেয়েও না-কি?"

প্রশান্ত বলিল, "সেটা অবনীশ এলে তাকে বিজিগীষার মানে আর দুর্বিষহর বানান জিজ্ঞাসা করবার পর স্থির করা যাবে।"

প্রশান্তর কথা শুনিয়া লাবণ্য ও সুলেখা হাসিতে লাগিল।

কৌতূহলের ভঙ্গীতে বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "গৌরহরি কে দাদা?"

প্রশান্ত বলিল, "ঐ যে-ব্যক্তিটি এখনি তোমাদের অভ্যর্থনা করে উপরে নিয়ে এলেন উনিই হচ্ছেন বাঙলাদেশের কলিকাতা-নবদ্বীপধামের গৌরহরি। শ্রীমতী সুলেখার মতে, যুক্তপ্রদেশের এলাহাবাদ-বৃন্দাবনে আগমন করে উনি কৃষ্ণহরির রূপ ধারণ করেছেন—এবং তস্যা অগ্রজা শ্রীমতী লাবণ্যর মতে উনি কেবলমাত্র কৃষ্ণহরির রূপই ধারণ করেন নি, পরন্তু ধিনিকৃষ্ণহরির রূপ ধারণ করেছেন, যেহেতু ওঁর চাল-চলন প্রভৃতি আচরণাদির মধ্যে সম্প্রতি একটু নৃত্যশীলতার লক্ষণ দেখা দিয়েছে।"

প্রশান্তর কথা শেষ হইলে একটা উচ্চ হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল।

সহাস্যমুখে বিনয় বলিল, "আজ এত সাধুভাষা দিয়ে কথা কচ্ছেন কেন দাদা?"

গম্ভীর মুখে প্রশান্ত বলিল, "সংক্রম-নিবন্ধন বশতঃ।"

চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া বিনয় বলিল, "ওরে, বাস্‌রে! এ যে সাধুভাষার চেয়েও বেশি সাধু হল! ঠিক যেন ব্যাকরণের কঠিন সূত্র! একটুও বোঝা গেল না। কিন্তু গৌরহরিকে বাঙলাদেশ থেকে কেন আমদানি করেছেন দাদা?"

এ কথার উত্তর দিল লাবণ্য; বলিল, "গাড়ি চালাবার জন্যে। আজ কিন্তু কিছুক্ষণ থেকে গৌরহরি হঠাৎ সাধুভাষা ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে। তার ছোঁয়াচ ওঁকেও লেগেছে বলে উনিও সাধুভাষা দিয়ে কথা কইছেন।"

লতিকা ব্যগ্র হইয়া উঠিয়া বলিল, "ও দিদি, তোমার গৌরহরি তা

হলে আমাদেরও সঙ্গে সাধুভাষায় কথা কচ্ছিল। তখন মনে হচ্ছিল, যেন কি-রকম কি-রকম লাগছে,—এখন বুঝতে পারছি সাধুভাষা।"

সহাস্যমুখে লাবণ্য বলিল, "তোমাদের আবার কি বলছিল লতিকা ?"

লতিকা বলিল, "বলছিল, কি উদ্দেশ্যে আপনাদের শুভাগমন হয়েছে, কি আপনাদের পরিচয়, আপনারা নিম্নে একটু অবস্থান করবেন, না একেবারে দ্বিতলে আরোহণ করবেন,—এই ধরনের সব কথা। আমি মনে করলাম, তুমি বুঝি ওকে ঐ রকম করে সভ্য কথা বলতে শিখিয়ে দিয়েছ।"

লতিকার কথা শুনিয়া লাবণ্য বলিল, "আমি ত আর পাগল হইনি লতিকা যে, যে-সব কথা শুনে আমরা নিজেরা জ্বলে-পুড়ে মরছি সেই সব কথা অন্য লোককে বলতে শিখিয়ে দোব !"

লতিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশান্ত বলিল, "ও একটু আগে তোমাকে সহধর্মিণী বলছিল লতিকা।"

প্রশান্তর কথা শুনিয়া লাবণ্য এবং সুলেখা উচ্ছ্বসিত রবে হাসিয়া উঠিল।

চকিতকণ্ঠে লতিকা বলিল, "ও মা ! সে কি কথা !"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বিনয় বলিল, "কার সহধর্মিণী বলছিল দাদা ?"

প্রশান্ত বলিল, "না, না, তোমারই বলছিল ;—তবে মিস্টার বি. কে. সেনের স্ত্রী না বলে মিস্টার বি. কে. সেনের সহধর্মিণী বলছিল।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিনয় বলিল, "মিস্টার বি. কে. সেনের বন্দিনী বলেনি এই আমাদের সৌভাগ্য ! যাবার সময়ে তার জন্যে ওকে একটু ধন্যবাদ দিয়ে যেতে হবে।"

পুনরায় একটা হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল।

ক্ষণকাল পরস্পরের মধ্যে নানা বিষয়ে অসম্বদ্ধ আলাপ-আলোচনার পর সহসা এক সময়ে বিনয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লতিকা বলিল, "তুমি কিন্তু বেশ লোক!"

এ কথার উত্তরে বিনয়ের কিছু বলিবার পূর্বে গম্ভীর মুখে প্রশান্ত বলিল, "সে কথা আমরাও স্বীকার করি লতিকা। তবে এ-রকম অসঙ্কোচ স্বামী-প্রশংসা ইতরজনের অগোচরে হলে বোধ হয় আর একটু শোভন হয়।"

প্রশান্তর এই পরিহাস-বাক্য শুনিয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

আরক্ত মুখে লতিকা বলিল, "আমি কিন্তু সত্যি-সত্যিই প্রশংসা করছিনে দাদা!"

বিনয় বলিল, "অর্থাৎ 'তুমি বেশ লোক' মানে উনি বলতে চাচ্ছেন 'তুমি বেশ লোক' নও।"

প্রশান্ত বলিল, "অলঙ্কার শাস্ত্রে একে বলে ব্যাজোক্তি; অর্থাৎ, স্তুতির ছলে নিন্দা। এর বিপরীত হচ্চে নিন্দার ছলে স্তুতি, আমার সঙ্গে বাক্যালাপের সময়ে যার ব্যবহার লাবণ্য সদাসর্বদা করে থাকেন।"

পুনরায় একটা হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল।

লাবণ্য বলিল, "আমি কিন্তু কখনো ব্যাজোক্তি করিনে ব্যাজোক্তিকে আমি বাজে উক্তি বলে মনে করি।"

প্রশান্ত বলিল, "এখন তা হলে বোঝা গেল, আমার সঙ্গে বাক্যালাপের সময়ে লাবণ্য সদাসর্বদা আমার যে সুখ্যাতি করে থাকেন তার কোনোটাই নিন্দে নয়।"

পুনরায় সকলে হাসিয়া উঠিল।

লতিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশান্ত বলিল, "কিন্তু সে যাই হোক লতিকা, বিনয় আমাদের সামনে কি এমন অপরাধ করলে যার জন্যে তুমি তার নিন্দে করতে উদ্যত হয়েছ তা ত কিছুই বুঝতে পারছিনে। এ নিন্দের দ্বারা তোমাদের কোন পূর্ব ব্যাপারের জের টানছ না ত?"

ব্যস্ত হইয়া সলজ্জ মুখে লতিকা বলিল, "না, না, কোনো পূর্ব ব্যাপারের জের টানা নয়, এখানেই উনি অপরাধ করছেন। আচ্ছা, বলুন দেখি দাদা, দেখবার আগ্রহ যার সকলের চেয়ে বেশি, তার হাতে একবার না দিয়ে আপনার হাত থেকে অবনীশবাবুর চিঠিখানা নিয়ে পকেটে পুরে রেখে কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে উনি বসে আছেন!"

লতিকার কথা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি চিঠিখানা পকেট হইতে বাহির করিয়া বিনয় বলিল, "ওহো, একেবারে ভুলে গেছি! মনে করিয়ে দেবার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি লতিকা।" তৎপরে সুলেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্মিত মুখে বলিল, "এই বিলম্বের জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন সুলেখা দেবী। আজ আপনার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনে আপনাকে আমি অবনীশের লেখা এই চিঠিখানা শুধু পড়তে দিতেই চাইনে, উপহার দিতেও চাই। আমি নিশ্চয় বলতে পারি, আপনার সংগ্রহ-ভাণ্ডারে এটি একটি মূল্যবান বস্তু হয়েথাকবে।"

সলজ্জস্মিত মুখে সুলেখা বলিল, "আপনি যে চিঠিখানা আমাকে দিতে চাচ্ছেন সে জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু বন্ধুকে লেখা চিঠি বন্ধুর কাছে থাকলেই ত ভাল হয়।"

বিনয় বলিল, "এ চিঠি বন্ধুকে লেখা বেশি, না বন্ধুর বন্ধুপত্নীকে লেখা বেশি, তা আপনি চিঠিখানা পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন। আন্দাজ দেবার জন্যে মাত্র একটা জায়গা থেকে সামান্য-একটু পড়ে শোনাচ্ছি।" বলিয়া বিনয় পড়িতে লাগিল, "সুলেখা সর্বদা আমার

চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায় অথচ তাকে স্পর্শের মধ্যে পাইনে। রাত্রে প্রিয়াহীন নিঃসঙ্গ বিরহশয্যায় যখন নিদ্রাহীন হয়ে পড়ে থাকি, তখন সে প্রাণে-প্রাণে কথা কয়, কিন্তু কানে-কানে কয় না। এই পাওয়া না-পাওয়ার মাঝামাঝি অবস্থাটা ভারি অদ্ভুত! এর খানিকটা দুঃখ দিয়ে গড়া, খানিকটা সুখ দিয়ে; আর দু-তিন দিন পরে আমার এই সুলেখাময়-সুলেখাহীন জীবনযাপন শেষ হবে; কিন্তু আজকের এই বিচিত্র বিরহানন্দের অনুভূতিকে সেদিনকার পরিপূর্ণ মিলনের অনুভূতি পরাভূত করতে সক্ষম হবে কি-না তা এখন ঠিক বলতে পারিনে।"

চিঠিটা মুড়িয়া সুলেখার হাতে দিয়া বিনয় বলিল, "এর স্বত্ব-বিচার না-হয় পরে হবে, আপাতত আপনার অধিকারেই থাক। আচ্ছা বলুন ত, যেটুকু পড়ে শোনালাম চমৎকার নয় কি?"

এ কথার উত্তর দিল লাবণ্য; বলিল "চমৎকার! এমন চিঠি তোমার দাদা যদি আমাকে লিখতেন ঠাকুরপো, তাহলে আমার সংগ্রহ-ভাণ্ডারে পয়লা নম্বর কৌটোয় একে স্থান দিতাম!"

লাবণ্যর কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল।

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীর মুখে প্রশান্ত বলিল, "কিন্তু সে কৌটো ত জড় সংসারের কাঠের কিম্বা স্টীলের কৌটো লাবণ্য; অন্তরের মণিকোঠা ত নয়?" বলিয়া তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসু নেত্রে লাবণ্যর দিকে চাহিয়া রহিল।

কি উদ্দেশ্যে প্রশান্ত এ কথা বলিতেছে ঠিক বুঝিতে না পারিয়া সহাস্যমুখে লাবণ্য বলিল, "না, না, অন্তরের মণিকোঠা ত নিশ্চয়ই নয়।"

সহসা মুখ অনেকখানি প্রফুল্ল করিয়া প্রশান্ত বলিল, "তা যদি নয়, তা হলে শুধু অবনীশের কাগজে লেখা বস্তুময় চিঠির কথা ভেবে আক্ষেপ না করে, হৃদয়ের আবেগে লেখা আমার যে-সব নিরক্ষর লিপি তোমার

অন্তরের মণিকোঠায় সঞ্চিত আছে তার কথাও ভাবছ না কেন? বহির্জগতের বস্তুময় চিঠির চেয়ে অন্তর্জগতের চিত্তময় লিপি শ্রেষ্ঠতর বস্তু, এ তুমি ত নিশ্চয় স্বীকার কর?"

লাবণ্য বলিল, "সে কথা স্বীকার করলেও তোমার বিশেষ কিছু সুবিধে হবে না,—কারণ, আমার অন্তরের মণিকোঠায় তোমার চিত্তময় লিপির নামগন্ধও নেই, একেবারে বায়ুময় শূন্যতায় ভরা!"

প্রশান্ত বলিল, "যা বলছ তা আশ্চর্য নয় লাবণ্য। আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে একটি করে যন্ত্র আছে, যার নাম, ধর, মনোযন্ত্র। এই মনোযন্ত্রের রিসিভার খুব সূক্ষ্মশক্তিসম্পন্ন না হলে গভীর অনুভূতির কথা তাতে ধরা পড়ে না। আমার মনোযন্ত্রের ট্র্যান্সমিটারে কোনো দোষ নেই, আমি নিয়মিতভাবে তোমাকে চিত্তময় লিপি ছেড়ে এসেছি; তোমার রিসিভারে গলদ আছে বলে তা ধরা পড়েনি। সেই জন্যে তোমার মণিকোঠা শূন্যতায় ভরা। অবনীশের মনোযন্ত্রের রিসিভার যে একেবারে দুরস্ত অবস্থায় আছে তার প্রমাণ পাচ্ছ তার চিঠিতে। ও যে লিখেছে, সুলেখা তার চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়, এ অবশ্য হল সাইকো-টেলিভিশনের কথা, তার রিসিভিং অ্যাপারেটাস্ আলাদা। কিন্তু ও যে লিখছে, সুলেখা প্রাণে-প্রাণে কথা কয়, যদিও কানে-কানে কয় না, এই হচ্ছে অন্তর লোকের চিত্তময় লিপির কথা। এই অবাঙ্ময় নিরক্ষর লিপি অতিশয় সূক্ষ্ম জিনিস; সুলেখার হাতে অবনীশের লেখা ঐ যে বাঙ্ময় কাগজের চিঠি, ও স্থূল।"

প্রশান্তর মনোযন্ত্র এবং চিত্তময় লিপি সম্বন্ধে গবেষণাত্মক আলোচনা শুনিয়া সুলেখা ও লতিকা দুইজনে পুলকিত হইয়া হাসিয়া অস্থির হইয়াছিল।

লাবণ্য মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "আমি কিন্তু অবাঙ্ময়ের চেয়ে বাঙ্ময় ঢের বেশি পছন্দ করি।"

বিস্ময়াহতভাবে ক্ষণকাল লাবণ্যর দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া প্রশান্ত বলিল, "কিন্তু লাবণ্য, ভাষা দুরকমের আছে, মুক আর মুখর,— তা স্বীকার না করে উপায় নেই। আর হৃদয়ের মুক ভাষার কাছে অধরের মুখর ভাষা যে চিরকাল পরাজিত হয়ে এসেছে, তা কবিরা এক বাক্যে স্বীকার করে গেছেন। এ বিষয়ে তুমি কি বল বিনয়?" বলিয়া প্রশান্ত বিনয়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

বিনয় বলিল, "ও বিষয়ে আমি কিছুই বলিনে দাদা; আমি শুধু বলি, বাঙলা ভাষার ওপর আপনার দখল অবনীশের চেয়ে একটুও কম নয়। বাঙ্ময় অবাঙ্ময় মণিকোঠা চিত্তময়,—এ সকল কথার সব কথার মানেও আমরা জানিনে, আর আপনি অনর্গল এই সব কথা বলে যাচ্ছেন। অবনীশ এলে আপনাদের দুই ভায়রাভায়ে খুব জমবে দেখচি।"

লাবণ্য বলিল, "শুধু দুই ভায়রাভায়েই নয় ঠাকুরপো,—তিন গৌরহরি ড্রাইভারে। তিনি যে-রকম সাধু বাঙলায় পণ্ডিত, আর অনধিকার-চর্চায় পটু, তিনি এদের দুজনকে ছেড়ে কথা কইবেন, তা মনে হয় না।"

ঠিক এই সময় বাহিরে পুনরায় গলা-খেঁকারির শব্দ হইল।

শুনিয়া লাবণ্যর মুখ এতটুকু হইয়া গেল; নিম্নকণ্ঠে বলিল, "গৌরহরি নিশ্চয়।"

নিম্নস্বরে বলিলেও অবনীশের তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি হইতে সে কথা নিষ্কৃতি পায় নাই; সে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ মেমসাহেব, আমি গৌরহরিই বটে।"

লতিকা এবং সুলেখার প্রতি অর্থপূর্ণ ভ্রূভঙ্গী করিয়া লাবণ্য অবনীশকে সম্বোধন করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, "কি বলছ?"

"আজ্ঞে ব্রজভূষণ এসেছে।"

সকৌতূহলে লাবণ্য বলিল, "ব্রজভূষণ এসেছে? ব্রজভূষণ আবার কে?"

"আজ্ঞে সেন-মেমসায়েবের পরিচারক।"

দুর্ভেদ্য রহস্যের বিহ্বলতায় মুহূর্তকাল নিঃশব্দে কাটিল; তাহার পর উচ্ছ্বসিত হাস্যে ফাটিয়া পড়িয়া বিনয় বলিল, "ও! বুঝতে পেরেছি। ব্রজভূষণ মানে ব্রিজভূখণ, আর পরিচারক মানে চাকর। অর্থাৎ, আমাদের চাকর ব্রিজভূখণ এসেছে।"

শুনিয়া স্ত্রীলোকেরা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

গভীর স্বরে প্রশান্ত ডাকিল, "গৌরহরি!"

অবনীশ বলিল, "স্যার?"

"ভেতরে এস।"

পর্দা ঠেলিয়া অবনীশ কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল।

প্রশান্ত বলিল, "ব্রিজভূখণকে তুমি ব্রজভূষণ বলছ কেন?"

অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে স্যার, ব্রিজভূখণ উচ্চারণটা অশুদ্ধ, ব্রজভূষণ শুদ্ধ। এ দেশে এসে দেখছি উচ্চারণের ভারি গোলমাল। তাই যতটা পারি ঠিক করে দেবার চেষ্টায় আছি। ব্রিজভূখণকে ব্রজভূষণ উচ্চারণ মুখস্থ করিয়ে এসেছি।"

আবার একটা রুদ্ধ হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল।

প্রশান্ত বলিল, "বেশ করেছ। কিন্তু তোমাদের বাঙলা দেশে 'প' 'ক'য়ে মূর্ধন্য 'ষ'য়ে দীর্ঘ ঈকারের কি উচ্চারণ হয়? পক্ষী, না পক্‌খী?"

অবনীশ বলিল, "আকাশে যে ওড়ে স্যার?"

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আকাশে যে ওড়ে।"

অবনীশ বলিল, "পক্‌খী হয়।"

"আর 'ব'য়ে ঋফলা 'ক'য়ে মূর্ধন্য ষয়ের কি উচ্চারণ হয়?"

অতিশয় নিরীহ ব্যক্তির মতো মুখ কাঁচুমাচু করিয়া অবনীশ বলিল, "যার ডালে পক্ষী বাসা বাঁধে স্যার?"

একটা অট্টহাস্যে সমস্ত কক্ষ সচকিত হইয়া উঠিল।

চিৎকার করিয়া উঠিল প্রশান্ত, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, যার ডালে পক্ষী বাসা বাঁধে।"

তেমনি কাঁচুমাচু মুখ করিয়া অবনীশ বলিল, "কাইণ্ডলী তাড়না করবেন না স্যার,—তাড়না করলে আমার সমস্ত গুলিয়ে যায়। আমাদের বাঙলা দেশে 'ব'য়ে ঋফলা 'ক'য়ে মূর্দ্ধন্য 'ষ'-র উচ্চারণ বৃক্‌খ হয়।"

"এ দুটো কথার শুদ্ধ উচ্চারণ কি? পক্‌খী, বৃক্‌খ? না পক্‌ষী, বৃক্‌ষ?"

"আজ্ঞে, শুদ্ধ উচ্চারণ পক্‌ষী, বৃক্‌ষ।"

"তা হলে?"

"তা হলে আমাদের বাঙলা দেশেও উচ্চারণের গোল রয়েছে।"

"এখন বুঝেছ ত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, জলের মত।"

পুনরায় একটা হাস্যধ্বনিতে ঘর ভরিয়া উঠিল।

লতিকা বলিল, "কিন্তু ব্রিজভূখণ কেন এসেছে সে কথা ত এখনো শোনা হল না। বসুধা আবার বাড়িতে একা রয়েছে।"

লতিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অবনীশ কহিল, "আজ্ঞে, নিবেদন করি সেন-মেমসায়েব। ব্রিজভূখণের একজন দূরসম্পর্কিত মাতুল অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তাকে তার দাহকার্যে যোগ দিতে যেতে হচ্ছে। সেই হেতু সে অদ্য রজনীর মত অবসর ভিক্ষা করছে।"

অবনীশের সাধু ভাষার কথা শুনিয়া রুদ্ধহাস্যে লতিকার মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। উত্তর দিল বিনয়; বলিল, "আচ্ছা, অদ্য রজনীর মত

তাঁকে অবসর প্রদান করা হল, কিন্তু কল্য প্রভাতে সূর্যোদয়ের সহিত ব্রজভূষণও যেন ব্রজে আসিয়া উদয় হন।"

অবনীশ বলিল, "তা হলে এই উপদেশই তার নিকট বিজ্ঞাপিত করি স্যার ?"

বিনয় বলিল, "হ্যা—এই উপদেশ বিজ্ঞাপিত কর।"

প্রস্থানোদ্যত অবনীশকে ডাকিয়া প্রশান্ত বলিল, "শোন গৌরহরি, ব্রিজভূখণকে কথা বলে তুমি ফিরে এস। তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

চিন্তিত মুখে অবনীশ বলিল, "কি কথা স্যার ? কোন অশুভ কথা নয় ত ?"

প্রশান্ত বলিল, "শুভ, কি অশুভ তা জানিনে ; শুনবে যখন তখন বুঝে দেখো।"

"যে আজ্ঞে, তাই দেখব।" অবনীশ প্রস্থান করিল।

বিনয় বলিল, "এ রকম funny chap কোথা থেকে পেলেন দাদা ? এ ত দেখছি আপনাদের একটা permanent source of entertainment হল।"

চিন্তিত মুখে প্রশান্ত বলিল, "তা ত হল। কিন্তু যেখান থেকে পেয়েছি, তাতে এই permanent source of entertainment-এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া কিছু কঠিন হয়েছে। লাবণ্যর দাদা খুব বড় রকম সার্টিফিকেট দিয়ে একে কলকাতা থেকে পাঠিয়েছেন, সুতরাং তাঁকে একবার না জানিয়ে একে ছাড়িয়ে দিলে তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হতে পারেন। তিন-চার দিন পরে তিনি আমার এখানে আসছেন। মনে করছি তিনি এলে তাঁর সঙ্গে একটু কথা কয়ে নিয়ে তারপর গৌরচন্দ্রকে বিদায় করব।"

বিনয় বলিল, "আমার মনে হয়, তিনি এলেও আপনি বিদেয় করতে

পারবেন না। তিনি যখন এত দূরে একে পাঠিয়েছেন তখন সব দিক দিয়ে উপযুক্ত মনে করেই পাঠিয়েছেন।"

প্রশান্ত বলিল, "আসল কাজ গাড়ি চালানোতে সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তা নিঃসন্দেহ ; কিন্তু অতিশয় বাচাল আর তার্কিক। তা ছাড়া, কথাবার্তার মধ্যে একটু যেন পাগলামী আছে মনে হয়। আজ বিকেল থেকে হঠাৎ কি খেয়াল হয়েছে, শক্ত শক্ত লম্বা লম্বা বাঙলা কথার বাণ দিয়ে আমাদের জর্জরিত করে তুলছে! তোমরা নিজেরাও ত' স্বচক্ষে তা দেখছ।"

লাবণ্য বলিল, "আমার ভয় হয়, ঠাকুরপো, অবনীশ এলে পাছে তার সঙ্গেও এই রকম পাগলামী করে তাকে চটিয়ে দেয়।"

লাবণ্যর কথা শুনিয়া বিনয় মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল ; বলিল, "আপনি যদি অবনীশকে জানতেন বৌদি, তা হলে এ ভয় কখনই আপনার হত না। তার sense of humour এত বেশি যে, আমার মনে হয় সে এলে গৌরহরির রগড়টা আরও জমে উঠবে। তা ছাড়া, অবনীশ রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হবার আগে গৌরহরি বদলে যেতেও পারে। কলকাতা থেকে এত দূর দেশে এসে এখানকার নতুন আব-হাওয়ায় হকচকিয়ে গিয়ে প্রথমটা সে হয়ত তার আসল স্বরূপটি হারিয়েছে।"

প্রশান্ত বলিল, "অসম্ভব নয়। সুলেখাও বলে, এখানে এসে গৌর একেবারে কৃষ্ণ হয়েছে, অর্থাৎ প্রায় ষোল আনা বদলেছে।"

সুলেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কৌতূহলের ভঙ্গীর সহিত বিনয় বলিল, "তা হলে ত আপনি কলকাতায় গৌরহরিকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন মিসেস মিত্র?"

সদ্যপরিচিত বিনয়ের নিকট হইতে এই প্রশ্ন শুনিয়া সুলেখার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। রাত্রের কৃত্রিম আলোকের আবছায়ায় অবশ্য কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না।

অভিনয়ের ধরাবাঁধা পাঠের মধ্যে ব্যক্তিগত আবেগ-উত্তেজনার স্থান নাই; সুতরাং জোর করিয়া নিজেকে নিজের বিহ্বলতা হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া সুলেখাকে বলিতে হইল, "হ্যাঁ, অল্প একটু জানতাম।"

কথাটাকে যথোচিতভাবে সম্পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে লাবণ্য বলিল, "দাদার ড্রাইভারের ভাগ্নে গৌরহরি। সুলেখার বিয়ের সময়ে ও আমাদের বাড়িতে কাজকর্ম করেছিল। সেই সময়ে সুলেখা গৌরহরিকে দেখে।"

সুলেখার দিকে চাহিয়া বিনয় বলিল, "তখন কি গৌরহরির এ মূর্তি ছিল না?"

ঈষৎ আরক্ত মুখে মৃদুকণ্ঠে সুলেখা বলিল, "না, তা ছিল না।"

প্রশান্ত বলিল, "নবদ্বীপের দেশ থেকে বৃন্দাবনের দেশে এসে ওর স্বভাব বিগড়েছে।"

বিনয় বলিল, "কিন্তু আমাদের এ বৃন্দাবনের দেশে রাধিকা কোথায় দাদা? রাধাবিহীন বৃন্দাবনকে ত বৃন্দাবনই বলা চলে না। এলাহাবাদে আপনাদের কৃষ্ণহরির কোনো শ্রীরাধিকাও আছেন না-কি?"

প্রশান্ত বলিল, "আছেন বলে ত জানা নেই, তবে অজ্ঞাতসারে যদি থাকেন ত বলতে পারি নে। কিন্তু নেই বলেই মনে হয়; কারণ, নন্দালয় পরিত্যাগ করে কৃষ্ণহরিকে কোন বৃষভানুর বাড়ির দিকে যেতে দেখা যায় নি।"

সহাস্যমুখে বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "নন্দ ঘোষ কে দাদা?—আপনি?"

প্রশান্ত বলিল, "তা বই আর কে বল।"

"আর, বউদিদি মা-যশোদা?"

প্রশান্ত বলিল, "কাজেই। তবে তাঁকে মা যশোদা না বলে ম্যাদাম যশোদা বললেই ঠিক হয়, কারণ গৌরহরি ওঁকে মেমসায়েব বলে ডাকে।"

প্রশান্তর কথায় সকলে হাসিয়া উঠিল।

বিনয় বলিল, "সবই ত একরকম ঠিক হল শুধু বৃষভানুনন্দিনীর সন্ধান পাওয়া গেল না।"

প্রশান্ত বলিল, "একান্তই যদি বৃষভানুনন্দিনী থাকেন ত বাঙলাদেশে তিনি আছেন।"

এ কথার উত্তর দিল লাবণ্য; বলিল "বাঙলাদেশে আছেই ত। আজই ত গৌরহরি বলছিল, অল্প দিন হল তার বিয়ে হয়েছে।"

লাবণ্যর কথা শুনিয়া উৎসাহভরে বিনয় বলিল, "তবে আর গৌরহরির অপরাধ কোথায় দাদা? এ ত স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে বিরহবেদনার কথা। বিরহী যক্ষ যদি রামগিরি পর্বত থেকে অলকায় নিজ প্রিয়ার কাছে খবর পাঠাবার জন্যে চেতন-অচেতনের জ্ঞান হারিয়ে অচেতন মেঘকে দৌত্যে নিযুক্ত করতে পারে, তা হলে সুদূর কলকাতায় সদ্যবিবাহিতা নববধূকে ফেলে এসে বিরহক্লিষ্ট গৌরহরি যদি কথায়বার্তায়, চাল-চলনে আপনাদের কাছে একটু পাগলামি করে থাকে, তাতে এমন কি অপরাধ হয়েছে বলুন? তাহলে ত অবনীশের পক্ষে আরও গুরুতর অপরাধ হয়েছে বলতে হবে,—কারণ এলাহাবাদ থেকে কলকাতার দূরত্বের চেয়ে পাটনার দূরত্ব অনেক কম।"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে চিন্তা করিয়া প্রশান্ত বলিল, "তোমার কথার শেষ অংশের যুক্তি ঠিক বুঝতে পারলাম না বিনয়। এলাহাবাদ থেকে কলকাতার দূরত্বের চেয়ে পাটনার দূরত্ব কম বলে অবনীশের কোন্ অপরাধ গুরুতর হবে?"

বিনয় বলিল, "পাগলামির অপরাধ। সুলেখা দেবীর হাতে ঐ যে অবনীশের চিঠি রয়েছে ও পাগলামি নয় ত কি বলুন? পাটনা থেকে এলাহাবাদের কথা মনে করে অবনীশ যদি ঐরকম প্রলাপ বকতে পারে, তাহলে এলাহাবাদ থেকে কলকাতার কথা মনে ভেবে গৌরহরি আরও

বেশি পাগলামি করবার দাবী করতে পারেনা কি? বিরহ ত দূরত্বের direct ratio অনুযায়ী হওয়া উচিত? আর অবনীশ যে এই চিঠির দ্বারা আমার মারফত মিসেস্ মিত্রের উপর দৌত্য করেছে, তা স্বীকার করতেই হবে।"

প্রশান্ত বলিল, "না, সে কথা স্বীকার না করে উপায় নেই।"

দশ

বারান্দায় গলা খেঁকারির শব্দ শোনা গেল।

উচ্চৈঃস্বরে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "গৌরহরি?"

বারান্দা হইতে উত্তর আসিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, সে-ই বটে।"

"ভেতরে এস।"

পর্দা ঠেলিয়া অবনীশ ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল।

ঈষৎ কঠোর স্বরে প্রশান্ত বলিল, "এত দেরি করে এলে কেন?"

"আজ্ঞে স্যার, খানিকটা আগেই এসেছি। তখন কিন্তু সাঙ্কেতিক শব্দ করিনি।"

উত্তেজিত হইয়া প্রশান্ত বলিল, "কেন?—কেন করনি?"

মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া কাঁচুমাচু মুখে অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে, তখন আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হতে সমোহ বোধ করছিলাম। তখন আপনারা বৃষভানুনন্দিনীর বিষয়ে কতাবার্তা কচ্ছিলেন।"

উত্তর শুনিয়া অবরুদ্ধ হাস্যের তাড়নায় সকলের দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। দন্ত দিয়া অধর চাপিয়া কোনো প্রকারে গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়া প্রশান্ত বলিল, "শোন গৌরহরি, তুমি একটি পাগল!"

নিরীহ ভাবে অবনীশ বলিল, "কেন স্যার?—এখন ত আর নই?"

অবনীশের কথা শুনিয়া ভয়চকিত নেত্রে লাবণ্য বলিয়া উঠিল, "ও

মা, কি সর্বনেশে কথা! এখন ত আর নও—তা হলে কখনো ছিলে না-কি?"

অবনীশ বলিল, "লোকে রঙ্গ করে বল্‌ত মেমসায়েব, কিন্তু আমি ত তা স্বীকার করতাম না।"

তেমনই ভীতকণ্ঠে লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, "কতদিন আগে লোকে বল্‌ত?"

ঘাড় নীচু করিয়া দুই হাত ধীরে ধীরে রগড়াইতে রগড়াইতে লজ্জিত স্বরে অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে, সে কথা বলতে কিছু সমীহ বোধ করছি মেমসায়েব।"

গর্জন করিয়া উঠিল প্রশান্ত, "ন্যাকামি রাখ! শীগ্‌গির বল কত দিন আগে।"

প্রশান্তর দিকে যুক্তকর প্রসারিত করিয়া নম্রকণ্ঠে অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে স্যার, আমার বিয়ের আগে। কিন্তু বিয়ের পর থেকে সকলেই ত বলে, সে-সব লক্ষণ আর নেই।"

এবার আর কোনো প্রকারেই নিবারণ করা গেল না,—একটা সযত্নরুদ্ধ অস্ফুট হাস্যধ্বনি তিনটি অসংযত নারীকণ্ঠ ভেদ করিয়া নির্গত হইল।

আরও উচ্চৈঃস্বরে প্রশান্ত গর্জন করিয়া উঠিল, "ভুল বলে তারা! সম্পূর্ণ আছে তোমার পাগলামির লক্ষণ!"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবনীশ বলিল, "কি লক্ষণ আছে প্রকাশ করে বলুন স্যার, তা হলে সংশোধন করবার চেষ্টা পাই।"

প্রশান্ত বলিল, "প্রথম লক্ষণ, তোমার ছন্দ মিলিয়ে কথা কওয়া।"

ঘাড় নীচু করিয়া নিতান্ত ভালমানুষের মতো অবনীশ বলিল, "এ বিষয়ে আমার নিবেদন স্যার, ছন্দ মিলিয়ে কথা কওয়ার বিষয়ে কোথাও কোনো নিষেধ নেই।"

প্রশান্ত বলিল, "শোনো। একজন সবজজ হঠাৎ একদিন মাথা খারাপ হয়ে কবিতায় মকদ্দমার রায় লিখেছিল। হাইকোর্ট তার জন্যে কৈফিয়ৎ তলব করলে ঠিক তোমারি মত সে বলেছিল যে, কবিতায় রায় লেখার বিরুদ্ধে কোথাও কোনো নিষেধ নেই।"

তেমনি ঘাড় নীচু করিয়া নম্রকণ্ঠে অবনীশ বলিল, "ঠিকই বলেছিল স্যার।"

"তার উত্তরে হাইকোর্ট কি বলেছিল জান?"

"আজ্ঞে জানিনে; প্রকাশ করে বলুন, শুনি।"

"বলেছিল, কবিতায় রায় লেখার বিরুদ্ধে যেমন কোথাও কোনো নিষেধ নেই, তেমনি কবিতার রায় লিখলে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার বিরুদ্ধেও কোথাও কোনো নিষেধ নেই।"

প্রশান্তর কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া উদ্বিগ্ন কণ্ঠে অবনীশ বলিল, "সর্বনাশ! ছন্দ মিলিয়ে কথা কওয়া আজ থেকে একেবারে বন্ধ। এছাড়া আর কোন লক্ষণ যদি আপনার মনোযোগ আকৃষ্ট করে থাকে তা হলে কৃপা করে ব্যক্ত করুন স্যার।"

প্রশান্ত বলিল, "আর একটা লক্ষণ ত তোমার মুখ দিয়ে এখনও হুড় হুড় করে বার হচ্ছে। আজ বিকেল থেকে হঠাৎ সাধু ভাষায় কথা কইতে আরম্ভ করেছ কেন, তা বলতে পার? মনোযোগ, আকৃষ্ট, কৃপা করে, ব্যক্তি,—এসব বড় বড় শক্ত শক্ত কথা ব্যবহার করছ কিসের জন্যে?"

ব্যগ্র কণ্ঠে অবনীশ বলিল, "আপনাকে খুশি করবার জন্যে স্যার?"

এবার কথা কহিল লাবণ্য; বলিল, "শোন কথা! তখন থেকে ত একেবারে উত্যক্ত করে মেরেছে, আর বলছ কি-না আপনাকে খুসি করবার জন্যে স্যার!"

প্রশান্ত বলিল, "তোমার এই সব পাগলামির রাবিশে আমি খুশি হব, এটা মনে করাও তোমার পাগলামি!"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে প্রশান্তর দিকে চাহিয়া থাকিয়া লতিকার প্রতি পরিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে অবনীশ বলিল, "দেখুন দেখি, আপনার কথা শুনেই না আমাকে এমনভাবে অপদস্থ হতে হল। আপনিই ত আজ দুপুর বেলা আমাকে বললেন যে, সাহেব আমার বাঙলার জ্ঞানে খুব খুশি আছেন। সেই কথা শুনেই না আমি উৎসাহিত হয়ে তখন থেকে সাধুভাষা ব্যবহার করছি।"

অবনীশের কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া লতিকা বলিল, "ও মা! আমি আবার আজ দুপুর বেলা কখন্ এ-সব কথা আপনাকে বললাম। আপনাকে ত জীবনে এই প্রথম দেখলাম আজ সন্ধ্যাবেলা এ বাড়িতে এসে।"

লতিকার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্টা সুলেখার প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া অবনীশ বলিল, "আপনাকে বলছিনে সেন-মেমসায়েব, মিত্র-মেমসায়েবকে বলছি।"

সহাস্য মুখে সুলেখা বলিল, "তা আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন কেন? সেন-মেমসায়েবকেই বলুন না?"

সুলেখার বাম পার্শ্বে দৃষ্টি বাঁকাইয়া অবনীশ বলিল, "আপনাকে বলছিলাম না সুলেখা দেবী, সেন-মেমসাহেবকেই বলছিলাম। আপনার মনে হচ্ছিল যেন আপনার দিকে তাকিয়েই বলছি, কিন্তু আসলে বলছিলাম সেন-মেমসাহেবের দিকে তাকিয়ে।"

সবিস্ময়ে লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, "তার মানে?"

"তার মানে, আমি একটু ট্যারা—বাঁ-পেশে ট্যারা।"

অবনীশের কথা শুনিয়া কৌতুকের তাড়নায় সুলেখা এবং বিনয়ের হাসি চাপিয়া রাখা কঠিন হইল; কিন্তু বাকি তিনজনের কাহারও ক্রোধে, কাহারও বা বিরক্তিতে মেজাজ উষ্ণ হইয়া উঠিল।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে লাবণ্য বলিল, "তুমি টেরা?"

"আমি টেরা। বাঁ-পেশে টেরা।"

"টেরা যদি, তা হলে এ কদিন আমাদের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে কথা কচ্ছিলে কেমন করে?"

জিভ কাটিয়া কুণ্ঠামিশ্রিত স্বরে অবনীশ বলিল; "কোনদিনই তা করি নি মেমসাহেব! আপনারা হলেন মনিব,—আপনাদের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে কখনও কথা কইতে পারি কি? যখন আপনাদের মনে হয়েছে, আপনাদের দিকে তাকিয়ে কথা কচ্ছি, তখনি জানবেন আসলে অন্য দিকে তাকিয়ে কথা কয়েছি, চোখ টেরা হওয়ার দরুন আপনাদের মনে হয়েছে আপনাদের দিকে তাকিয়ে কথা কচ্ছি। আর, যখনি আপনাদের মনে হয়েছে অন্যদিকে তাকিয়ে কথা কচ্ছি, তখনি জানবেন সহজ সোজা চোখে অন্য দিকে তাকিয়েই কথা কয়েছি। টেরা মানুষরাও ত সব সময়েই টেরা হয় না মেমসাহেব।"

শেষোক্ত তথ্য যে সত্য তাহা লাবণ্যর জানা ছিল। সুতরাং এ কথার পর জোরের সহিত আর কি বলিতে পারে সহসা ভাবিয়া না পাইয়া নিরুপায় হইয়া সে বিমূঢ়ভাবে প্রশান্তর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

অবনীশ নিজেকে টেরা বলিয়া দাবি করার পর প্রশান্ত আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া চঞ্চলভাবে ইতস্তত পদচারণ করিতেছিল; সহসা অবনীশের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া সে বলিল, "লুক হিয়ার্ গৌরহরি, তুমি টেরা কি টেরা নও, তা আমি বলতে পারিনে, কিন্তু তুমি অতিশয় গোলোযুগে মানুষ। আবার এই একটা নতুন কথার সৃষ্টি করে তোমার ব্যাপারটা আরও অনেক বেশি জটিল করে তুললে। তুমি যে কি-কি, আর কি-কি নও—বোধ হয় পাকাপাকি ভাবে তার একটা ফিরিস্তি করে ফেলা দরকার। তা নইলে কোন্ দিন হয়ত বলে বসবে তুমি খোঁড়া, কোন দিন বলবে খোনা, কোন দিন বা বলবে তোৎলা।"

একটা উচ্চহাস্যে সমস্ত কক্ষ ভরিয়া উঠিল।

বিস্ময়চকিত কণ্ঠে অবনীশ বলিল, "এতদিন সহজভাবে কথা কয়ে হঠাৎ একদিন তোৎলা হব স্যার?"

প্রশান্ত বলিল, "এতদিন সোজাসুজি চেয়ে যে মানুষ হঠাৎ একদিন টেরা হতে পারে, তার পক্ষে হঠাৎ একদিন তোৎলা হওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়।"

মৃদুস্বরে অবনীশ বলিল, "তাই বলে ত একটা মাত্রা আছে স্যার!"

"সে বস্তু তোমার আছে, কি নেই,—তার আলোচনা কাল না হয় করা যাবে। আজ তুমি আপাতত বিশ্রাম নাওগে,—আমরাও নিই। তোমাকে নিয়ে আজ আমি একেবারে হায়রান হয়ে গেছি; তুমি এখন দয়া করে যেতে পার।"

লাবণ্যর মনের মধ্যে প্রতিনিয়ত যে সকল আশঙ্কা শিকড় গাড়িয়া স্থায়ীভাবে বাস করে, মোটরকার দুর্ঘটনার আশঙ্কা বোধকরি তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা সজাগ এবং সচেতন। গমনোদ্যত অবনীশকে ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকিয়া সে বলিল, "শোন গৌরহরি, একটা কথা শুনে যাও।"

নিকটে ফিরিয়া আসিয়া অবনীশ লাবণ্যর দক্ষিণ পার্শ্বে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইল।

অবনীশের দৃষ্টির গতিপথ লক্ষ্য করিয়া সকৌতূহলে লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, "আমার দিকেই তাকিয়ে আছ ত?"

মাথা নাড়িয়া অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে না মেমসাহেব,—পাশের দিকে তাকিয়ে আছি।"

"পাশের দিকে তাকিয়ে আছ?"—এক মুহূর্ত মনে মনে হিসাব করিয়া লইয়া লাবণ্য বলিল, "এখন তাহলে তোমার চোখ সোজা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সোজা।"

"বাঁ-পাশে টেরা চোখ এরই মধ্যে সোজা হয়ে গেল?"

নিমিষের জন্য প্রশান্তকে দেখিয়া লইয়া মৃদু কণ্ঠে অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে মেমসায়েব, যে-রকম তাড়া সায়েবের কাছে খেয়েছি তাতে বাঁ-পেশে টেরা চোখ ডান-পেশে টেরা না হয়ে গিয়ে সোজা হয়েচে এই আমার ভাগ্যি বলতে হবে।"

একটা রুদ্ধ হাস্যে, শুধু অপর সকলেরই নহে, লাবণ্য এবং প্রশান্তরও মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল।

মুখ গম্ভীর করিয়া লইয়া লাবণ্য বলিল, "মরুক গে ও-সব বাজে কথা। তোমাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, গাড়ি যখন চালাও তখন কোন দিক চেয়ে চালাও ?"

অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে মেমসায়েব, পথের দিকে চেয়েই চালাই,—তবে টেরা চোখে যখন চালাই তখন দেখলে মনে হয় ফুটপাথের দিকে চেয়ে চালাচ্ছি।"

"বাঁ ফুটপাথের দিকে ?"

"বাঁ ফুটপাথের দিকে।"

"তাতে অ্যাক্সিডেণ্ট হবার ভয় থাকে না ?"

মাথা নাড়িয়া অবনীশ বলিল, "একেবারেই না। সোজা চোখে যদিও বা অ্যাক্সিডেণ্ট হবার ভয় থাকে, টেরা চোখে একেবারেই থাকে না। টেরা মানুষেরা যখন খুব বেশি মনোযোগী হয়, তখনই টেরা হয়।"

এ সত্যও লাবণ্যর অবিদিত ছিল না।—এক মুহূর্তে নীরবে কি চিন্তা করিয়া বলিল, "যা তোমার ধর্মে হয় তাই কোরো বাপু, শুধু অ্যাক্সিডেণ্ট-ট্যাক্সিডেণ্ট কোরো না।" তারপর গমনোদ্যত অবনীশকে পুনরায় সম্বোধন করিয়া বলিল, "শোন গৌরহরি, যখন চালাবে টেরা চোখেই না-হয় চালিয়ো।"

লাবণ্যর কথায় একটা হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল।

অবনীশ প্রস্থান করিলে বিনয় বলিল, "গাড়িতে দাদা থাকলে টেরা চোখ সোজা হবার ভয় থাকবে কিন্তু বৌদি।"

হাসিমুখে লাবণ্য বলিল, "ঠিক বলেছ ঠাকুর পো, গাড়ি চালাবার সময়ে ওঁকে কিছুতে গৌরহরিকে তাড়া দিতে দেওয়া হবে না।"

পুনরায় একটা হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল।

লতিকা উঠিয়া পড়িয়া লাবণ্যর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "চললাম দিদি! প্রহসন ত যথেষ্ট হল, রাতও অনেক হয়েছে। বাড়িতে বসুধা একা রয়েচে, ছেলেমানুষ ভয় পেতে পারে।"

বসুধা বিনয়ের দূরসম্পর্কীয়া মামাত ভগ্নী। পিতৃমাতৃহীনা বলিয়া নিকটতর উপচিকীর্ষু অভিভাবকের অভাবে গত পাঁচ বৎসর যাবৎ বিনয়ের দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে। কলিকাতায় হোস্টেলে থাকিয়া সে আই-এস-সি পড়ে, টেস্ট পরীক্ষা দিয়া এলাহাবাদে বিনয়ের নিকট আসিয়া আসল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

যাইবার সময়ে লতিকা পরদিন সুলেখাকে লইয়া তাহাদের বাড়ি বেড়াইতে যাইবার জন্য লাবণ্যকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া গেল। সুলেখাকে বলিল, "আজ ত অভিনয় দেখতেই সময়টা কেটে গেল, আপনার সঙ্গে ভাল করে আলাপই হল না। কাল আপনি নিশ্চয় যাবেন। শুধু আমিই নয়, আমার ননদ বসুধাও আপনার জন্যে আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করবে। আপনার কাছে তার একটা বিশেষ অনুরোধও আছে।"

সকৌতূহলে সুলেখা জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কাছে?—কি অনুরোধ বলুন ত?"

একথার উত্তর দিল বিনয়; বলিল, "বসুধার ধারণা বট্যানিতে সে একটু কাঁচা। আমার মুখে অবনীশের কথা শুনে তাকে দিয়ে এক-আধ দিন বিনা-পয়সার মাস্টারি করিয়ে নেবার ফন্দিতে আছে।

বোধ হয় সেই বিষয়ে অবনাশের কাছে সুপারিশের জন্য আপনাকে অনুরোধ করবে।"

বিনয়ের কথা শুনিয়া লজ্জিত মুখে সুলেখা বলিল, "এর জন্যে আমার সুপারিশের একটুও দরকার নেই মিস্টার সেন,—দাদার বন্ধুর ওপর আপনার ভগ্নীর নিজের দাবিই যথেষ্ট বেশি।"

বিনয় কিছু বলিবার পূর্বে প্রশান্ত বলিল, "যথেষ্ট বেশি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সুলেখা, বসুধা তার স্বাভাবিক স্ত্রীবুদ্ধির প্রভাবে এ কথাও অনুমান করে যে, অবনাশের ওপর অবনাশের বন্ধুর বোনের চেয়ে অবনাশের স্ত্রীর দাবী যথেষ্ট বেশির চেয়েও আরও খানিকটা বেশি। তাই সে স্বকার্যসাধনের জন্যে একেবারে চরম উপায়টি অবলম্বন করতে চায়। ধর, কোনো দিন যদি বসুধার আমার কাছ থেকে আইন সংক্রান্ত কোনো সাহায্য নেবার দরকার হয়, তা হলে তার পক্ষে নিশ্চয় সমীচীন হবে একেবারে তোমার দিদিকে দিয়ে আমার কাছে সুপারিশ করানো; অর্থাৎ আমার বিষয়ে চরম পন্থা অবলম্বন করা।"

প্রশান্তর কথা শুনিয়া বিনয় প্রভৃতি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

স্মিতমুখে ভ্রূভঙ্গীর সহিত লাবণ্য বলিল, "শোন কথা! আমি হলাম ওঁর চরম পন্থা!"

বিনয় বলিল, "কিন্তু সে বিষয়ে কি আপনার সন্দেহ আছে বউদিদি?"

লাবণ্য বলিল, "প্রত্যয় ত নেই।"

গম্ভীর মুখে প্রশান্ত বলিল, "কিন্তু লাবণ্য, এই প্রত্যয়হীনতাই হচ্ছে যে-কোনো অসামান্য বৃহত্ত্বের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। যে ব্যক্তি সামান্য একটু শক্তি অর্জন করেছে, তার সবটুকু নিয়েই সে সর্বদা সজাগ। আর যে ব্যক্তি বাস্তবিকই চরম শক্তির অধিকারী, তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে তোমারই মত উত্তর দেবে—প্রত্যয় ত নেই। এই প্রত্যয়হীনতা হচ্ছে বিনয়েরই রকম-ফের। শাস্ত্রে সেই জন্যে বলেছে, বিদ্যা দদাতি

বিনয়ং। তুমি যে বলছ, প্রত্যয় নেই,—এ তোমার বিনয় ভিন্ন আর কিছু নয়।”

এবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বিনয় বলিল, “কি বউদিদি? এবার আপনার কি বলবার আছে বলুন।”

এক মুহূর্ত কি চিন্তা করিয়া সহাস্য মুখে লাবণ্য বলিল, “আমি বলতে চাই ঠাকুর পো, উনি যে-সব কথা বলেন তার সবগুলোই যদি সত্য হত তা হলে আমার আর আক্ষেপ করবার কিছু থাকত না।”

প্রশান্ত বলিল, “কিন্তু তোমাকে ত কখনো আক্ষেপ করতে দেখাও যায় না লাবণ্য। তা ছাড়া, সত্য মিথ্যার প্রভেদ নির্ণয় করতে যাওয়ার মত ভুল আর নেই। আমাদের জীবনে কি যে সত্য, আর কি যে অসত্য, তা স্থির করে বলা অত্যন্ত কঠিন। তোমার পক্ষে যে ব্যাপার সত্য, আমার পক্ষে হয়ত তা সত্য নয়; আবার, তোমার পক্ষে আজ যে ব্যাপার সত্য, কাল হয়ত তোমারই পক্ষে তা সত্য নয়। সেই জন্যে, ভাল কথার মিছেও ভাল মনে করে খুশি থাকা সুবুদ্ধির পরিচয়। জীবন-দর্শনের এ হল একটা মস্ত বড় কথা।”

লাবণ্য বলিল, “জীবন-দর্শনের মস্ত বড় কথা এখন থাক,—ওদিকে লতিকা বোধ হয় এতক্ষণ গাড়িতে গিয়ে উঠল।” বলে লাবণ্য প্রস্থানোদ্যত হইল।

প্রশান্ত বলিল, “লতিকা এগিয়ে গেলে কি হবে? লতিকার পাদপ যে এখানে খাড়া রয়েছে।”

সে কথা কর্ণে না তুলিয়া লাবণ্য ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিনয় বলিল, “আজকালকার লতিকারা পাদপে বাঁধা থাকে না দাদা।”

“তোমার লতিকা থাকে।” বলিয়া প্রশান্ত দ্বারের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

ক্ষণকাল পরে বিনয় ও লতিকাকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া প্রশান্ত, লাবণ্য ও সুলেখা ভোজন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

এগারো

পরদিন প্রাতে চা-পানের পর লাবণ্য ও সুলেখাকে লইয়া প্রশান্ত গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের দিকে খানিকটা বেড়াইয়া আসিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময়ে গোরখপুর হইতে একজন উকিল মক্কেলসহ আসিয়া উপস্থিত হইল। জরুরী কার্য; পরদিবসই গোরখপুরে ডিস্ট্রিক্ট জজের নিকট আপিল দায়ের না করিলে তাঁবাদি হইবে।

কাজের বহর দেখিয়া আসিয়া প্রশান্ত বলিল, "ও কাজকে পিছিয়ে দেওয়া চলবে না; আর, আরম্ভ করলে বেলা ১২টার আগে ও থেকে রেহাই নেই। সুতরাং আমাকে বাদ দিয়ে তোমরা তোমাদের এ বেলার প্রোগ্রাম ঠিক কর।" সুলেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি, সুলেখা। শুনেছি, সস্ত্রীক ধর্ম আচরণ করলে পুণ্য একটু বেশি হয়; মনে করেছিলাম, স্ত্রীর সঙ্গে আজ আবার যখন স্ত্রীর সহোদরা যুক্ত হয়েছেন, তখন সকাল বেলা সঙ্গমের দিকে খানিকটা বেড়িয়ে এলে সেই পুণ্য আরও খানিকটা বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু শ্রেয়র পথে বিঘ্ন অনেক; আজকের তারিখে পুণ্যের খাতায় শূন্য পড়ল।"

সহাস্যমুখে সুলেখা বলিল, "কিন্তু জামাইবাবু, ব্যাঙ্কের খাতায় ত বেশ মোটা অঙ্কের একটা জমাও পড়ল।"

প্রশান্ত বলিল, "সেই জমাকে সাধু ব্যক্তিরা অনর্থ বলেছেন। আর সেই অনর্থ যখন পুণ্যের পরিবর্তে অর্জিত হয়, তখন তা হয় পাপ। তবে, এক কাজ করলে মন্দ হয় না; খুব লম্বা লম্বা দৌড়ে পেট্রোল পুড়িয়ে ঐ পাপের ধনে প্রায়শ্চিত্ত করা যেতে পারে। টাকাটা ব্যাঙ্কে

না পাঠিয়ে তোমার দিদির হাতে জমা করে দেবো। তিনি পেট্রোল পুড়িয়ে ক্রমে ক্রমে নিঃশেষে ওটাকে শেষ করবেন।"

সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। এ সিদ্ধান্ত সুলেখা এবং লাবণ্য উভয়েরই মনঃপূত হইল।

লাবণ্য বলিল, "এ-বেলা তা হলে আমরা দুজনে সেনেদের বাড়ি সেরে আসি, ও-বেলা থেকে প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করলেই হবে।"

প্রশান্ত বলিল, "তথাস্তু। অতি উত্তম প্রস্তাব।"

লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, "কে গাড়ি চালাবে? গৌরহরি, না মোসাহেব।"

প্রশান্ত বলিল, "গৌরহরি। মোসাহেব সোজা চোখে যা চালায়, গৌরহরি টেরা চোখে তার চেয়ে অনেক ভাল চালাবে।"

এ কথায় সুলেখার মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। স্বতোচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতার প্রেরণায় সে বলিল, "কিন্তু জামাইবাবু ও বেলার জন্যে আপনি কোনো কাজ বাকি রাখবেন না। ও-বেলা সকাল সকাল চা খেয়ে কন্‌কনে ঠাণ্ডায় একেবারে সোজা পঁচিশ মাইল দৌড় দিতে হবে।"

সুলেখার কথা শুনিয়া কপট গাম্ভীর্যের সহিত প্রশান্ত বলিল, "তা না হয় দেওয়া যাবে।—কিন্তু শুধু নিজের কথাটাই ভেবো না সুলেখা, তোমার দিদির নিস্তেজ দেহ-মনে কন্‌কনে ঠাণ্ডায় সোজা পঁচিশ মাইলের দৌড় ভাল লাগবে কি-না, সে কথাটাও ভেবে দেখো।"

মৃদু হাস্যের সহিত লাবণ্য বলিল, "কেন? ওর দিদির দেহ-মন এত নিস্তেজ কেন হল, শুনি?"

তেমনি গাম্ভীর্যের সহিত প্রশান্ত বলিল, "এজন্যে তুমি লজ্জিত হয়োনা লাবণ্য,—স্বামী পাশে থাকলে সমস্ত সুশীলা মেয়েদেরই দেহ আর মন ঠাণ্ডা থাকে; তার ওপর পঁচিশ মাইলের কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া ভাল না লাগলে দোষ দেওয়া যায় না।"

ভ্রূভঙ্গী সহকারে লাবণ্য বলিল, "শুন্‌ছিস স্থলেখা ?—এক ঢিলে দুই পাখী মারা হল !"

"একটি বউ-কথা-কও পাখী, আর একটি শালিক পাখী।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে প্রশান্ত প্রস্থান করিল।

স্থলেখার দিকে চাহিয়া স্মিতমুখে লাবণ্য বলিল, "তুই শালিক পাখী।"

স্থলেখা সহাস্যমুখে কহিল, "আর তুমি বউ-কথা-কও।"

এ কথার প্রতিবাদ করিবার পথ খুঁজিয়া না পাইয়া লাবণ্য হাসিতে লাগিল।

মিনিট দশেক পরে একজন বেয়ারার মুখে সংবাদ পাইয়া অবনীশ গাড়ি লইয়া গাড়িবারান্দায় উপস্থিত হইল। লাবণ্য ও স্থলেখা গাড়িতে উঠিয়া বসিলে কোথা হইতে দীপালি ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "মাসিমা, আমি যাব।"

"নিশ্চয় যাবে।" বলিয়া স্থলেখা দ্বার খুলিয়া দীপালির হাত ধরিয়া নিজের পাশে বসাইয়া লইল।

বিনয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া গাড়ি হইতে নামিয়া লাবণ্য বলিল, "গৌরহরি, ঐ কদমগাছের তলায় গাড়ি রেখে তুমি অপেক্ষা কর। এখানে আমাদের ঘণ্টাখানেক দেরি হবে।"

"যে আজ্ঞে মেমসায়েব।" বলিয়া অবনীশ গাড়ি লইয়া গাড়ি-বারান্দা হইতে বাহির হইয়া গেল।

সম্মুখেই একজন বেয়ারা দাঁড়াইয়াছিল, নত হইয়া লাবণ্য এবং স্থলেখাকে অভিবাদন করিল।

লাবণ্য বলিল, "সায়েব কোথায় এতোয়ারী।"

এতোয়ারী বলিল, "হুজুর সাহাব তো কোই দশ মিণ্ট্‌ হুয়া বাহর নিকল গয়ে।"

"মা জী ?"

"মাজী তো হ্যায় হুজুর। খানা-কমরেমে চা পী রঁহী হ্যায়। আপলোক ভিতর বৈঠিয়ে, হম খবর দেতাহুঁ।"

"না, তোমার খবর দিতে হবে না, আমরা খানা-কামরাতেই যাচ্ছি।" বলিয়া সুলেখা এবং দীপালির সহিত ভিতরে প্রবেশ করিয়া লাবণ্য লতিকাদের খাইবার ঘরে উপস্থিত হইল।

লাবণ্যদের দেখিয়া লতিকা উৎফুল্লমুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি সৌভাগ্য আমার দিদি! সকাল বেলাই পায়ের ধুলো দিলে!" তারপর সুলেখার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার বামস্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিল, "আপনি আসায় কত যে খুশি হয়েছি! চলুন, ঘরে গিয়ে বসবেন চলুন।"

লাবণ্য বলিল, "তুমি চা খাওয়া সেরে নাও লতিকা,—আমরা ততক্ষণ এইখানেই বসছি। কিন্তু এত বেলায় চা খাচ্ছ কেন আজ?"

সহাস্যমুখে লতিকা বলিল, "এটা দ্বিতীয় পর্ব দিদি। সকাল থেকে মাথাটা কেমন ধরে রয়েচে বলে এখন কড়া করে শুধু এক পেয়ালা চা খাচ্ছিলাম। তোমাদের একটু চা দিক দিদি?"

মাথা নাড়িয়া লাবণ্য বলিল, "না, না, আমরা এখনই চা খেয়ে আসছি—আমাদের চা দিতে হবে না। চাটুকু তুমি খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

বাকি চাটুকু তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া লতিকা লাবণ্যদের লইয়া রৌদ্রের ধারে বারান্দায় গিয়া বসিল। লতিকার নির্দেশক্রমে একজন আয়া আসিয়া দীপালিকে কিছু চকোলেট্ ও বিস্কুট দিয়া গেল।

কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ এক সময়ে লতিকা প্রশ্ন করিল, "তোমার গৌরহরি ড্রাইভারের কি খবর দিদি? আজ সে-ই গাড়ি চালিয়ে এসেছে না-কি?"

লাবণ্য বলিল, "হ্যাঁ,সে-ই চালিয়ে এসেছে। আজ সকাল থেকে তার একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব! প্রায় মৌনাবলম্বন করেছে। ইঙ্গিতে সম্ভব হলে কথায় উত্তর দিচ্ছে না, একটি কথায় সম্ভব হলে দুটি কথা ব্যবহার করছে না।"

মৃদুস্মিত মুখে সুলেখা বলিল, "আজ থেকে বোধ হয় অভিমানের পালা আরম্ভ হল।"

লাবণ্য বলিল, "বোধ হয়।"

লতিকা জিজ্ঞাসা করিল, "সাধু ভাষা বন্ধ হয়েছে?"

লাবণ্য বলিল, "ভাষার ব্যবহার এত অল্প যে, সাধু, না অসাধু— বোঝবার উপায় নেই।"

অবনীশের কথা হইতে ক্রমশ অন্য প্রসঙ্গে কথোপকথন প্রবেশ করিল। ক্ষণকাল পরে সুলেখা বসুধার কথা জিজ্ঞাসা করিল।

ব্যস্ত হইয়া লতিকা বলিল, "ওমা দেখছ! তার কথা একেবারে ভুলে রয়েছি, অথচ সে আপনাকে দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে আছে। সে তার পড়ার ঘরে বসে পড়ছে। বসুন, ডেকে আনছি।" বলিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া গমনোদ্যত হইল।

লতিকাকে বাধা দিয়া সুলেখা বলিল, "আপনি যাবেন না, আমাকে তার ঘরটা দেখিয়ে দিন, আমি নিজেই যাচ্ছি।"

সহাস্যমুখে লতিকা বলিল, "তাকে একটু আশ্চর্য করে দেবার মতলব বুঝি?—আচ্ছা আসুন, দেখিয়ে দিচ্ছি।"

একটা ঘরের ভিতর দিয়া অপরদিকের বারান্দায় পড়িয়া দূর হইতে একটা ঘর দেখাইয়া দিয়া লতিকা বলিল, "বাঁ-হাতি দ্বিতীয় ঘরটায় ঢুকলেই বসুধাকে দেখতে পাবেন।"

বারো

লতিকার নিদেশ অনুযায়ী বামদিকের কক্ষে প্রবেশ করিয়া সুলেখা দেখিল একটি উনিশ কুড়ি বছর বয়সের সুশ্রী মেয়ে পিছন ফিরিয়া টেবিলের সম্মুখে বসিয়া পড়িতেছে।

পিছন দিক হইতে নিঃশব্দ পদক্ষেপে একেবারে তাহার দক্ষিণ স্কন্ধে নিজ দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত করিয়া মৃদুকণ্ঠে সুলেখা বলিল, "কি বসুধা? পড়ছ?"

অতর্কিত স্পর্শে এবং কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া বসুধা পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "হ্যাঁ, পড়ছি।" তারপর তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল; সহাস্যমুখে বলিল, "মিসেস্ মিত্র নিশ্চয়?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া সুলেখা বলিল, "মিসেস্ মিত্র নয়;—সুলেখা দিদি।"

একটা হাল্কা সুমিষ্ট হাস্যে বসুধার মুখ ভরিয়া গেল; বলিল, "আঃ, তা হলে ত বাঁচা গেল! একটা প্রণাম করি তবে সুলেখা দিদি।" বলিয়া নত হইয়া সুলেখাকে প্রণাম করিল। তাহার পর সুলেখার দিকে একটা চেয়ার ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "বসুন।"

বসুধার চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিয়া সুলেখা বলিল, "না, বসুনও না,—বোসো।"

স্মিতমুখে বসুধা বলিল, "একেবারে এত শীগ্‌গির বোসো?"

"হ্যাঁ, এত শীগ্‌গির!"

"আচ্ছা, তা হলে বোসো সুলেখা দিদি।" বলিয়া বসুধা হাসিতে লাগিল।

চেয়ারে উপবেশন করিয়া সুলেখা বলিল, "আমি যদি সুলেখা দিদি,

তা হলে তিনি হলেন তোমার ভগ্নীপতি। কেমন, ঠিক না?—খুব সহজ হিসেব।"

সহাস্যমুখে বসুধা বলিল, "হ্যাঁ, খুব সহজ।"

"আচ্ছা, তাহলে ডক্টর মিত্রের কাছ থেকে বট্যানি বিষয়ে কিছু কোচিং নেওয়ার দাবি তোমার খুব সহজ হল; আর, তার জন্যে কারো কাছ থেকে কোনো সুপারিশের দরকার রইল না,—আমার কাছ থেকেও না।"

সুলেখার কথা শুনিয়া বসুধা হাসিতে লাগিল; বলিল, "এরই মধ্যে বউদিদি একথাও বলেছেন দেখছি।"

সুলেখা বলিল, "হ্যা, তা বলেছেন। তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়, আর দরকারি কথা, দুই-ই হয়ে গেল। আর তোমার পড়ার ক্ষতি করব না, এবার তোমার বউদিদির কাছে চললাম।" বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বসুধা কিন্তু এত শীঘ্র সুলেখাকে ছাড়িয়া দিতে চাহিল না, জোর করিয়া তাহাকে চেয়ারে বসাইয়া বলিল, "পড়ার ক্ষতি কিছু হবে না সুলেখা দিদি,—তুমি একটু বসে গল্প কর।"

কিন্তু গল্প করার বিশেষ সময় পাওয়া গেল না,—ক্ষণকাল পরেই একটি মহিলার সহিত লাবণ্য এবং লতিকা কক্ষে প্রবেশ করিল।

সুলেখাকে দেখাইয়া লাবণ্য বলিল, "এইটি আমার বোন সুলেখা!" তাহার পর সুলেখাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমি এখন মিসেস ঘোষালের সঙ্গে তাঁর গাড়িতে নারী-কল্যাণ-মন্দিরে যাচ্ছি সুলেখা। সেখানে যদি আমার বেশি দেরি না হয়, তা হলে ফেরবার পথে এখান হয়ে যাব। আর, যদি দেরি হয় তা হলে মিসেস্ ঘোষালের গাড়িতে বাড়ি চলে যাব। তোর যখন ইচ্ছে হবে দীপুকে নিয়ে আমাদের গাড়িতে বাড়ি যাস।"

অভাবনীয় সুযোগের উপস্থিতিতে সুলেখার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সানন্দে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা।"

মিসেস্ ঘোষাল বলিল, "আপনার বোনকেও নিয়ে চলুন না মিসেস্ ঘোষ,—এখানে নতুন এসেছেন, আমাদের কল্যাণ-মন্দিরটা ওঁর দেখা হয়ে যাবে।"

সুলেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লাবণ্য বলিল, "যাবি না-কি সুলেখা?"

মিসেস্ ঘোষালের প্রস্তাব শুনিয়া সুলেখার মুখ শুকাইয়াছিল; লাবণ্যের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া মিসেস ঘোষালকে সম্বোধন করিয়া সে বলিল, "সেখানে আজ আপনাদের কোন উৎসব-টুৎসব আছে না-কি মিসেস্ ঘোষাল?"

মিসেস্ ঘোষাল বলিল, "না, তা কিছু নেই। একটা মোটা রকমের টাকা পাওয়া গেছে, তাই মন্দিরের বিল্ডিংটা একটু বাড়িয়ে নেওয়া যাচ্ছে। হঠাৎ এঞ্জিনিআর আর কণ্ট্রাক্টররা এসে পড়ায় আপনার দিদিকে নিয়ে যেতে এসেছি। আপনার দিদি আমাদের মন্দিরের গভর্নিং বডির প্রেসিডেণ্ট কি-না।"

সুলেখা বলিল, "আজ তা হলে ত আপনারা কাজে ব্যস্ত থাকবেন মিসেস্ ঘোষাল, আপনাদের সুবিধে মত অন্য একদিন গিয়ে দেখে আসব। আজ এইমাত্র এখানে এসেছি, এঁদের সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয় করি।"

এ কথার পর মিসেস্ ঘোষাল আর অনুরোধ না করিয়া বলিল, "আচ্ছা, তাই ভাল। সুবিধা মত একদিন আপনাকে নিয়ে যাব।"

মিসেস্ ঘোষাল এবং লাবণ্য প্রস্থান করিবামাত্র যত শীঘ্র সম্ভব সরিয়া পড়িয়া অবনীশের সহিত মিলিত হইবার জন্য সুলেখা ব্যস্ত হইয়া

উঠিল। মাত্র মিনিট পাঁচেক পূর্বে মিসেস্ ঘোষালের নিকট লতিকা এবং বসুধার সহিত আলাপ পরিচয় করিবার যে অজুহাত সে করিয়াছিল, বোধ করি তাহার কথা একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছে। এক সময়ে বসুধাকে একান্তে পাইয়া সে বলিল, "আমি এখানে থাক্‌লে তোমার বউদিদি শুতে না পেয়ে মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাবেন বসুধা—আজ এখন চললাম—শীঘ্র আবার আসব।" এবং ঠিক সেইরূপ এক সুযোগে লতিকাকে বলিল, "আমি এখন না গেলে বসুধা পড়তে বসতে পারছে না। এবার যখন আসব, বিকেলের দিকে আসব, তা হলে আর ওর পড়ার ক্ষতি হবে না।" তাহার পর লতিকা এবং বসুধা দুইজনের মধ্যে কাহাকেও ঠিক সন্তুষ্ট না করিয়া, এবং উভয়কেই খানিকটা ক্ষুব্ধ এবং বিস্মিত করিয়া, দীপালির হাত ধরিয়া গাড়িতে গিয়া উঠিল।

গেট অতিক্রম করিয়া রাজপথে পড়িতেই পিছন হইতে সুলেখা ডাকিল, "গৌরহরিবাবু!"

অবনীশ বলিল "আদেশ করুন সুলেখা দেবী।"

"আর ত পেরে উঠছিনে মশাই, অসহ্য হয়েছে আমার পক্ষে!"

মুহূর্তের জন্য পিছন ফিরিয়া ভ্রূকুটির দ্বারা সুলেখাকে তিরস্কৃত করিয়া অবনীশ বলিল, "অনুগ্রহপূর্বক অসমীচীনতা করবেন না। উপলব্ধি শক্তির বিষয়ে অপরিণত বয়স্কদের আমরা যতটা অপরিণত মনে করি, সব সময়ে তারা ততটা অপরিণত না হতেও পারে।"

অবনীশের সুকঠিন ভাষা ব্যবহার করার উদ্দেশ্য যে পাঁচ বৎসর বয়সের দীপালির অর্থোপলব্ধির শক্তিকে ব্যাহত করা, তাহা বুঝিতে পারিয়া সুলেখা বলিল, "অসমীচীনতা সংশোধিত করে নিচ্ছি।" তাহার পর পার্শ্বোপবিষ্টা দীপালির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ডাকিল, "দীপু!"

"কি মাসিমা ?"

"কি আমার অসহ্য হয়েছে তা তুমি জান ?"

'অসহ্য' কথার অর্থ খুব সম্ভবত না বুঝিয়াই দীপালি বলিল, "না, জানিনে ত।"

সুলেখা বলিল, "তোমাদের দেশের এই ভয়ানক শীত। গৌরহরি বাবু !"

মুখ না ফিরাইয়াই সহাস্যমুখে অবনীশ বলিল, "আদেশ করুন।"

"হাড়ে হাড়ে আমার কন্‌কনানি ধরেছে। শীঘ্র এর যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন।"

অবনীশ বলিল, "আমার কিন্তু ঠিক বিপরীত সুলেখা দেবী। এই দারুণ শীতেও আমার দেহ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমার দেহ থেকে আপনার দেহে খানিকটা যে উত্তাপ সঞ্চারিত করি, আপাতত তার কোন উপায় দেখতে পাচ্ছিনে।"

অবনীশের কথা শুনিয়া সপুলক হাস্যে সুলেখার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ; বলিল, "না, সে ব্যবস্থা করে এখন কাজ নেই ; অন্য আর-কিছু করুন।"

অবনীশ বলিল, "তা হলে বাড়ি চলুন, ঘরের মধ্যে ঢেকেঢুকে বসবেন।"

সুলেখা বলিল, "মোটেই না। ঘরের মধ্যে বিষম কন্‌কনানি ! তার চেয়ে এমন একটা নির্জন ফাঁকা জায়গায় চলুন, যেখানে একটু রোদ পোয়ানো যায়। রোদ পোয়ালে শরীরটা একটু গরম হবে।"

"সে কথা মন্দ নয়।" বলিয়া সেইরূপ সুবিধাজনক একটা স্থানের সন্ধানে অবনীশ দ্রুতবেগে গাড়ি চালাইয়া চলিল।

তেরো

ক্ষণকালের মধ্যে খসরুবাগে উপনীত হইয়া পথপার্শ্বে একটা গাছ-তলায় গাড়িখানা রাখিয়া অবনীশ গাড়ি হইতে অবতরণ করিল; তাহার পর সুলেখার দিকের দরজাটা খুলিয়া দিয়া সহাস্যমুখে বলিল, "আসুন।"

প্রসন্নমুখে একবার অবনীশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুলেখা গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল।

দীপালিও সঙ্গে সঙ্গে নামিতে যাইতেছিল; অবনীশ তাহাকে বাধা দিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, "তুমি গাড়িতে বসে থাক দীপু।"

বিস্মিতকণ্ঠে দীপালি বলিল, "কেন গৌরবাবু?"

অবনীশ বলিল, "তুমি বসে বসে গাড়িটা আগলাও। গাড়িতে কেউ না থাকলে চোরে যদি চুরি করে নিয়ে যায়, তখন মুস্কিল হবে ত?"

যুক্তির বহর দেখিয়া দীপালিরও মুখে মৃদু হাস্যের ক্ষীণ আভা ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে বিষয়ে কোন মন্তব্য না করিয়া সে বলিল, "আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?"

"আমরা?—ঐ সামনের গাছতলায় রোদ্দুরের দিকে একটা বেঞ্চি রয়েছে না?—ঐ বেঞ্চিতে বসে তোমার মাসিমা একটু রোদ পোয়াবেন।"

"কেন?"

"শুনলে ত এখনি,—ওঁর ভয়ানক শীত করছে।"

এক মুহূর্ত কি ভাবিয়া দীপালি বলিল, "আমারও শীত করছে গৌরবাবু।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অবনীশ বলিল, "ও! তোমারও শীত করছে?

তাহলে খবরদার তুমি রোদ্দুরে যেয়ো না, চুপটি করে গাড়ির মধ্যে ছায়ায় বসে থাক। ছোটদের শীত করলে রোদ্দুরে গেলে অসুখ করে।”

“আর, বড়দের?”

অবনীশ বলিল, “বড়দের রোদ্দুরে গেলে অসুখ ভাল হয়ে যায়।”

নামিবার পক্ষে আর কোন পথ নাই দেখিয়া দীপালি হতাশ হইয়া ধীরে ধীরে সীটের উপর বসিয়া পড়িল।

পূর্বোক্ত বেঞ্চের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে সুলেখা বলিল, ‘দীপালি এখনো কথামালা পড়ে নি, তাই; নইলে সত্যিসত্যিই তোমাকে একটি দুরাত্মা মনে করত।”

সহাস্যমুখে অবনীশ বলিল, “কেন বল দেখি?”

সুলেখা বলিল, “কথামালার সেই বাঘের মতো তোমারও ছলের অভাব নেই দেখে।”

সুলেখার কথা শুনিয়া অবনীশ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; বলিল. “বেশ যা হক! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।”

অপাঙ্গে অবনীশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া সুলেখা বলিল, “কিন্তু তোমাকে যদি চোর বলি, তা হলে বোধ হয় খুব অন্যায় হয় না।”

সহাস্যমুখে অবনীশ বলিল, “কেন মশাই, কি এমন আপনার ধন-দৌলত চুরি করেছি শুনি?”

সুলেখা বলিল, “লিস্ট দেবার দরকার নেই, একটির নাম করলেই যথেষ্ট হবে।” বলিয়া পুনরায় মুখ টিপিয়া হাসিল।

অবনীশ বলিল, “কিন্তু ‘আর একটি’র নাম না করলে যথেষ্ট বাদ দেওয়াও ত হবে সুলেখা;—সেটি যে সযত্নে সামলে সামলে রেখেছ, সে কথা ভুলে যেয়ো না।”

অবনীশের কথা শুনিয়া সুলেখার মনে কৌতূহল উদগ্র হইয়া উঠিল; বলিল, " 'একটি' বলতে তুমি কি বুঝলে শুনি, যে 'আর-একটি'র কথা বলছ?"

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে গাছতলায় বেঞ্চের নিকট আসিয়া পড়িয়াছিল। অবনীশ বলিল, "এস, আগে বসা যাক, তারপর বলছি।" বলিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া বেঞ্চটা ঝাড়িতে লাগিল।

বিস্মিতকণ্ঠে সুলেখা বলিল, "বসা যাক বলছ কি গো! তুমিও বসবে না কি?"

সুলেখার সম্মুখে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া অবনীশ বলিল, "তবে তুমি কি বলতে চাও? শুধু তুমি বসবে, আর আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব?"

সুলেখা বলিল, "নিশ্চয়! প্রভু-পত্নীর বিবাহিতা বোনের পাশে একজন মাইনে-করা ড্রাইভার বসবে, এ কিছুতেই হতে পারে না।" তারপর বেঞ্চের উপর উপবেশন করিয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিল, "না গৌরহরিবাবু, অবিবেচনার কাজ আপনি কিছুতেই করবেন না। কাল মোটরে আপনার পাশে বসেছিলাম বলে দিদি অত রাগ করছিলেন। তার ওপর আজ যদি আবার দীপুর মুখে শোনেন যে, আপনার সঙ্গে পাশাপাশি এক বেঞ্চে বসেছি, তাহলে আমাকে আর আস্ত রাখবেন না!"

সুলেখার প্রতি ক্ষণকাল নিঃশব্দে তাকাইয়া থাকিয়া অবনীশ বলিল, "তা না রাখেন, না-ই রাখবেন,—কিন্তু তুমি এখন থেকে আমাকে গৌরহরি বলে ডাকবে না কি সুলেখা?"

একটা হাল্কা তরল হাস্যে সমস্ত মুখখানা উদ্ভাসিত করিয়া সুলেখা বলিল, "মাঝে মাঝে ডাকব। তোমাকে এ নাম ধরে ডাকতে ভারি

মিষ্টি লাগছে।" তারপর অবনীশের চকিত-বিহ্বল মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তাতে তোমার আপত্তির কি কারণ আছে? এমন ত অনেক লোকের দুটো করে নামও থাকে,—একটা পোষাকী, আর একটা আটপৌরে।"

অবনীশ বলিল, "আরে, তুমি শেষ পর্যন্ত এ রকম ব্যাপার করবে জানলে গৌরহরি না রেখে প্রাণবল্লভ কিংবা হৃদয়নাথ গোছের একটা সরস নাম রাখতাম।"

সহাস্যমুখে সুলেখা বলিল, "তার জন্যে তোমার আক্ষেপ করবার কোন কারণ নেই। ঐ ধরনেরই অনেক সরস নামে নিত্য তোমাকে মনে মনে ডাকি;—গুণলে বোধ হয় এক শ আটের বেশি হয়ে যাবে।" বলিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই প্রসঙ্গটা পরিবর্তিত করিবার উদ্দেশ্যে বলিল, "যে কথা জিজ্ঞাসা করলাম, তার উত্তর দিলে না ত? 'আর-একটা' যে বলছিলে, সেটা কি জিনিস?"

বেঞ্চের পিঠের উপর ভর দিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া অবনীশ বলিল, "তোমার 'একটা'র মত সে জিনিস অস্পৃশ্য, অদৃশ্য, ইন্দ্রিয়াতীত নয়। তার রূপ আছে, ভার আছে;—তাকে দেখা যায়, ছোঁয়া যায়; তাকে টানা যায়, ঠেলা যায়;—তার পরিচর্যার জন্যে তাঁতি, সেকরা, দরজি, মুচি প্রভৃতির সাহায্যের দরকার হয়।...এখন বোধ হয় বুঝতে পারছ, সে কি জিনিস?"

স্মিতমুখে সুলেখা বলিল, "কতকটা।"

অবনীশ বলিল, "তবু সম্পূর্ণ নয়? কতকটা? আচ্ছা, আজ রাত্রে তাহলে সেটাকে চুরি করে তোমাকে নিঃসন্দেহে বুঝিয়ে দেবো সেটা কি জিনিস। তুমি ত একা এক ঘরে শোও, চোর অপবাদ যখন দিলে, তখন শুধু ফুল চুরি না করে ফলও চুরি করা যাক।"

অবনীশের কথা শুনিয়া চকিত হইয়া উঠিয়া সুলেখা বলিল, "ছি, ছি,

কখ্খনো সে কাজ কোরো না,—কখ্খনো চুরি করে ওপরে যেয়ো না। বাড়িভরা চাকর-বাকর,—কেউ কোনো রকমে দেখে ফেল্‌লে কি ভাববে বল দেখি?"

অবনীশ বলিল, "কিন্তু শেষ পর্যন্ত ত তুমি আর আমি স্বামী-স্ত্রী সুলেখা।"

সুলেখা বলিল, "কিন্তু তার আগে তুমি অভিনেতা আর আমি অভিনেত্রী। তুমি ত বলেছ, আমাদের এ অভিনয়ে উপস্থিত তোমার আর আমার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভুলে থাকতে হবে।"

অবনীশ বলিল, "কিন্তু সে ভুলে থাকতে হবে স্টেজের ওপর,—অন্যত্র নয়। রাত বারটার সময়ে ঘুমন্ত বাড়িতে তোমার ঘর স্টেজ নয় সুলেখা, তখন তোমার ঘর গ্রীন্ রুম।"

মাথা নাড়িয়া সুলেখা বলিল, "না, এ অভিনয়ের মধ্যে গ্রীন্ রুম, ব্লু রুম নেই,—এর সমস্তটাই স্টেজ।"

এক মুহূর্ত সুলেখার দিকে চাহিয়া অবনীশ বলিল, "তুমি অতিশয় গোঁড়া সুলেখা।"

স্মিতমুখে সুলেখা বলিল, "স্বীকার করছি সে কথা।"

"লেখাপড়া করা তোমার বৃথা হয়েছে।"

তেমনি সহাস্যমুখে সুলেখা বলিল, "সে কথাও স্বীকার করছি।" তারপর বেঞ্চ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তোমারও বসে কাজ নেই, আমারও বসে কাজ নেই, চল একটু বেড়িয়ে বেড়াই।"

কথোপকথনের মধ্যে এক সময়ে সুলেখা বলিল, "সময়ে সময়ে তোমার দুঃসাহস দেখে আমার বুক কাঁপে। দিদি-জামাইবাবুদের সঙ্গে তুমি এক-এক সময়ে এমনভাবে কথাবার্তা কও, এমন আচরণ কর যে, আমার মনে হয়—এই বুঝি ধরা পড়ে গেলে!"

অবনীশ বলিল, "ওটা দুঃসাহস নয় সুলেখা, ওটা সৎসাহস। ধরা

পড়ে গেলে তার দণ্ড ত হবে তোমাকে পাওয়ার পুরস্কার? তাতে ক্ষতিটা কোথায় বল? সেই লোভেই আমার অতটা সাহস করবার সাহস হয়। যে যুদ্ধের হার হওয়ার ফলে রাজকুমারীকে অধিকারে পাওয়া যাবে বলে নিশ্চয় জানি, সে যুদ্ধের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাতামাতি করা দুঃসাহসের কাজ নয়,—সৎসাহসের কথা।"

সুলেখা বলিল, "সে না হয় তোমার দিকের কথা। কিন্তু ওঁরা যে এক-এক সময়ে তোমার ছল-চাতুরী কেন ধরতে পারেন না, সে কথা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই!"

সুলেখার কথা শুনিয়া অবনীশ হাসিতে লাগিল; বলিল, "মানুষকে যে কত সহজে ভ্রমের মধ্যে নাকাল করা যায় তার ধারণা নেই তোমার। একজন ব্রাহ্মণ কাঁধে করে একটা ছাগলছানা নিয়ে যাচ্ছিল, তারপর গোটা চারেক লোকের ভুল বোঝানোর ফলে কেমন করে সেই ব্রাহ্মণের চোখে ছাগলছানাটা কুকুরছানায় পরিণত হয়েছিল, সে গল্প জান ত?"

স্মিতমুখে সুলেখা বলিল, "জানি।"

"আচ্ছা, তা যদি জান,—তা হলে তুমি, আমি, তোমার দাদা আর বিনয়—এই চারজনের মিলিত ছলনার ফলে একজন ভায়রাভাইকে ড্রাইভারে পরিণত করা আর কায়েম রাখা খুব কঠিন কাজ কি? মানুষের মনের চোখ যদি একবার বিশেষ একটা কোনও রঙ-এ রঙিয়ে দিতে পার, তা হলে সে রঙ থেকে দৃষ্টিকে মুক্ত করা সহজ কথা নয়। তোমার আর আমার ওপর সন্দেহ হবার এমনি যেটুকু আশঙ্কা থাকার কথা, বিনয় আর তোমার দাদার আচরণের দ্বারা সেটুকুর সম্পূর্ণ কাটান হয়েছে।"

কথায় কথায় বেলা বাড়িয়া উঠিল। সুলেখা বলিল, "আর ত রোদ্দুর ভোগ করতে পারা যায় না, চল গাড়িতে গিয়ে বসা যাক।"

অভিনয়ের ভবিষ্যৎ পরিচালনা সম্বন্ধে যৎসামান্য পরামর্শ এবং আলোচনা করিয়া উভয়ে গাড়িতে আসিয়া বসিল।

দীপালি বলিল, "মাসিমা, তোমার শীত ভাল হয়ে গেছে?"

দীপালির কথা শুনিয়া সুলেখা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; বলিল, "হ্যাঁ, গেছে। তোমার?"

"আমারও গেছে।"

দক্ষিণ হস্ত দিয়া দীপালিকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া চাপিয়া ধরিয়া সুলেখা বলিল, "লক্ষ্মী মেয়ে তুমি।" তারপর নিজের স্কার্ফটা খুলিয়া লইয়া তাহার গায়ে জড়াইয়া দিয়া ডাকিল, "গৌরহরিবাবু!"

অবনীশ বলিল, "আদেশ করুন।"

"কলকাতায় সুতপাকে 'তোমার মনের গোপন কথা' গানটা আপনি যে শেখাচ্ছিলেন, সেই গানটা কাল আমাকে গাইতে শুনেছিলেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনেছিলাম।"

"ঠিক হচ্ছিল?"

"ঠিকের চেয়েও ভাল হচ্ছিল।"

"তার মানে?"

"তার মানে, জায়গায় জায়গায় আমার চেয়েও ভাল হচ্ছিল।"

"ও বুঝেছি। অনুগ্রহ করে গুনগুনিয়ে গানটা একবার গাইবেন?—তা হলে সেই জায়গাগুলো আপনার মতন করে শিখে নিই?"

সুলেখার কথা শুনিয়া অবনীশ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "পরিহাস করছিনে, সত্যিই বলছি।"

সুলেখা বলিল, "আমিই কি পরিহাস করছি, আপনি এখন গান।"

প্রথমে একটু গুন গুন করিয়া সুর ভাঁজিয়া, তাহার পর কাশিয়া গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া গভীর সুমিষ্ট কণ্ঠে অবনীশ গান ধরিল,

তোমার মনের গোপন কথা
আমার মনে বাজে,
তবু বুঝিনা যে, বুঝিনা যে !
বুঝিনা যে কি-যে আছে,
তোমার ভাষার পাছে,
বুঝিনা যে কি-যে অতল গহন
অন্তর তব যাচে !
আশা-নিরাশার আলোক-ছায়ার
কোন্ খেলা তার মাঝে,
বুঝিনা যে, বুঝিনা যে !

অবনীশকে বাধা দিয়া সুলেখা বলিল, "এবার শুনুন, আমি বলি।" বলিয়া গাহিতে লাগিল—

আধেক যখন বুঝি,
ভয়ে ভয়ে মরি মনে ;
শঙ্কিত হিয়া কাঁপে
অজানার অকারণে !

তাহার পর অবনীশের বাম স্কন্ধে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিল, "আপনিও ধরুন, দুজনে গাই।"

শীতের দিনের শান্ত অলস মধ্যাহ্নের রৌদ্রস্নাত তরু-গুল্ম-লতা পর্যন্ত স্তব্ধ আনন্দে যুগল-কণ্ঠ নিঃসৃত সেই অপূর্ব সংগীত শুনিতে লাগিল—

তোমার বনের শাখে
না জানি কি পাখী ডাকে !
না জানি তোমার তরুপল্লবে
কি ফুল ফুটিয়া থাকে !
দুঃখ-সুখের অশ্রু-হাসির
কোন্ নির্ঝর রাজে !
বুঝিনা যে, বুঝিনা যে !

ইহার পর অবনীশ যখন গাড়িতে স্টার্ট দিল, তখন ঘড়িতে ঠিক এগারোটা বাজিয়াছে।

চৌদ্দ

গৃহে পৌঁছিয়া সুলেখা দেখিল তখনো প্রশান্ত তাহার অফিস-ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছে। আধঘণ্টাটাক পূর্বে ফিরিয়া লাবণ্য স্নানঘরে প্রবেশ করিয়াছে।

সুলেখা এদিক-ওদিক খানিকটা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইল, একবার ভিতর দিকের দরজার পর্দাটা ঈষৎ সরাইয়া উঁকি মারিয়া প্রশান্তকে দেখিল, তাহার পর দ্বিতলে গিয়া নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া একটা অর্ধসমাপ্ত উপন্যাস লইয়া শয্যার উপর আশ্রয় গ্রহণ করিল। পশ্চিম দিকের জানালা দিয়া তীব্র কন্‌কনে হাওয়া আসিতেছিল, শয্যাপ্রান্ত হইতে র‍্যাগটা টানিয়া লইয়া কোমর পর্যন্ত ঢাকিয়া দিল।

ক্ষণকাল পরে কক্ষে প্রবেশ করিল লাবণ্য। সমস্ত মুখমণ্ডল অপ্রসন্নতার গাঢ় ছায়ায় মলিন।

এই অপ্রসন্নতার কারণ উপলব্ধি করিতে সুলেখার মুহূর্তমাত্রও বিলম্ব হইল না। পুলকিত চিত্তে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া সহাস্যমুখে বলিল, "তোমার নারীমঙ্গল মন্দিরের কাজ হল দিদি ?"

গভীরস্বরে লাবণ্য বলিল, "নারীমঙ্গল মন্দির নয়, নারী-কল্যাণ মন্দির। কিন্তু তোদের ফিরতে এত দেরী হল কেন ?"

বইখানা বন্ধ করিয়া পাশের টিপয়ের উপর রাখিয়া সুলেখা বলিল, "আর বল কেন দিদি ? ছাড়তে কি সহজে চায় ? একজন হলেও বা কথা ছিল, দু-জন ; এ যদি ছাড়ে ত ও ছাড়তে চায় না, আবার ও যদি ছাড়ে ত এ ছাড়তে চায় না।"

লাবণ্য বলিল, "সে কথা ত সত্যি। কিন্তু এ আর ও—দুজনের হাত ছাড়িয়ে আসতে তোর কি খুব দেরি হয়েছিল?"

প্রশ্নটা যৎপরোনাস্তি গোলমেলে। মনে মনে ঈষৎ চিন্তিত হইয়া সুলেখা বলিল, "তুমি ওদের ওখানে গিয়েছিলে নাকি দিদি?"

লাবণ্য বলিল, "গিয়েছিলাম। তোরা ওখান থেকে বেরিয়ে যাবার মিনিট দশেক পরেই গিয়েছিলাম।"

লাবণ্যর উত্তর শুনিয়া সুলেখার দুই চক্ষু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; পর মুহূর্তেই দেহ হইতে র‍্যাগটা শয্যা-প্রান্তে ঠেলিয়া দিয়া দুই পা ঝুলাইয়া বসিয়া বলিল, "ও! তাই বল, ওখানে গিয়ে শুনেছ, আমরা বেশীক্ষণ ওখানে থাকি নি। কি করি বল দিদি, তুমি চলে যাওয়ায় ওখানে থাকতেও ভাল লাগল না, আবার ওখান থেকে বেরিয়ে এসে তক্ষুণি বাড়ি ফিরে আসতেও ইচ্ছে হল না। কে জানে বল অত শীগ্‌গির তুমি ফিরে আসবে। তাই অমনি এক চক্করে খসরুবাগটা ঘুরে দেখে এলাম। কি চমৎকার পার্ক তোমাদের খসরুবাগ দিদি! কোথায় লাগে আমাদের কলকাতার ইডেন গার্ডেন।"

মনের সহজ অবস্থা হইলে এই মন্তব্যের সারবত্তা লইয়া হয়ত বিতর্ক উঠিত। কিন্তু সে প্রসঙ্গের মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রবেশ না করিয়া লাবণ্য বলিল, "তুই সেখানে গাড়িতে বসে গৌরহরির সঙ্গে গান করেছিলি সুলেখা?"

এই প্রশ্নের জন্যই সুলেখা মনে মনে এতক্ষণ প্রত্যাশা করিয়া ছিল; সহাস্যমুখে বলিল, "কে বললে তোমাকে দিদি? দীপু? ঠিকই বলেছে। তবে গান ঠিক করছিলাম না, একটা গান ঠিক করে শিখে নিচ্ছিলাম।" তারপর লাবণ্যকে কোনও কথা বলিবার অবসর না দিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "আসল কথাটাই তোমাদের বলতে ভুল হয়ে গেছে দিদি। গৌরহরিবাবু চমৎকার গান গাইতে পারেন। গান শেখাতেও পারেন

খুব সুন্দর। দীপুকে তোমরা গৌরহরিবাবুকে দিয়ে গান শেখাও। গৌরহরিবাবু গাড়ি চালাবেন, দীপুকে বাঙলা পড়াবেন আর গান শেখাবেন। কেমন, বেশ হবে না?"

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া লাবণ্য বলিল, "একটা গান যে ঠিক করে শিখে নিচ্ছিলি, সেটা বেঠিক করে শিখেছিলি কার কাছে? গৌরহরির কাছে?"

যথেষ্ট সপ্রতিভভাবে মাথা নাড়িয়া সুলেখা বলিল, "হ্যাঁ।"

"কোথায়? কবে?"

স্মিতমুখে সুলেখা বলিল, "কলকাতায় দিদি। গৌরহরিবাবুর কাছে সুতপা গানটা শিখছিল, সেই সময়ে শুনে শুনে আমিও অনেকটা শিখে নিয়েছিলাম। আভোগে একটু তফাৎ ছিল—সেটা আজ ঠিক করে নিলাম। কোন্ গানটা জান? কাল বিকেলে যে গানটা তোমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল সেইটে। সেই 'তোমার মনের গোপন কথা আমার মনে বাজে', সেই গানটা। কাল ত শুনেছিলে, আজ শুনলে বুঝতে পারবে আরও কত ভাল হয়েছে।" বলিয়া মৃদুকণ্ঠে গাহিতে লাগিল।

> তোমার বনের শাখে না জানি কি পাখী ডাকে!
> না জানি তোমার তরুপল্লবে কি ফুল ফুটিয়া থাকে!
> দুঃখ-সুখের অশ্রু-হাসির কোন্ নির্ঝর বাজে!
> বুঝিনা যে, বুঝিনা যে!

কেবলমাত্র আভোগটুকু এক ফের গাহিয়া অস্থায়ীর মধ্যে পুনরায় প্রবেশ না করিয়া সুলেখা বলিল, "কেমন দিদি, আগে যা শুনেছিলে তার চেয়ে অনেক ভাল হয় নি?"

সুলেখার রিক্ত কণ্ঠের ওই দুই কলি গানই লাবণ্যর এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তাহার মন বলিতে চাহিল, 'সমস্ত গানটা ভাল করে

না শুনলে সে কথা বলতে পারছিনে'। কিন্তু যে প্রসঙ্গের অবতারণা সে করিয়াছে, ঐ ধরনের কথার দ্বারা পাছে তার গুরুত্ব ক্ষুণ্ণ হয় সেই বিবেচনায় সে বলিল, "তা আমি বলতে পারিনে সুলেখা। কিন্তু তোর কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে! তুই কি বলতে চাস কলকাতায় গৌরহরি সুতপাকে গান শেখাত?"

সুলেখা বলিল, "না, ঠিক নিয়ম করে মাইনে নিয়ে শেখাতেন না। তবে মাঝে মাঝে সুতপা যখন শিখতে চাইত, এক-আধটা গান শিখিয়ে দিতেন।"

কথাটা ঠিক ষোল আনা অসত্য নহে। 'অশ্বত্থমা হত' শ্রেণীর সত্য। অর্থাৎ, সুতপা মাঝে মাঝে এক-আধটা গান শিখিত বটে, তবে গৌরহরি 'গজের' নিকট নহে, অবনীশের নিকট।

লাবণ্য বলিল, "মরুক গে, কলকাতায় কি হত না হত, সে আলোচনায় কাজ নেই,—এলাহাবাদে কিন্তু তুই এলাহাবাদের ধারাই অনুসরণ করে চলিস। গৌরহরির চালানো গাড়িতে ওঠা ছাড়া গৌর-হরির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখিস নে।"

"কোনও সম্পর্ক না?"

"না,—কোনও সম্পর্কই না।"

সুলেখার দুই নেত্র-কোণে নিরুদ্ধ কৌতুকের অবাধ্য দীপ্তি মুহূর্তের জন্য ঝিলিক মারিয়া গেল। পর মুহূর্তেই মুখ গম্ভীর করিয়া লইয়া সে বলিল, "তুমি কিন্তু ভুলে যাচ্ছ দিদি, কলকাতার ধারা শুধু আমাদের বাপের বাড়ির ধারাই নয়, কিছুদিন থেকে আমাকে আমার শ্বশুরবাড়ির ধারাও মেনে চলতে হচ্ছে। তোমার ভগ্নীপতি যদি জানতে পারেন যে, গৌরহরিবাবুর মত একজন পরিচিত সচ্চরিত্র ভদ্রবংশীয় লোকের সঙ্গে একমাত্র ড্রাইভারের সম্পর্ক ছাড়া আর আমি কোনও সম্পর্কই রাখতে চাইনে, তা হলে তিনি খুব খুশি হবেন না।"

সুলেখার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া লাবণ্য বলিল, "আমাকে তুই ক্ষমা করিস সুলেখা, দুদিনের জন্যে তুই এখানে বেড়াতে এসেছিস, তোকে এমন করে রূঢ় কথা বলতে আমার ভারি কষ্ট হচ্ছে,—কিন্তু যা বলছি, তোর ভালর জন্যেই বলছি। স্বামীর সঙ্গে তোর কারবার ত মাত্র মাস-দুয়েকের,—স্বামী বস্তুকে চিনতে এখনও অনেক দেরি আছে। শুধু ওদের মুখের কথা শুনে চললেই ঠিক চলা হয় না রে, ওদের মনের কথা বুঝে চলতে পারলে তবে ঠিক চলা হয়। কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্তও বোধ হয় সে বোঝার শেষ হয় না।"

এ বিষয়ে আলোচনা আর অধিক অগ্রসর হইতে পারিল না, অদূরে চটি জুতার শব্দ শোনা গেল এবং পরমুহূর্তেই বারান্দা হইতে প্রশান্ত বলিল, "সুলেখা আছ নাকি ঘরে?"

সুলেখা বলিল, "আসুন জামাইবাবু, দিদিও আছেন এখানে।"

কক্ষে প্রবেশ করিয়া একবার সুলেখার দিকে একবার লাবণ্যর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশান্ত বলিল, "দুই ভগ্নীতে মিলে বিশেষ কোনও গুপ্ত মন্ত্রণা চলছিল নাকি?"

লাবণ্য বলিল, "হ্যাঁ, চলছিল। স্বামী নামক জীবের সঙ্গে সংসারের পথে কি ভাবে চলতে হয় সে বিষয়ে সুলেখাকে কিছু উপদেশ দিচ্ছিলাম।"

চক্ষু ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া প্রশান্ত বলিল, "জীবই বলেছিলে ত লাবণ্য? জন্তু বল নি ত?"

স্মিতমুখে সুলেখা বলিল, "দিদি যে-ভাবে স্বামীর পরিচয় দিচ্ছিলেন আর লক্ষণ দেখাচ্ছিলেন, তাতে কিন্তু ঠিক জীব বলছিলেন বলে মনে হচ্ছিল না।"

প্রশান্ত বলিল, "তা বুঝতে পারছি। কিন্তু কোন্ শ্রেণীর প্রাণী সুলেখা? গাছের?—না, গোয়ালের? বলি, এ ছাড়া কোনও তৃতীয় শ্রেণীর নয় ত?" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

প্রশান্তর হাতে একটা পোস্টকার্ড লক্ষ্য করিয়া লাবণ্য বলিল, "তোমার হাতে ও কার চিঠি ?"

ব্যস্ত হইয়া প্রশান্ত বলিল, "এই দেখ, আসল কথাই বলতে ভুলে গেছি। শ্বশুরমশাইয়ের চিঠি। এইমাত্র এল। পাটনা থেকে অবনীশের সঙ্গে একত্র হয়ে তোমাদের দাদা আগামী সোমবার সকালে এখানে পোঁছবেন।" চিঠিখানা সুলেখার হাতে দিয়া বলিল, "সুসংবাদ, বক্‌শিস দাও।"

লাবণ্য বলিল, "এখনও কাটা হয় নি, কাটা হলে দেবে।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া প্রশান্ত বলিল, "কি বস্তু লাবণ্য ? ফল, না, ঘাস ?"

প্রশান্তর কথা শুনিয়া লাবণ্য ও সুলেখা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

সেই দিন সন্ধ্যাকালে সুযোগ মত মুহূর্তের জন্য সুলেখার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবনীশ বলিল, "আজ তোমার ঘরের পূব দিকের দোরটা খুলে রেখো সুলেখা। রাত্রি এগারটার সময়ে দেখা করব।"

উদ্বিগ্ন মুখে সুলেখা বলিল, "কেন ?"

"অভিনয়ে তোমার আর আমার অংশ শেষ হয়ে এল,—এবার দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হবে। তার জন্য কিছু পরামর্শ দরকার।"

অদূরে পদধ্বনি শোনা গেল।

প্রস্থানোদ্যত হইয়া সুলেখা বলিল, "না, না, কখ্‌খনও এসো না। আমি কিন্তু দোর খুলে রাখব না।"

"তা হলে অগত্যা বাধ্য হয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে হবে।" বলিয়া অবনীশ নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

পনেরো

সন্ধ্যার পর লাবণ্য পাচককে রন্ধন সংক্রান্ত কিছু উপদেশ দিতেছিল, এমন সময়ে একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল, "মা, আপনাকে সায়েব ডাকছেন।"

"কোথায়?"

"দোতলায় শোবার ঘরে।"

এ সময়ে সাধারণত প্রশান্ত শয়ন-কক্ষে থাকে না, ঈষৎ কৌতূহলের সহিত দোতলায় প্রশান্তর নিকট উপস্থিত হইয়া লাবণ্য বলিল, "আমাকে ডাকছিলে?"

প্রশান্ত বলিল, "হ্যাঁ, বোস। কথা আছে।"

একটা ছোট কৌচে উপবেশন করিয়া উৎসুক কণ্ঠে লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা?"

"আজ সকালে খসরুবাগে গিয়ে সুলেখা আর গৌরহরি এক সঙ্গে গান করেছিল, এ তুমি জান?"

লাবণ্য বলিল, "জানি। তুমি কি করে শুনলে?—দীপু বলেছে বুঝি?"

প্রশান্ত বলিল, "হ্যাঁ, একটু আগে দীপু বলছিল। এ বিষয়ে সুলেখার সঙ্গে তোমার কোনো কথা হয়েছে?"

লাবণ্য বলিল, "হয়েছে।" বলিয়া দ্বিপ্রহরে সুলেখার সহিত যে সকল কথা হইয়াছিল, আনুপূর্বিক প্রশান্তর নিকট বিবৃত করিল।

শুনিয়া প্রশান্ত বলিল, "এর জন্যে সুলেখাকে তুমি বেশি কড়া করে কিছু বলনি ত?"

লাবণ্য বলিল, "যতটা বলতে পারা যায় তা বলেছি। দু-দিনের

জন্তে আমোদ-আহ্লাদ করতে এসেছে, বেশি কড়া ক'রে কিছু বলতেও মুখে বাধে।"

ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "না, না, কড়া ক'রে নিশ্চয় কিছু বোলোনা; যা বলবার ভাল ক'রে বুঝিয়ে বোলো।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করিয়া লাবণ্য বলিল, "বুঝিয়েই ত' বলি, কিন্তু কেন জানিনে, এ ব্যাপারটাকে ও একেবারেই গুরুতরভাবে নিতে চায় না। ও বলতে চায়, কলকাতার বাড়িতে যে ব্যাপার নিতান্ত সহজ আর সাধারণ, আমরা সে ব্যাপারকে অন্যায়ভাবে বিকৃত ক'রে গুরুতর করে দেখছি।"

প্রশান্ত বলিল, "হয় ত সে কথা খানিকটা সত্যি। গৌরহরির সঙ্গে সুলেখার এই মেলামেশার সঙ্গতি-অসঙ্গতি অনেকটা যে নির্ভর করছে তোমাদের কলকাতার বাড়িতে তার ঘনিষ্ঠতার পরিমাণের ওপর, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তুমি যে কথা বলছ সে কথাও সত্যি। প্রত্যেক জিনিসকে বিভিন্ন আবহাওয়ার সঙ্গে একটু রদ-বদল ক'রে খাপ খাইয়ে না নিলে অন্যায় হয়।"

লাবণ্য বলিল, "এই কথাটাই সুলেখা বুঝতে পারে না। তুমি ওকে একটু ভাল করে বুঝিয়ে দিতে পার?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া প্রশান্ত বলিল, "না। আমি কিছু বললে ও ভারি ক্ষুণ্ণ হবে। যদি কিছু বলা দরকার মনে কর, তুমিই বোলো। তা ছাড়া, আর দিন দুই পরেই ত অবনীশ আর তোমার দাদা আসছেন। তাঁরা এসে পড়লে সমস্ত ব্যাপারটা আমার মনে হয়, অন্য মূর্তি ধারণ করবে।"

লাবণ্য বলিল, "কি জানি, ধারণ করবে কি করবে না। সেইজন্যে অবনীশ আসবার আগে আমি সুলেখাকে একটু সচেতন ক'রে দিতে চাই।"

নীচের তলা হইতে হারমোনিয়ম সহযোগে সুলেখা ও দীপালির গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল। প্রশান্ত বলিল, "সুলেখা একা রয়েছে, চল আমরা নীচে যাই।"

ড্রয়িং রুমের পাশের ঘরে দীপালিকে লইয়া সুলেখা গান করিতেছিল,

নয় দশ এগারো,
লাফ দাও যে পারো।
বার তের চোদ্দ,
কাল নয়, অদ্য
এক্ষণি লাফিয়ে
এস পড়ি ঝাঁপিয়ে।

এমন সময়ে প্রশান্ত ও লাবণ্য কক্ষে প্রবেশ করিল।

গান থামিয়া গিয়াছিল। প্রশান্ত বলিল, "কোথায় ঝাঁপিয়ে পড়বে সুলেখা?"

স্মিতমুখে সুলেখা বলিল, "বিঘ্ন-নদীর মধ্যে।"

প্রশান্ত বলিল, "এটা বিঘ্ন-নদীর গান না-কি?"

সুলেখা বলিল, হ্যাঁ। এ গানের নাম বিঘ্ন-তরণ গীতি।"

গম্ভীর মুখে প্রশান্ত বলিল, "তাই না কি? তবে ত' যে-রকম করে পারি এ গানটা তোমার কাছ থেকে শিখে নিতে হবে। নিত্যকার চলার পথে পদে-পদে যে রকম বাধা-বিঘ্ন-খোঁচা থাকে, তাতে একটা বিঘ্ন-তরণ মন্ত্রের বিশেষ দরকার।"

লাবণ্য বলিল, "সমস্ত গানটা তুই গা সুলেখা, ভারি চমৎকার লাগছিল।"

সুলেখা বলিল, "গান ত' ঠিক নয় ওটা দিদি, ওটা ছড়া। তবে সুর আর তাল দেওয়া আছে।"

প্রশান্ত বলিল, "তবে আর গানের বাকি কি রইল সুলেখা?

মাটিকে যদি গড়ন আর রঙ দিলে, তা হ'লে তাকে পুতুল বললে খুব বেশি অপরাধ হয় কি?"

সহাস্য মুখে সুলেখা বলিল, "না, তা হয় না। কিন্তু এ গান কি আপনাদের ভাল লাগবে জামাইবাবু?

প্রশান্ত বলিল, "নিশ্চয় লাগবে। তারপর, আরও অন্যান্য গান আরও ভাল লাগবে।"

প্রশান্তের কথা শুনিয়া লাবণ্য হাসিতে লাগিল।

হার্মোনিঅমে সুর দিয়া সুলেখা বলিল, "এস দীপু, তোমাতে আমাতে দু'জনে এক সঙ্গে গাই।"

লাবণ্য বলিল, "না, না, এখন দীপু গাবে না। সে তুই দীপুকে পরে যখন হয় শেখাস। এখন নিজেই গা।"

সুলেখা গাহিতে লাগিল—

এক দুই তিন চার,
এস হই নদী পার।
দুই এক চার তিন,
আঁধারিয়া আসে দিন।
পাঁচ ছয় সাত আট,
ওই দেখ বাঁধা-ঘাট।
সাত আট পাঁচ ছয়,
আর দেরী করা নয়!
ছয় পাঁচ আট সাত,
গেলে দিন হবে রাত।
নয় দশ এগারো,
লাফ দাও যে পারো!
বারো-তের চোদ্দ,

কাল নয়, অদ্য
এক্ষণি লাফিয়ে
এস পড়ি ঝাঁপিয়ে।
সাঁতারিয়া হই পার,
এক দুই তিন চার।

গান শেষ হইলে গায়িকা এবং শ্রোতা তিনজনেই সমস্বরে হাসিয়া উঠিল।

প্রশান্ত বলিল, "চমৎকার! তোমার ছড়ার শেষের দিকটা এমন উৎসাহোদ্দীপক যে, মনে হচ্ছিল এক্ষণি লাফিয়ে উঠে দু'হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি!"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া লাবণ্য বলিল, "কি সর্বনাশ! কিসের ওপর? আমার ওপর ত' নয়?"

প্রবল ঔৎসুক্যের স্বরে প্রশান্ত বলিল, "কেন বল দেখি! তোমার ওপর কেন মনে করছ?"

লাবণ্য বলিল, "তুমি যে বল, স্ত্রী স্বামীর পক্ষে অনেক সময়েই বাধা। কি জানি আমাকে যদি এখন বিঘ্ন-নদী বলেই মনে করে থাক।"

লাবণ্যর কথা শুনিয়া প্রশান্ত এবং সুলেখা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল

প্রশান্ত বলিল, "তুমি বিঘ্ন-নদী কি-না তা ঠিক বলতে পারিনে লাবণ্য, কিন্তু তুমি যে নদী, তা নিশ্চয় বলতে পারি। স্ত্রী মাত্রেই নদী-ধর্মিণী। কোনো কোনো স্বামী এই নদীর জলে স্নান করে স্নিগ্ধ হয়, কোনো কোনো স্বামী ডুবে মরে ভূত হয়।"

লাবণ্য সতর্জনে বলিল, "তোমার স্ত্রী-তত্ত্বের আলোচনা উপস্থিত বন্ধ রাখ। এখন গান হোক্। গা সুলেখা, সেই গানটা প্রথমে গা—'আসিয়ো, যদি তব আসার মাঝে'—

প্রশান্ত বলিল, "কিন্তু তোমার বিম্ব-তরণ গানটি তুমি দীপুকে শিখিয়ে দিয়ো সুলেখা। ছোট ছেলেদের পক্ষে ওটি চমৎকার গান।"

সুলেখা বলিল, "আপনাদের একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম জামাইবাবু, আজ দিদিকে বলেছি। আপনাদের ড্রাইভার গৌরহরি যে একজন খুব ভাল গাইয়ে। ওকে দিয়ে আপনি দীপুকে গান শেখাবেন।"

প্রশান্ত বলিল, "হাঁ, গৌরহরি যে গান গাইতে পারে সে কথা আজ তোমার মুখেই প্রথম শুনলাম। তোমার দিদির সঙ্গেও পরে এ বিষয়ে কথা হয়েছে। আচ্ছা, তোমার দাদা ত দিন তিনেক পরে আসছেন, তিনি এলে এ বিষয়ে স্থির করলেই হবে।"

কিন্তু কথাটা এইখানেই শেষ হইল না, ধীরে ধীরে মুখে মুখে বিস্তার লাভ করিল। প্রসঙ্গক্রমে সুলেখার সহিত অবনীশের গান গাওয়ার কথাও বাকি রহিল না।

প্রশান্ত বলিল, "তুমি যে-কথা বলছ সুলেখা, তার মধ্যে নিশ্চয় যুক্তি আছে। কিন্তু তোমার দিদি যে-কথা বলছেন তাও একেবারে যুক্তিহীন নয়। স্থান, কাল এবং পাত্র বিচার করে অনেক জিনিসকেই অল্প-স্বল্প পরিবর্তিত করে নিতে হয়। এখানে স্থান হচ্ছে এলাহাবাদ, কাল হচ্ছে তোমার দাদার আর অবনীশের আসবার পরবর্তী সময়, আর পাত্র হচ্ছেন তোমার দিদি।" বলিয়া প্রশান্ত হাসিতে লাগিল।

সুলেখা বলিল, "আপনি পাত্র নন্?"

প্রশান্ত বলিল, "আমি অপাত্র। তোমার দিদিকে জিজ্ঞাস করে দেখতে পার, তিনি এ কথা আমাদের বিয়ের দিন থেকেই জানেন।"

লাবণ্য বলিল, "বিয়ের আগে থেকে যে জানিনে, একথাই বা তোমাকে কে বললে? কিন্তু এ-সব কথা অনেক হয়েছে, আর থাক্; এখন সুলেখা, তুই গান গা।"

প্রশান্ত বলিল, "তোমার দিদি যেটা বলছিলেন সেইটেই না হয় প্রথমে ধর।"

সুলেখা গাহিতে আরম্ভ করিল।

আসিও, যদি
তব আসার মাঝে
নব আশার ধ্বনি
মম হৃদয়ে বাজে।
যদি প্রাণের বীণা
কাঁদে ছন্দহীনা,
তবে সাঁঝের ছায়ে
এসো তিমির সাজে।
দূর গগনতলে
শশী পড়িবে ঢলি,
শত করুণ ছলে
নিশা যাইবে চলি।
শুকতারকা সম
এসো মরমে মম,
মনোগগনে যদি
মোহ-কিরণ রাজে!

সেইদিন রাত্রি এগারোটার সময়ে অবনীশ দ্বিতলে সুলেখার দ্বার ঠেলিয়া দেখিল দ্বার খোলাই আছে।

সুলেখা জাগিয়া বসিয়া ছিল। অস্ফুট ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল, "শীগ্‌গির ঢুকে পড়ে দোর বন্ধ করে দাও!"

ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া অবনীশ বলিল, "বাপরে! পৃথিবী আরম্ভ হয়ে আজ পর্যন্ত কোনো স্বামী বোধ হয়

নিজের ধর্মপত্নীর ঘরে এমন অপরাধীর মতো কোনদিন প্রবেশ করে নি।"

সুলেখা বলিল, "আঃ! চেঁচিও না। আস্তে আস্তে কথা কও!"

অবনীশ বলিল, "বা রে! না চেঁচালে জানাজানি হবে কেমন ক'রে?"

ষোল

কয়েকদিন হইতে শীতটা খুব প্রবলভাবে পড়িয়াছিল। সুলেখার শয্যার উপর পা গুটাইয়া র‍্যাগখানা টানিয়া লইয়া দেহের নিম্নার্ধ আবৃত করিয়া অবনীশ বলিল, "আঃ বাঁচা গেল! আরাম আর আনন্দ দুই-ই প্রচুর পরিমাণে বোধ করছি।"

অবনীশের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাহার দক্ষিণ হস্তখানা নিজের হস্তের মধ্যে টানিয়া লইয়া সুলেখা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "বেশ করছ। কিন্তু কতক্ষণ থাকবে তুমি এখানে?"

অবনীশ বলিল, "যতক্ষণ না তুমি ছেড়ে দিচ্ছ।"

"ধর, যদি এক্ষণি ছেড়ে দিই? যদি এই মুহূর্তে যেতে বলি?"

অবনীশ বলিল, "তা হলে কিন্তু বিদ্রোহী হয়ে তোমার আদেশ অমান্য করব।"

"তার মানে?"

"তার মানে, সমস্ত রাত্রি তোমার ঘরে অতিবাহিত করে সকালে সূর্যোদয়ের সঙ্গে ভৈরব রাগের লগ্নে তোমাকে ছেড়ে যাব।"

শুনিয়া সুলেখার মুখমণ্ডলে সুগভীর উদ্বেগ দেখা দিল; বলিল, "যা দুঃসাহস তোমার, তুমি সব পার। না, না,—লক্ষ্মীটি, অবুঝ হয়োনা। কেউ দেখে ফেললে কি বিশ্রী হবে বল দেখি? যা তোমার বলবার আছে তাড়াতাড়ি বলে আস্তে আস্তে নেমে যাও।"

মুহূর্তকাল কপট বিমূঢ়তার ভঙ্গীতে সুলেখার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া অবনীশ বলিল, "এই এগারোটা রাত্রে—? এই বেহাগ রাগিণীর লগ্নে ?"

স্মিতমুখে সুলেখা বলিল, "হ্যাঁ, এই বেহাগ রাগিণীর লগ্নে।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া অবনীশ বলিল, "না, তা কিছুতেই হতে পারে না। অন্তত সোহিনী রাগিণীর লগ্ন উপস্থিত না হলে কক্ষ তোমার পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।"

উৎকণ্ঠিত স্বরে সুলেখা বলিল, "সে কতক্ষণে হবে ?"

অবনীশ বলিল, "তা খুব বেশী দেরি হবে না ; রাত্রি সাড়ে তিনটের কাছ বরাবর।"

প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া সুলেখা বলিল, "না, তা কিছুতেই হতে পারে না! জামাইবাবুর অত্যন্ত সকালে ওঠা অভ্যেস। রোজ শেষ রাত্রে আমি শুয়ে শুয়ে শুনতে পাই, চটি জুতো পায়ে দিয়ে খস্‌খস্ করে বারান্দায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন।"

অবনীশ বলিল, "লেপের মধ্যে শুয়ে শুয়ে তুমি মনে কর সেটা শেষ রাত্রি। কিন্তু যে ভদ্রলোক চটিজুতো পায়ে দিয়ে খস্‌খস্ করে বারান্দায় বেড়িয়ে বেড়ান, তিনি জানেন সেটা প্রত্যুষ সাড়ে ছটা। আমি ত তার অনেক আগে, রাত্রি সাড়ে তিনটেতেই উধাও হব।"

ব্যগ্র কণ্ঠে সুলেখা বলিল, "ওগো, না গো, না। তোমার ঘুম ভাঙ্গবে না,—শেষকালে সাড়ে তিনটের জায়গায় সাড়ে ছটা হয়ে যাবে, তখন আর লজ্জা রাখবার জায়গা থাকবে না। আমার কথা শোন। যা তোমার বলবার আছে মিনিট দশেকের মধ্যে শেষ করে ভালয় ভালয় সরে পড় ; নইলে গৌরহরিবাবু ঘরে ঢুকেছে বলে এমন জোর চীৎকার লাগাব যে, বাড়ির সমস্ত লোক জেগে উঠে এখানে ছুটে আসবে। তখন, হয় তোমার অভিনয়ের একেবারে যবনিকা

পাত করতে হবে; নয়, তা এমন একটা গুরুতর ব্যাক নেবে, যার জন্যে বাড়ি ছেড়ে পালান ভিন্ন আর তোমার অন্য উপায় থাকবে না।"

"তা হলে আমার অভিনয় গুরুতর ব্যাকই নিক, যেহেতু অভিনয়ের ভবিষ্যৎ বিস্তারের জন্যে কাল শেষ রাত্রে আমাদের দুজনকে এ বাড়ি ছেড়ে পালাতেই হবে।" বলিয়া অবনীশ র‍্যাগটা টানিয়া লইয়া শয্যার উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল।

"আরে, শুয়ে পড়লে কেন? ওঠ, ওঠ! উঠে বস।" বলিয়া সুলেখা ব্যস্ত হইয়া অবনীশকে ঠেলিতে লাগিল।

তড়াক করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া অবনীশ বলিল, "কি বিপদ! শুয়েছিলাম একটু আরাম করে ঘুমিয়ে নোব বলে।"

"কি যে বল তার ঠিক নেই। এখানে তোমার কিছুতেই ঘুমানো হবে না। শোন, কাল শেষ রাত্রে আমাদের দুজনকে এ বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে বলছ কেন, তা বল।"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বিস্ময়-বিমূঢ় কণ্ঠে অবনীশ বলিল, "নাঃ! তোমাকে দেখছি অভিনয় একেবারে পেয়ে বসেছে সুলেখা! ওগো, আপাতত তুমি একেবারে ভুলে যাও যে, আমি তোমার ভগ্নীপতির ড্রাইভার গৌরহরি বসু, আর তুমি আমার মনিবের শ্যালিকা সুলেখা দেবী। মনের মধ্যে বেশ করে শুধু এই ভাবটা জাগিয়ে তোল যে, আমি তোমার স্বামী অবনীশ, আর তুমি আমার স্ত্রী সুলেখা।"

সুলেখা বলিল, "আচ্ছা, সে কথা পরে ভেবে দেখা যাবে, তার আগে আমার কথার উত্তর দাও! দুজনে পালাব বলছ কেন? পালাবে ত শুধু তুমি। তারপর, দাদার আসবার দিনে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে সকলের সাক্ষাতে রহস্যভেদ হবে।"

অবনীশ বলিল, "সে-সব ব্যবস্থা একেবারে বদলে গেছে। আমাদের আগেকার প্লটের পিছনে বিনয় একটা সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায় যোগ করেছে। আজ সন্ধ্যাবেলা বললাম না তোমাকে, অভিনয়ে তোমার আর আমার অংশ শেষ হয়ে এসেছে?"

সুলেখা বলিল, "শেষ হয়ে এসেছে সে খুবই সুখের কথা,—কিন্তু আমি কিছুতেই এ বাড়ি ছেড়ে পালাব না, তা তোমাকে বলে দিলাম।"

অবনীশ বলিল, "এ বাড়িতে থাকলে কিন্তু তোমাকে একটা অতিশয় কঠিন আর নতুন অভিনয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে, যার জন্যে তোমার একটু বিশেষভাবে মহলা দেওয়ার দরকার।"

"কিসের মহলা?"

"তোমার দাদার সঙ্গে যে জাল অবনীশ আসছে, তার সঙ্গে যে চালে তোমাকে চলতে হবে, যে ভাবে তোমার কথাবার্তা কইতে হবে, তার মহলা।"

চকিত হইয়া বিস্মিত কণ্ঠে সুলেখা বলিল, "দাদার সঙ্গে ত মোগল-সরাই থেকে একত্র হয়ে তুমিই আসবে।"

অবনীশ বলিল, "বললাম ত সে-সব ব্যবস্থা বদলে গেছে। দাদার সঙ্গে জাল অবনীশ হয়ে আসছে বিনয়ের এক বন্ধুর ছোট ভাই সুবিমল ঘোষ, কলকাতার কোন্ কলেজের ফিজিক্সের প্রোফেসার।"

অবনীশের কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সুলেখা বলিল, "আচ্ছা, সেই অজানা অচেনা লোকটাকে তোমার জায়গায় দাঁড় করিয়ে আমাকে তার সঙ্গে অভিনয় করতে বলছ তুমি? এ কথা বলতে তোমার মুখে একটুও বাধল না?"

মৃদু হাসিয়া অবনীশ বলিল, "আমি ত সে কথা বলছিনে সুলেখা, আমি ত তোমাকে বাড়ি ছেড়ে পালাবার কথাই বলছি।"

সুতীব্র উষ্মার সহিত সুলেখা বলিল, "সে কদর্য কাজও বরং করব, কিন্তু সে লোকটার সঙ্গে অভিনয় করা ত দূরের কথা, তার ছায়া পর্যন্ত মাড়াব না!"

স্মিতমুখে অবনীশ বলিল, "সে বেচারার অপরাধ কি সুলেখা?—তোমার দাদাই হয় ত অনেক কষ্টে এ কাজে তাকে রাজি করিয়েছেন।"

সুলেখা বলিল, "তবুও তার ওপর আমার রাগ একটুও কম হচ্ছে না।" তারপর, এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া বলিল, "আচ্ছা, যথেষ্ট ত হয়েছে; এ প্রহসনের এখানেই শেষ কর না।"

অবনীশ বলিল, "আমার তাতে বিশেষ কিছু আপত্তি ছিল না; কিন্তু বিনয় বলে, এখানে শেষ করলে শুধু ফুল ফুটিয়েই শেষ করা হবে, ফল ফলানো আর হবে না। যে ব্যবস্থা সে করেছে তাতে শেষ পর্যন্ত এ থেকে সে একটি বিশেষ রকম সুফল প্রত্যাশা করে।"

"কি সুফল?"

"সেটা ফলেন পরিচীয়তে। আগে থাকতে বলে তোমার কৌতূহল নষ্ট করতে চাইনে।"

এ কথা শুনিয়া সুলেখার কৌতূহল চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল; বলিল, "দলের লোকের কাছে তুমি কথা লুকোতে চাও? কালই দিদিকে সব কথা বলে দিয়ে তোমাদের প্ল্যান পণ্ড করছি!"

ব্যগ্রকণ্ঠে অবনীশ বলিল, "সর্বনাশ! ও কার্যটি কোরো না! ভাল করে উঠে বোসো, সব বলছি।"

শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া সুলেখা দুই পায়ের উপর লেপ টানিয়া লইল; তাহার পর অবনীশের প্রতি বক্র কটাক্ষে একবার চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "বল।"

তখন অবনীশ সবিস্তারে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। নববর্ধিত

উপসংহারের কাহিনী-ভাগ বিবৃত করিয়া অভিনয়ের মধ্যে সুলেখার যেটুকু অংশ তখনও বাকি ছিল তদ্বিষয়ে সুলেখাকে পরিপূর্ণভাবে উপদেশ প্রদান করিল।

সমস্ত শুনিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া মনে মনে কি চিন্তা করিয়া সুলেখা বলিল, "দেখ, মুস্কিল হয়েছে এই যে, এর মধ্যে দাদা রয়েছেন, বিনয়বাবু রয়েছেন, তাই নিজের মনে হঠাৎ একটা গোলযোগও কিছু করতে পারছিনে। তা নইলে কখনো আমি তোমার এ কথায় রাজি হতাম না। আচ্ছা, তোমার সঙ্গে আমি চলে গেলে এ বাড়ির অবস্থাটা কি হবে ভেবে দেখ দেখি। কত কুৎসিত আঘাত দিদি আর জামাইবাবু পাবেন! চাকর-চাকরাণী বন্ধু-বান্ধবদের কাছে তাঁরা মুখ দেখাতে পারবে না! চাকরেরা নিজেদের মধ্যে আমাদের কথা বলে হাসাহাসি করবে, কলঙ্ক রটাবে।"

অবনাশ বলিল, "কিন্তু সে ত মাত্র চার-পাঁচ দিনের জন্যে সুলেখা, তারপর সকলে যখন প্রকৃত কথা জানতে পারবে তখন ত আর কোন গ্লানি থাকবে না। তখন আঘাত আনন্দের রূপে পরিবর্তিত হবে।"

এ কথার কোন উত্তর না দিয়া সুলেখা বলিল, "কিন্তু একটা আশার কথা এই যে, এতটা বাড়াবাড়ি টেঁকবে বলে মনে হয় না; এবার তোমার ড্রাইভারের খোলস খুব সম্ভব খসে পড়বে। সুলেখা যার সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারলে সে যে সত্যিসত্যিই গোরহরি ড্রাইভার, তুমি নও,—এ কথা বিশ্বাস করা অন্ততঃ দিদির পক্ষে খুব কঠিন হবে।"

অবনাশ বলিল, "ধরা পড়বার আশঙ্কা একেবারে যে নেই, সে কথা আমি বলিনে; কিন্তু ধরা না পড়বার সম্ভাবনা তার চেয়ে অনেক বেশী। যাবার সময়ে তুমি যে চিঠিখানা লিখে রেখে যাবে তার মুন্সিয়ানার ওপর এ ব্যাপারটা অনেক পরিমাণে নির্ভর করবে।

তাছাড়া, আজ আবার যে নতুন ধুলো চোখে পড়ল, তা দুজনের দৃষ্টি-শক্তিকে আরও খানিকটা ঝাপসা করে রাখবে তাতে সন্দেহ নেই!"

সকৌতূহলে সুলেখা জিজ্ঞাসা করিল, "কি নতুন ধুলো?"

"কেন, তোমার বাবার চিঠি, যা আজ সকালে তোমার জামাইবাবুর নামে এসেছে।"

সবিস্ময়ে সুলেখা বলিল, "সে চিঠির কথা তুমি কেমন করে জানলে?"

সুলেখার কথা শুনিয়া মৃদু হাস্য করিয়া অবনীশ বলিল, "আমাদের সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক কলের মত নিপুণভাবে চলছে সুলেখা। আজ তোমার দাদার চিঠিতে সে কথা আমরা জানতে পেরেছি।"

"বাবাও শেষ পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন না কি?"

অবনীশ হাসিয়া বলিল, "না, এটুকু তোমার দাদার কারসাজি। শ্বশুর মহাশয় কয়েকখানা চিঠি লিখছিলেন, সেই সময়ে তোমার দাদা একখানা পোষ্টকার্ড তাঁকে দিয়ে এই খবরটা এলাহাবাদে জানিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। তোমার বাবাও সরল বিশ্বাসে যেন নিজের পক্ষ থেকেই খবরটা এখানে দিয়েছেন। শ্বশুর মহাশয়ের মত লোকের দ্বারা 'সার্টিফায়েড' হয়ে খবরটা এখানে এসে আমাদের পক্ষে খুব কার্যকরী হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।"

ক্ষণকাল দুজনেই নিজ নিজ চিন্তায় মগ্ন হইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। মৌন ভঙ্গ করিল সুলেখা; বলিল, "তুমি যে আজ রাত্রে আমার ঘরে এসেছ, তা জামাইবাবুদের জানাবে কি করে?"

অবনীশ বলিল, "যাবার সময়ে বারান্দায় তোমার জামাইবাবুর জন্যে লিপি রেখে যাব।"

উৎসুক কণ্ঠে সুলেখা জিজ্ঞাসা করিল, "লিপি? কি লিপি?"

পকেট হইতে অবনীশ তাহার লিপি বাহির করিয়া সুলেখার হাতে দিল।

ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া সুলেখার মুখে মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "এই তোমার লিপি।"

"হ্যাঁ, এই আমার লিপি।"

"এতে যদি কাজ না হয়?"

অবনীশ বলিল, "হবার পোনোর আনা সম্ভাবনা। একান্ত যদি না হয়, তাহলে কাল দিনের বেলায়ই তোমার সঙ্গে এমন একটা গোলযোগ বাধাতে হবে যাতে ওঁদের সঙ্গে বিবাদ অনিবার্য হয়।"

"কি জানি বাপু, কি কাণ্ড তুমি ক'রে তুলবে, কিছুই বুঝতে পারছিনে!" বলিয়া সুলেখা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মিনিট পাঁচ সাত পরে অবনীশ বলিল, "আর বসতে পারছিনে সুলেখা,—এবার শুলাম।" বলিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল।

সুলেখা বলিল, "শোও।"

"আর তুমি?"

"আমি জেগে ব'সে থাকব। রাত দুটোর সময়ে তোমাকে তুলে দেবো, সেই সময়ে তুমি নেমে যাবে।"

"যে আজ্ঞে।" বলিয়া অবনীশ ভাল করিয়া লেপটা গায়ে টানিয়া লইল।

টেবিলের উপর যে রেডিয়াম-ডায়াল ঘড়িটা সারা রাত্রি টিকটিক করিয়া চলিয়াছে তাহাতে ছয়টা বাজিয়া দশ মিনিট।

লেপ এবং র‍্যাগের অভ্যন্তরে প্রগাঢ় আবেশে নিদ্রাভিভূতা

সুলেখাকে ধীরে ধীরে নাড়া দিয়া অবনীশ বলিল, "দোর দাও সুলেখা,—আমি চললাম।"

ধড়মড় করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে সুলেখা জিজ্ঞাসা করিল, "কটা বেজেছে ?"

শান্ত কণ্ঠে অবনীশ বলিল, "বেশি নয়, ছ'টা বেজে দশ মিনিট।"

"কি সর্বনাশ ! এখনো যাও নি কেন ?"

"তুমি উঠিয়ে দেবে সেই আশায় অপেক্ষা করছিলাম।"

শয্যা হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িয়া সুলেখা বলিল, "যাও, যাও, আর দেরী কোরো না !"

সুলেখার ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বারান্দা দিয়া যাইতে যাইতে অবনীশ এক সময়ে তাহার লিপিখানা নিঃশব্দে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া গেল।

ইহার মিনিট দশেক পরে প্রশান্ত দ্বার খুলিয়া ঘর হইতে নির্গত হইল। দূর হইতেই অবনীশের লিপি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। নিকটে আসিয়া তুলিয়া দেখিল একখানা বড় সাইজের রেশমি রুমাল। সাধারণত স্থূলরুচিবিশিষ্ট অমার্জিত লোকেরা যে-রকম বহু বর্ণে রঞ্জিত রুমাল ব্যবহার করে, সেই রকম রুমাল।

তাহার গৃহে এরূপ রুমাল কে ব্যবহার করিতে পারে তাহা ভাবিয়া প্রশান্ত বিস্মিত হইল। তখনো দিবালোক যথেষ্ট স্পষ্ট হয় নাই। নিকটবর্তী সুইচটা টিপিয়া আলো জ্বালিয়া পরীক্ষা করিতে গিয়া সহসা প্রশান্তর মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল।

রুমালের এক কোণে সূচীকর্মে বাঙলা অক্ষরে লিখিত 'গৌ'।

সতেরো

অর্ধ ঘণ্টা পরে নিজ কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া প্রশান্ত দেখিল লাবণ্য তখনও নিদ্রা যাইতেছে।

একটা গদি-আঁটা প্রশস্ত আরাম চেয়ারে র‍্যাগ ঢাকিয়া বসিয়া লাবণ্যর নিদ্রাভঙ্গের জন্য সে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

বেশি বিলম্ব হইল না। মিনিট দশ-পনের পরে চক্ষু মেলিয়া লাবণ্য ধীরে ধীরে শয্যায় উপর উঠিয়া বসিল। চেয়ারে উপবিষ্ট প্রশান্তকে সম্মুখে দেখিয়া বলিল, "কতক্ষণ উঠেছ?—এখনো নীচে যাও নি যে?"

প্রশান্ত বলিল, "এইবার যাব। তার আগে তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

স্বামীর বিরস-গম্ভীর ভাব লক্ষ্য করিয়া লাবণ্য ঈষৎ উৎকণ্ঠিত হইল। র‍্যাগ ও লেপের আবরণ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া পা ঝুলাইয়া বসিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "কি কথা?"

বারান্দায় কুড়াইয়া-পাওয়া রুমালটা লাবণ্যর হস্তে দিয়া প্রশান্ত বলিল, "এটা ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখ।"

সবিস্ময়ে লাবণ্য বলিল, "এ কার রুমাল? কোথায় পেলে?"

প্রশান্ত বলিল, "পেয়েছি এই দোতালার বারান্দায়—সিঁড়ির কাছ থেকে দশ-বারো হাত এদিকে। কার রুমাল, তা ভাল ক'রে দেখলে তুমিও হয়তো বলতে পারবে।"

ব্যস্ত হইয়া রুমালখানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে এক কোণে মালিকের নামের আদ্যক্ষর দেখিয়া লাবণ্যর মুখ শুকাইল, বলিল "গৌরহরির না-কি?"

প্রশান্ত বলিল, "তা ছাড়া আর কার হ'তে পারে, তা ত বুঝতে

পারছি নে আমার নামও গৌশান্ত নয়, তোমার নামও গৌবণ্য নয়

মনের মধ্যে খানিকটা অশান্তি এবং উদ্বেগের উপস্থিতি সত্বেও স্বামীর কথার সরস বাচন শুনিয়া লাবণ্যর মুখে ক্ষীণ হাস্যের আভা দেখা দিল; বলিল, "কখন্ পেলে এটা ?"

প্রশান্ত বলিল, "ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় বেরিয়েই।"

চিন্তিত মুখে ক্ষণকাল নীরবে অবস্থান করিয়া লাবণ্য বলিল, "কি করে বারান্দায় এল ?"

"সেইটেই বুঝতে পারছি নে।"

ভয়ে ভয়ে উদ্বিগ্ন মুখে লাবণ্য বলিল, "কিছু মনে হয় তোমার ?"

প্রশান্ত বলিল, "মনে যা হয়, মুখে সব সময়ে তা বলতে নেই। মন আমাদের অনেক সময়ে ভুল পথে টেনে নিয়ে যায়। এ আমি বহুবার লক্ষ্য করেছি, যেটা ঘটেছে বলে সবচেয়ে বেশি মনে হয়েছে, শেষ পর্যন্ত দেখা গিয়েছে, সেইটেই ঘটেনি; অথচ বাস্তবিক যা ঘটেছে, তা এমনই অদ্ভুত যে, কল্পনাতেও কেউ তা মনে করতে পারে নি।"

ক্ষণকাল মনে মনে নীরবে চিন্তা করিয়া লাবণ্য বলিল, "এ বিষয়ে খোঁজ-তল্লাস কিছু নেবে না ? জিজ্ঞাসাপড়া কাউকে করবে না ?"

"করব বৈকি,—নিশ্চয় করব।"

"কাকে করবে ?"

বিস্মিতকণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "কেন গৌরহরিকে ? উপস্থিত আর কাউকে ত কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় না।" তারপর এক মুহূর্ত মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিল, "গৌরহরি কি কৈফিয়ৎ দেয় তা শোনবার আগে তুমি যেন কাউকে এ বিষয়ে কোনো কথা বোল না লাবণ্য।"

অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতে ভাবিতে লাবণ্য বলিল, "না, বলব না।"

স্বামী-স্ত্রীর এই কথোপকথনের মধ্যে স্পষ্টত কোথাও সুলেখার

নামোল্লেখ না থাকিলেও তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া সমস্ত কথোপকথনটা যে আবর্তিত হইতেছিল, তদ্বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কাহারও মনে সংশয়ের লেশ মাত্র ছিল না।

আঠারো

চা-পানের পর অফিস-ঘরে গিয়া প্রশান্ত অবনীশকে ডাকিয়া পাঠাইল।

একজন ভৃত্য আসিয়া সেদিনকার লীডার সংবাদপত্রখানা টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া প্রশান্ত সংবাদের শিরো- নামাগুলো দেখিতেছে, এমন সময়ে অবনীশ আসিয়া নত হইয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, "আমাকে ডেকেছেন স্যার?" তৎপরে পূর্বোক্ত রুমাল- খানা টেবিলের উপর রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া, প্রশান্ত কোন কথা বলিবার পূর্বেই, খপ করিয়া সেটা তুলিয়া লইয়া সাগ্রহে বলিল, "এই পেয়েছি! উঃ! আজ সকাল থেকে কি খোঁজই না খুঁজেছি এ রুমালটাকে! কোথায় পেলেন স্যার এটা? কি করে এল এখানে?"

বিরক্তিকুঞ্চিত মুখে প্রশান্ত বলিল, "আমাকে প্রশ্ন কর না তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। এ রুমাল যে তোমার, তা ত জানতে পারলাম; দোতলার বারান্দায় এ রুমাল পড়ে ছিল কেন?"

প্রশান্তর কথা শুনিয়া প্রথমে অবনীশের মুখমণ্ডলে বিমূঢ়তার একটা কৃত্রিম ছায়া দেখা দিল, তৎপরে ধীরে ধীরে অতি ক্ষীণ হাস্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মৃদুকণ্ঠে সে বলিল, "এই জন্যেই বলে স্যার, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। ভেবেছিলাম কথাটা গোপনেই রাখব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফাঁস হয়েই গেল! আশ্চর্য! ঐ বারান্দা ছাড়া রুমালটা ফেলবার আর দ্বিতীয় জায়গা খুঁজে পেলাম না!"

রোষকষায়িত নেত্রে চাপা গলায় তর্জন করিয়া প্রশান্ত বলিল,

"ডেঁপোমি তোমার রাখ! দোতলার বারান্দায় কেন গিয়েছিলে বল!"

অবনীশ বলিল, "দোতলার বারান্দায় যাই নি স্যার, দোতলার বারান্দা দিয়ে গিয়েছিলাম।"

"কোথায় গিয়েছিলে?"

বিনয়-নম্র কণ্ঠে অবনীশ বলিল, "ও কথা জিজ্ঞাসা করবেন না স্যার, ও কথা আমি বলতে পারব না।"

টেবিলের উপর মৃদুভাবে মুষ্টির আঘাত করিয়া দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ-পূর্বক প্রশান্ত বলিল, "কেমন বলতে পারবে না তা দেখাচ্ছি! না বললে এখনি তোমাকে পুলিশে হ্যাণ্ডওভার করব!"

মুখে বিহ্বলতার চিহ্ন পরিস্ফুট করিয়া অবনীশ বলিল, "দোহাই স্যার, ও কার্য করবেন না। তাতে আমার চেয়ে সুলেখা দেবীরই বেশি ক্ষতি হবে। কারণ, পুলিশের সামনে আমাকে বলতে হবে আমি সুলেখা দেবীর ঘরে গিয়েছিলাম। তারপর, সুলেখা দেবীকে জড়িত করে সমস্ত শহরে এমন একটা কুৎসা রটবে, যার জন্যে সুলেখা দেবী আপনাদের কাছে, আর আপনারা শহরের লোকের কাছে, মুখ দেখাতে পারবেন না।"

শুনিয়া একটা অপরিমেয় এবং অননুভূতপূর্ব গ্লানি এবং লজ্জায় প্রশান্তর মন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। বারান্দায় রুমালখানা কুড়াইয়া পাওয়া পর্যন্ত তাহার মনে এমনি একটা মলিন সংশয় কাঁটার মত সর্বক্ষণ বিঁধিয়া ছিল, কিন্তু সেই সংশয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য আশ্বাসের যে কণিকাটুকু আলগাভাবে লাগিয়া ছিল তাহাও যখন একেবারে নিঃশেষে খসিয়া গেল, তখন তাহার মত সংযতচিত্ত সহনশীল ব্যক্তিও একটা রূঢ় আঘাতের তাড়নায় ক্ষণকালের জন্য বলিবার মত কোনো কথা খুঁজিয়া পাইল না।

প্রশান্তর মনের এই অবস্থাটি যথার্থভাবে উপলব্ধি করিয়া অবনীশ

যত না দুঃখিত হইল প্রশান্তর জন্য, ততোধিক হইল সুলেখার কথা ভাবিয়া। অলীক এবং ক্ষণস্থায়ী হইলেও, যে ঘৃণিত অপযশের কালিমা হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিবার জন্য সুলেখা অত ব্যগ্রতা দেখাইয়াছিল, স্বামী হইয়া সে স্বহস্তে সেই কালিমার দ্বারা তাহাকে মলিন করিয়াছে। একটা অনির্দেয় করুণায় ঈষৎ বিগলিত হইয়া কতকটা ক্ষতিপূরণস্বরূপ সে বলিল, "কিন্তু এ বিষয়ে সুলেখা দেবীর কোন দোষ নেই স্যার, দোষ যদি কারো থাকে ত আমার। আপনি বিচার করে আমাকে যদি দোষী সাব্যস্ত করেন, তা হলে যে দণ্ড আমাকে দেবেন, তাই আমি মাথা পেতে নিতে রাজি আছি। কিন্তু সুলেখা দেবী নির্দোষ। আমি যখন তাঁর ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম, তখন তাঁর অবস্থা কতকটা সাপের ছুঁচো গেলার মত হয়েছিল। জোর করে ঘর থেকে আমাকে বার করে দিতেও ভয় পান, আবার ঘরের মধ্যে বেশীক্ষণ রাখতেও সাহস পান না।"

ক্রুদ্ধ গভীর কণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "তুমি যে তোমাকে ছুঁচোর সঙ্গে তুলনা করেছ, সেটা ঠিকই করেছ। তুমি একটা অতিশয় নোংরা ছুঁচো!"

চকিত হইয়া অবনীশ বলিল, "আমি যদি আমাকে ছুঁচোর সঙ্গে তুলনা করে থাকি, তা হলে ত আপনার শালীকেও আমি সাপের সঙ্গে তুলনা করেছি। আপনি কি বলতে চান স্যার, আপনার শালী একটি বিষধর কেউটে ?"

তপ্ত কণ্ঠে প্রশান্ত কহিল, "চুপ করে থাক অসভ্য কোথাকার! সুলেখার ঘরে কেন গিয়েছিলে তা বল।"

ঈষৎ উদ্ধত স্বরে অবনীশ বলিল, "একটা পরামর্শের জন্যে।"

"কিসের পরামর্শ ?"

অবনীশ বলিল, "যখন এত কথাই বললাম, তখন বাকিটুকুও স্পষ্ট করেই বলি। এ রকম ড্রাইভারের কাজ নিয়ে এমন করে একা একা

থাকতে আর আমার একটুও ভাল লাগছে না। আমার মন খারাপ হয়ে গেছে স্যার! একাই যদি থাকব, তা হলে বিয়ে করলাম কিসের জন্যে বলুন? এবার যদি আপনার এখানে কখনো আসি তা হলে আর একা না এসে দুজনে আসব। আমি এখান থেকে চলে যাব স্যার। হরিপদবাবুর আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব, না, তার আগেই চলে যাব, সেই পরামর্শের জন্যে সুলেখা দেবীর ঘরে গিয়েছিলাম।"

রুক্ষ বিদ্রূপাত্মক স্বরে প্রশান্ত বলিল, "এ পরামর্শের জন্যে সুলেখা দেবী ছাড়া আর তুমি লোক খুঁজে পেলে না?"

দুঃখার্ত কণ্ঠে অবনীশ বলিল, "তাঁর চেয়ে আপনার আর এখানে কে আমার আছে, তা ত দেখতে পাইনে। আর-সকলেই ত প্রতিপক্ষ। একমাত্র তিনিই যা একটু দয়াদাক্ষিণ্য করেন। কাল রাত্রেও আমার প্রতি যথেষ্ট সদয় ব্যবহার করেছেন।"

প্রশান্তর দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। এই কদর্য কুৎসিত ব্যাপারে অবনীশের সহিত আর অধিক আলোচনা করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। তীক্ষ্নকণ্ঠে বলিল, "কাল রাত্রে তোমার গর্হিত আচরণের জন্যে আমি তোমার পাঁচ টাকা জরিমানা করলাম।"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে প্রশান্তর দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবনীশ বলিল, "আপনি যখন মনিব, তখন আপনার আদেশ মান্‌তে আমি বাধ্য।" তারপর পকেট হইতে মানিব্যাগ বাহির করিয়া একটা পাঁচ টাকার নোট প্রশান্তর সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "নিন্,—রসিদ কাটুন।"

"কিসের রসিদ?"

"জরিমানার।"

নোটখানা অবনীশের দিকে সজোরে ঠেলিয়া দিয়া প্রশান্ত বলিল, "জরিমানা তোমার মাইনে থেকে কাটা যাবে।"

পুনরায় নোটখানা প্রশান্তর দিকে ঠেলিয়া দিয়া অবনীশ বলিল,

"আজ্ঞে না, তা হবে না। আপনি মনিব, একশ বার জরিমানা করুন, একশ বার জরিমানা দেবো। কিন্তু মাইনেতে হাত দিতে দেব না। মাইনে আমার অটুট থাকবে।"

নোটখানা সজোরে ভূমিতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া প্রশান্ত চিৎকার করিয়া উঠিল, "তুমি দূর হও আমার সমুখ থেকে!"

ধীরে ধীরে নোটখানা তুলিয়া লইয়া মনিব্যাগে পুরিয়া অবনীশ বলিল, "আজই পাঁচ টাকা আপনার নামে মনি-অর্ডার করব। তা হলে রসিদ কাটাও আপনার বাকি থাকবে না।"

প্রশান্ত বলিল, "শোন। হরিপদবাবু আসা পর্যন্ত এ দুদিন তুমি ইচ্ছে করলে আমার বাড়িতে থাকতে পার, কিন্তু আমার এ বিল্ডিং-এর সিঁড়ি মাড়াবে না। বুঝলে?"

অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, জলের মত।"

"আচ্ছা, যাও।"

"আচ্ছা, আসি।"

নত হইয়া প্রশান্তকে অভিবাদন করিয়া অবনীশ ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

উনিশ

একতলার দক্ষিণ দিকের বারান্দায় দুইখানা হেলান চেয়ারে পাশাপাশি বসিয়া দেহের নিম্নাংশ রৌদ্রে প্রসারিত করিয়া দিয়া লাবণ্য ও সুলেখা রোদ পোহাইতেছিল।

উভয়ের মধ্যে কাহারও মনের সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থা ছিল না বলিয়া পরস্পর কথাবার্তাও বিশেষ কিছু হইতেছিল না। দুইজনেরই মন পরিপূর্ণ হইয়া ছিল অবনীশের কথা লইয়া একটা প্রবল ঔৎসুক্যে।

কিন্তু সেই ঔৎসুক্যের সহিত মিশ্রিত ছিল—লাবণ্যর মনে প্রধানত উদ্বেগ, এবং সুলেখার মনে প্রধানত কৌতুক।

অবনীশের রুমাল যে যথাবাঞ্ছিত কার্য করিতে সমর্থ হইয়াছে, লাবণ্যর স্তব্ধ-গভীর ভাব হইতে সুলেখা তাহা নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিয়াছিল। কিন্তু অপর দিক হইতে তদ্বিষয়ে কোন কথা উঠিবার ক্ষণ পর্যন্ত নির্বাক থাকিলে অপর পক্ষের মনে সংশয় এবং অশান্তি গাঢ়তর হইবার যুক্তিলাভ করিবে ভাবিয়া গতরাত্রের ঘটনা সম্বন্ধে সে নিজের দিক হইতে কোন কথাই উত্থাপিত করিতেছিল না।

লাবণ্যও স্বামীর নিষেধ-বাক্য স্মরণ করিয়া সঠিক কিছু জানিবার পূর্বে এ বিষয়ে সুলেখাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিল না। অথচ মনের মধ্যে এই দুঃসহ ঔৎসুক্য বহন করিয়া দীর্ঘকাল সুলেখার পাশে শান্ত হইয়া বসিয়া থাকিবার উপযুক্ত ধৈর্যেরও তাহার অভাব ছিল। তাই সুলেখার দিক হইতে কথাটা উঠাইবার একটা সম্ভাবনা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে সে বলিল, "গৌরহরির মতো একটা অত্যন্ত বদলোককে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দাদা অতিশয় গোলযোগের সৃষ্টি করেছেন।"

লাবণ্যর মনে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে মুখে উদ্বেগের স্পষ্ট চিহ্ন পরিস্ফুট করিয়া সুলেখা বলিল, "আবার কি হল দিদি?"

বিরক্তিমিশ্রিত স্বরে লাবণ্য বলিল, "কেন, তুই কি কিছু জানিসনে সুলেখা?" বলিয়া এই তথ্যনিষ্কাশক প্রশ্নের উত্তরে সুলেখা কি বলে শুনিবার জন্য তীক্ষ্ণনেত্রে তাহার দিক চাহিয়া রহিল।

ক্ষণকাল নীরবে অবস্থান করিয়া লাবণ্যর প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া মৃদুকণ্ঠে সুলেখা বলিল, "দাদা ত দুদিন পরে আসছেন, তিনি এলে যা ভাল মনে হয় কোরো।"

"কিন্তু তার আগে এ দুদিন?"

"এ দুদিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে—এর মধ্যে সে আর এমন কি কাণ্ড করবে।"

লাবণ্য বলিল, "দুদিন ত দুদিন, দুষ্টু লোকে দু ঘণ্টাতেই কাণ্ড করতে পারে।"

সুলেখা বলিল, "তুমি কি ওকে সেইরকম দুষ্টু মনে কর?"

দৃঢ়কণ্ঠে লাবণ্য বলিল, "নিশ্চয় করি। তুই করিসনে না কি?"

গতরাত্রের কথা স্মরণ করিয়া সুলেখা মনে মনে বলিল, আমিও করি। তাহার পর মুখ নাড়িয়া এক দিকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া বলিল, "ঐ তোমার দুষ্টু লোক আসছে।"

ইমারতের ধারে ধারে সাদা ঘুটিং-এর অপ্রশস্ত রাস্তা। লাবণ্য চাহিয়া দেখিল, সেই রাস্তা ধরিয়া অবনীশ তাহাদের দিকে আসিতেছে।

নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া অবনীশ নত হইয়া দুইবারে দুইজনকে অভিবাদন করিল; তাহার পর দক্ষিণ হস্তখানা শূন্যে উল্টাইয়া দিয়া মৃদু অস্পষ্ট কণ্ঠে বলিল, "চাকরি হয়ে গেল!"

অবনীশের কথা লাবণ্য বুঝিতে পারিল না, বিরক্তিকুঞ্চিত মুখে বলিল, "কি বলছ?"

"বলছি, তার ওপর এই জরিমানা!" বলিয়া অবনীশ দক্ষিণ হস্তের পঞ্চাঙ্গুলি বিসারিত করিয়া দেখাইল।

অবনীশের স্বেচ্ছাজড়িত এ কথাও লাবণ্য ঠিক বুঝিতে পারিল না; শুধু 'জরিমানা' শব্দের শেষার্ধটুকু শুনিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি মানা?"

অবনীশ বলিল, "সিঁড়ি মাড়াতে মানা।"

বিরক্ত হইয়া লাবণ্য বলিল, "ও রকম করে আস্তে আস্তে জড়িয়ে জড়িয়ে বলছ কেন? জোরে স্পষ্ট করে বল।"

আরও একটু নিকটে সরিয়া আসিয়া অনেকটা স্পষ্ট কণ্ঠে অবনীশ বলিল, "জোরে বললে সায়েব শুনতে পাবেন। বারান্দার উপরে গিয়ে বলব মেমসায়েব?"

বিরক্তি, ক্রোধ এবং কৌতূহল—তিনিই লাবণ্যর মনে উদগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু জয় হইল কৌতূহলেরই; ঈষৎ কঠোর কণ্ঠে সে বলিল, "এস।"

অনুমতি পাইবামাত্র ফুলগাছের টব ডিঙ্গাইয়া অবনীশ এক লম্ফে বারান্দার উপর উঠিয়া পড়িল, তাহার পর মুহূর্তের মধ্যে রেলিং টপকাইয়া লাবণ্য ও সুলেখার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

আসিবার ক্ষিপ্রগতি এবং অদ্ভুত পথ দেখিয়া লাবণ্য চমকিয়া উঠিল; বিস্মিতকণ্ঠে সে বলিল, "এ কি! পাশে সিঁড়ি থাকতে এমন লাফালাফি করে এলে কেন?"

অবনীশ বলিল, "বললাম ত এ বাড়ির সিঁড়ি মাড়াতে সায়েব আমাকে মানা করেছেন। চাকরি ত গেছেই, উপরন্তু পাঁচ টাকা জরিমানা হয়েছে।"

জরিমানার কথা শুনিয়া ভয়ে লাবণ্যর মুখ শুকাইল; নিরুদ্ধশ্বাসে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

অবনীশ বলিল, "কাল রাত্রে দোতলায় সুলেখা দেবীর ঘরে গিয়েছিলাম বলে। চলে আসবার সময়ে তাড়াতাড়িতে আমার নাম-লেখা একটা রুমাল বারান্দায় ফেলে এসেছিলাম। সেইটে সায়েব কুড়িয়ে পাওয়াতেই যত গোলমালের সৃষ্টি।"

অবনীশের কথা শুনিয়া ঘৃণায়, লজ্জায় এবং ক্রোধে লাবণ্যর অন্তরিন্দ্রিয় পর্যন্ত মথিত হইয়া উঠিল। তীক্ষ্ণ প্রদীপ্ত স্বরে সে বলিল, "কেন গিয়েছিলে তুমি সুলেখার ঘরে? কেন গিয়েছিলে বল!"

অবনীশ বলিল, "কেন গিয়েছিলাম, সে কথা আমি সবিস্তারে

সায়েবকে বলেছি, তাঁর কাছে আপনি সমস্ত শুনবেন। একই কথা দ্বিতীয়বার আপনাকে বলে কোন লাভ নেই মেমসায়েব।" তারপর, "ঐ রে! সায়েব এদিকে আসছেন। আমাকে এখানে দেখলে আর আস্ত রাখবেন না!" বলিয়া যে-পথে আসিয়াছিল, সেই পথ দিয়াই টপকাইয়া লাফাইয়া ডিঙাইয়া চলিয়া গেল।

লাবণ্য ও সুলেখা কিন্তু প্রশান্তকে দেখিতে পাইল না। হয় ত সে আসিতে আসিতে কোনো কারণবশত ফিরিয়া গিয়া থাকিবে; কিম্বা হয়ত প্রশান্তর আগমনের ছল করিয়াই অবনীশ তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল।

সুলেখার প্রতি অপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্মিত বিরক্তকণ্ঠে লাবণ্য বলিল, "কি কাণ্ড সুলেখা! গৌরহরি যা বলে গেল তা সত্যি?"

শান্তকণ্ঠে সুলেখা বলিল, "সত্যি।"

"ছি, ছি! কি লজ্জার কথা! কেন সে তোর ঘরে গিয়েছিল শুনি?"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া সুলেখা বলিল, "শুনলে ত গৌর-হরিবাবু জামাইবাবুকে সমস্ত কথা বলেছেন,—জামাইবাবুর কাছ থেকেই সব শুনো।"

সুলেখার উত্তর শুনিয়া লাবণ্য যৎপরোনাস্তি অসন্তুষ্ট হইল। বিরক্তি-তিক্ত কণ্ঠে সে বলিল, "এ কথা আমাকে এমন করে বলতে তোর লজ্জা হল না সুলেখা? গৌরহরি বলে গেল সায়েবের কাছ থেকে সব কথা শুনবেন; তুই বলছিস, জামাইবাবুর কাছ থেকে সব কথা শুনো;—কেন বল দেখি, গৌরহরির সঙ্গে তোর একসুরের এ উত্তুর?—তা হলে কি বুঝতে হবে, গৌরহরি আর তুই একই দলের লোক?"

লাবণ্যর কঠোর মন্তব্য শুনিয়া একটা অনির্ণেয় অহিসাবী বাস্তব আঘাতে সুলেখা আহত হইল। গৌরহরি অবনীশ না হইলে যে পঙ্কিল

অবস্থার বিচারে লাবণ্যর ভর্ৎসনা সমীচীন হইত, নিমেষের জন্য অভিনয়ের কথা বিস্মৃত হইয়া সুলেখা সেই অবস্থার কল্পনা করিয়া তাহার গ্লানি আপনার মনের মধ্যে অনুভব করিল। কিন্তু পরক্ষণেই তন্দ্রাহত অভিনয়-চেতনাকে জাগ্রত করিয়া লইয়া সে বলিল, "একসুরের উত্তর হলেই যদি একদলের লোক হয়, তা হলে গৌরহরিবাবু আর আমি নিশ্চয় এক দলের লোক। কিন্তু তুমি কি এক-দলের লোক বলতে এর চেয়ে আরও বেশী কিছু বলবার চেষ্টা করছ?"

সুলেখার বিদ্রোহী মূর্তির অলীকতা উপলব্ধি না করিয়া ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া লাবণ্য বলিল, "আচ্ছা, সে কথা না-হয় পরে হবে, কিন্তু একটা কথা তুই আমাকে বলতে পারিস?"

সুলেখা বলিল, "কি কথা?"

"কাল রাত্রে গৌরহরিকে নিয়ে একটা যা-হয় ব্যাপার নিশ্চয় ঘটেছিল। রাত্রে সে কথা তুই আমাদের জানালিনে, আজ সকালে এ পর্যন্ত সে বিষয়ে একটি কথা বললিনে,—আচ্ছা, এর মানে কি বল্ দেখি?"

সুলেখা বলিল, "এর মানে এ-ও হতে পারে যে, সে কথাটা বলবার মত গুরুতর নয়।"

"গুরুতর যদি নয়, তা হলে সে কথা ওঠার পরও আমাকে না বলে সেটাকে গুরুতর করে তুলছিস কেন? তোর জামাইবাবুর মুখ থেকে শোনবার জন্যে আমাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে কিসের জন্যে?"

"বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না—ওই জামাইবাবু আসছেন।" বলিয়া সুলেখা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

লাবণ্য চাহিয়া দেখিল প্রশান্ত বারান্দা দিয়া তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। বলিল, "তা, তুই যাচ্ছিস কেন, তুইও এখানে থাক।"

প্রশান্ত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল। সুলেখা প্রশান্তকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "জামাইবাবু, কাল রাত্রের গৌরহরিবাবুর ঘটনাটা আপনি দিদিকে ভাল করে বলুন। দিদি শোনবার জন্তে ব্যস্ত হয়েছেন।"

সুলেখার কথা শুনিয়া বিস্মিতকণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "কেন, তুমি এ পর্যন্ত বলনি ?"

চলিয়া যাইতে যাইতে সুলেখা বলিল, "না।"

"তা তুমি যাচ্ছ কোথায় ? তুমিও বস না সুলেখা।"

পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সুলেখা বলিল, "আমার থাকবার তেমন দরকার আছে কি ?"

"আছে বৈ কি ?"

এক মুহূর্ত নীরবে চিন্তা করিয়া সুলেখা বলিল, "আচ্ছা, মিনিট দশেকের মধ্যে আসছি।" বলিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

কুড়ি

যথাসময়ে প্রশান্ত এবং লাবণ্যর নিকট ফিরিয়া আসিয়া সুলেখা একটা চেয়ারে উপবেশন করিল। তাহার পর প্রশান্তর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "দিদিকে সব কথা বলেছেন জামাইবাবু ?"

প্রশান্ত বলিল, "হ্যাঁ, বলেছি।"

"আমাকে বলবেন কিছু ?"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি ভাবিয়া লইয়া প্রশান্ত বলিল, "তোমাকে ? —তোমাকে শুধু এই কথাই বলতে চাই যে, তোমার প্রতি তোমার দিদির যা অনুযোগ, সেটা একেবারে অসার নয়।"

শান্তকণ্ঠে সুলেখা জিজ্ঞাসা করিল, "আমার প্রতি দিদির কি অনুযোগ ?"

প্রশান্ত বলিল, "তোমার দিদির অনুযোগ, কাল রাত্রেই গৌরহরির

কথা আমাদের না-হয় নাই জানিয়েছিলে, কিন্তু আজ সকালে উঠেই জানানো উচিত ছিল।"

সুলেখা বলিল, "ঠিক এই অনুযোগ ত আমারও আপনাদের বিরুদ্ধে থাকতে পারে জামাইবাবু?"

সুলেখার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া প্রশান্ত বলিল, "আমাদের বিরুদ্ধে তোমার কি অনুযোগ থাকতে পারে?"

সুলেখা বলিল, "আজ ভোরে দোতলার বারান্দায় আপনি যখন গৌরহরিবাবুর রুমাল কুড়িয়ে পেলেন তখনই না-হয় আমাকে সেকথা নাই জানিয়েছিলেন, কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের দুজনের মধ্যে কেউ আমাকে তা জানান নি কেন।"

প্রশান্তর মুখে আর্তভার একটা ক্ষীণ ছায়া দেখা দিল; লাবণ্যর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদু হাসিয়া সে বলিল, "শুনছ লাবণ্য, যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!" তাহার পরে সুলেখাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "শুধু তোমার কথা ভেবেই জানাই নি সুলেখা। ঘটনার সঙ্গে তোমার কোন যোগ না থাকলে অকারণে তোমার মনে কষ্ট দেওয়া হবে, এই কথা ভেবেই তোমাকে আগে জানাই নি।"

যুক্তকরে সুলেখা বলিল, "আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন জামাইবাবু, ঠিক সেই কারণে আমিও হয়ত আপনাদের জানাই নি। ব্যাপারটা হয়ত আমার এমন গুরুতর বলে মনে হয়নি, যার জন্যে অনর্থক একটা গোলযোগের সৃষ্টি করে আপনাদের বিব্রত করা উচিত হত। গৌর-হরিবাবু অবিবেচনার কাজ করছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্যায় আচরণ করেন নি।"

প্রশান্ত বলিল, "অবিবেচনার কাজও অন্যায় আচরণ সুলেখা। সাধারণ বিবেচনার বশে সকলেরই যে কাজ সঙ্গতে করবার কথা, তার বিপরীত কিছু করলে নিশ্চয় তা অন্যায় আচরণ হয়।"

সুলেখা বলিল, "গৌরহরিবাবুকে আপনার দণ্ড দেওয়াতে এখন তা বুঝতে পারছি।"

সুলেখার উত্তর শুনিয়া প্রশান্তর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। এই কি সেই শান্ত ভদ্র লজ্জাশীলা সুলেখা, যাহার মুখ দিয়া সহজে কথা পর্যন্ত বাহির হইত না। তবে কি এই ব্যাপারের মধ্যে সত্য-সত্যই একটা কলুষের সংস্রব আছে যাহার উগ্রতা তাহাকে এইরূপ উদ্ধত এবং মুখর করিয়া তুলিয়াছে! শীলতার লাঘব ঘটিলে স্ত্রীলোক প্রগলভা হয়, সে-কথা প্রশান্ত ভাল করিয়াই জানে। সমস্ত ব্যাপারটা দুর্ভেদ্য রহস্যে আবৃত বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল।

এবার কথা কহিল লাবণ্য। ঈষৎ রুষ্টকণ্ঠে সে বলিল, "কেন, দণ্ড দেওয়াটা অন্যায় হয়েছে বলে তোর মনে হচ্ছে না-কি?"

এ কথায় সুলেখা কোন উত্তর দেওয়ার পূর্বে প্রশান্ত কথা কহিল। বলিল, "এখনো যদি আলোচনার কিছু বাকি থাকে সুলেখা, তার মধ্যে কিন্তু আমার আর স্থান নেই। আমার কাজ আছে, আমি চললাম।" বলিয়া যেদিক হইতে আসিয়াছিল সেই দিকেই প্রস্থান করিল।

"আমার অবশ্য কাজ নেই, কিন্তু আমিও চললাম।" বলিয়া সুলেখাও উঠিয়া গেল।

লাবণ্য তাহার উদ্বিগ্ন ভারাক্রান্ত মন লইয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত সে স্থান ছাড়িয়া যাইতে পারিল না, জড় বস্তুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল।

একুশ

দ্বিপ্রহরে আহারের পর সুলেখা তাহার শয়ন কক্ষে শয্যার উপর শুইয়া সেদিনকার দৈনিক সংবাদপত্রখানা পড়িতেছিল, এমন সময়ে লাবণ্য কক্ষে প্রবেশ করিল। একবার অপাঙ্গে লাবণ্যর প্রতি দৃষ্টি

নিক্ষেপ করিয়া সুলেখা যেমন খবরের কাগজ পড়িতেছিল তেমনই পড়িতে লাগিল।

সুলেখার পালঙ্কের নিকট একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া লাবণ্য উপবেশন করিল। তাহার পর অবান্তর কথোপকথনের ভূমিকায় সময় নষ্ট না করিয়া যে কথার আলোচনা করিতে আসিয়াছিল একেবারে সোজাসুজি তাহার অবতারণা করিয়া বলিল, "তোর জামাইবাবুর ওপর তুই রাগ করেছিস সুলেখা ?"

খবরের কাগজখানা নিজের বাম পার্শ্বে স্থাপন করিয়া লাবণ্যর দিকে চাহিয়া দেখিয়া সুলেখা বলিল, "আজ সকালের কথাবার্তার জন্যে ?"

"হ্যা ?"

সুলেখা বলিল, "সকালের কথাবার্তার জন্যে জামাইবাবুরই ত আমার ওপর রাগ করবার কথা।"

লাবণ্য বলিল, "সে কথাও মিছে নয়। আচ্ছা, কোনো দিন ত ওঁর সঙ্গে ও-রকম করে কথা কসনে, আজ কইলি কেন ?"

দুঃখিতকণ্ঠে সুলেখা বলিল, "কি জানি দিদি, কয়েকদিন থেকে মনটা কেমন খিঁচড়ে গেছে, মেজাজটাও গেছে বিগড়ে। কিছু ভাল লাগে না।"

লাবণ্য বলিল, "অবনীশের জন্যে মন কেমন করে বুঝি ?"

সুলেখা বলিল, "কিছু ভাল না লাগা যদি মন কেমন করা হয়, তাহলে করে।" বলিয়া সামান্য একটু হাসিল।

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া লাবণ্য বলিল, "তা-ও ত ওদের আসা আবার পাঁচ ছয় দিন পেছিয়ে গেল।"

আগ্রহ সহকারে সুলেখা বলিল, "কেন ?"

"আজ আবার দাদার চিঠি এসেছে, কি একটা নতুন কাজ এসে পড়ায় তাঁর রওনা হতে পাঁচ ছ দিন দেরি হবে।"

লাবণ্যর কথা শুনিয়া কপট আনন্দের প্রভায় মুখমণ্ডল উৎফুল্ল করিয়া সুলেখা বলিল, "তা, কাজ পড়লে কি ক'রে আর আসবেন বল।"

লাবণ্য মনে করিয়াছিল, এ কথা শুনিয়া সুলেখা যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইবে, কিন্তু তৎপরিবর্তে তাহার মুখে প্রসন্নতার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখিয়া বিস্মিত হইল; বলিল, "অবনীশ বোধ হয় দাদার জন্যে আর অপেক্ষা না করে পরশুই এসে পড়বে।"

সুলেখা বলিল, "না, তা কখনো আসবেন না। যখন আসবেন, দু-জনে একসঙ্গেই আসবেন।"

তারপর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া বলিল, "তাহলে ত গৌরহরিবাবু আরও পাঁচ ছয় দিন থেকে যাবেন দিদি ?"

লাবণ্য বলিল, "না, গৌরহরিকে উনি কালকেই মাইনে চুকিয়ে বিদেয় করবেন।"

এ কথা শুনিয়া নিমেষের মধ্যে সুলেখার মুখ হইতে আনন্দের সমস্ত দীপ্তিটুকু অপসৃত হইল; মুখের মধ্যে অপ্রসন্নতার ঘন ছায়া বিস্তার করিয়া সে বলিল, "এটা কিন্তু ভাল হবে না। দাদা যখন তাঁকে পাঠিয়েছেন, দাদার আসা পর্যন্ত তাঁকে রাখা উচিত।"

মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া লাবণ্য বলিল, "দেখ্ সুলেখা, তোর এই গৌরহরির পক্ষ অবলম্বন করে কথা কওয়া আমার কিন্তু ভারি খারাপ লাগে। বিশেষত আজকে খুব বেশি রকম লাগছে।"

সুলেখা বলিল, "সে তুমি বড্ড বেশি নার্ভাস বলে।"

"আমি নার্ভাস ?"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সুলেখা বলিল, "ওমা, তুমি আবার নার্ভাস নও ? সে কথা আমি ভুলে গেছি না-কি। আমাদের বাড়ির পূব দিকের বাড়িতে ছোটো ছেলের অসুখ হলে, পাছে তার কান্নার শব্দ

কানে আসে, সেই ভয়ে তুমি পশ্চিমদিকের বাড়িতে পালিয়ে গিয়ে বসে থাকতে।”

“সে আর এ এক হল ?”

“এক।”

এ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া লাবণ্য বলিল, “শোন্ সুলেখা, মা নেই ; আমি তোর বড় বোন, মার মতো। তোরই ভালর জন্যে আমি গোটা-কয়েক কথা তোকে জিজ্ঞাসা করব। ঠিক ঠিক উত্তর দিবি কি-না বল ?”

সুলেখা বলিল, “ঠিক ঠিক উত্তর না দেবার কি কারণ থাকতে পারে ? নিশ্চয় দেবো। কি কথা, বল ?”

এমন সময়ে ঘরে প্রবেশ করিল দীপালি। লাবণ্যর নিকট উপস্থিত হইয়া সে বলিল, “মা, বাবা তোমাকে বাইরের ঘরে ডাকছেন।”

“কেন রে ?”

“তা জানিনে।”

দীপালি প্রস্থান করিলে সুলেখা বলিল, “কি কথা বলো।”

লাবণ্য বলিল, “বিয়ের আগে গৌরহরির সঙ্গে তোর জানাশোনা ছিল ?”

সুলেখা বলিল, “জানাশোনা বলতে তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছ, তা ত বুঝতে পারছি নে।”

লাবণ্য বলিল, “এই আলাপ-পরিচয় আর কি ?”

একটু ভাবিবার লক্ষণ দেখাইয়া সুলেখা বলিল, “তেমন বেশি নয়,—সামান্য।”

“আর, আর—”

লাবণ্যর ইতস্তত ভাবে অধীর হইবার ভান করিয়া সুলেখা বলিল, “আর কি, বল না ?”

লাবণ্য ভাবিল, আর অধিক গৌরচন্দ্রিকা না করিয়া একেবারে চরম প্রশ্নে উপনীত হওয়াই বাঞ্ছনীয়, বিশেষত ও-দিক হইতে যখন প্রশান্তর তলব আসিয়াছে। খানিকটা আগাইয়া গিয়া দুই হাত দিয়া সুলেখার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া ধরিয়া সানুনয় কণ্ঠে সে বলিল, "শোন সুলেখা, লক্ষ্মী ভাই সত্যি করে বল, আমার মাথা খাস মিথ্যে বলিস নে,—গৌরহরিকে, গৌরহরিকে কি তুই ইয়ে করেছিলি ?"

লাবণ্যর মুষ্টি হইতে নিজের হস্ত সজোরে ছিনাইয়া লইয়া গম্ভীর মুখে সুলেখা বলিল, "না দিদি, এ-সব কথা আমাকে তুমি জিজ্ঞাসা কোরো না ; এ-সব কথার উত্তরও আমি তোমাকে দেবো না। যদি বলি, গৌরহরিবাবুকে আমি ইয়ে করেছিলাম, তুমি রাগ করবে ; যদি বলি ইয়ে করি নি, তুমি বিশ্বাস করবে না। তার চেয়ে আমার কথা শোনো, কাল আর গৌরহরিবাবুকে তুমি ইয়ে কোরো না, দাদারা এলে তারপরই কোরো। জামাইবাবু ডাকছেন, এখন তুমি যাও।"

"খুব ধিঙ্গি মেয়ে হয়েছিস যা হোক !" বলিয়া সুলেখার উপর ক্রুদ্ধ কটাক্ষপাত করিয়া লাবণ্য প্রস্থান করিল। যাইতে যাইতে মনে মনে বলিল, কেমন না গৌরহরিকে কাল বিদেয় করি, তা দেখছি। যা বুঝলাম তাতে আর একদিনও রাখা নয় !

লাবণ্য প্রস্থান করিলে সুলেখা মনে মনে বলিল, আজ সমস্ত রাত্রি জেগে বসে কাটাতে হবে ত। সুতরাং খানিকটা বেশ করে ঘুমিয়ে নেওয়া যাক্। তাহার পর ভাল করিয়া গায়ে লেপ দিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল।

বৈকালে ফুলবাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে সুলেখা মাঝে মাঝে দুই-একটা ফুল তুলিতেছিল। একটা সাঙ্কেতিক গোলাপ গাছের নিকট উপস্থিত হইয়া গোটা দুই গোলাপ ফুল তুলিল ; তাহার পর বিশেষভাবে

একটু লক্ষ্য করিয়া পশ্চিমদিকের একটা শাখার অন্তরাল হইতে একটা ক্ষুদ্র চিঠি বাহির করিয়া লইল। বলা বাহুল্য, চিঠি অবনীশের। এই গোলাপ গাছটিই ছিল অবনীশ ও সুলেখার চিঠি লইবার এবং চিঠি ফেলিবার ডাকঘর।

ঘরে ফিরিয়া গিয়া সুলেখা অবনীশের চিঠি পড়িয়া দেখিল। চিঠিতে লেখা ছিল,—'কাল রাত্রের পরামর্শ অনুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছি। রাত্রি পৌনে চারটের সময় গেটে উপস্থিত হলে দেখবে তোমার জন্যে গেট খোলা আছে। গেট অতিক্রম করলেই আমার এলাকায় পড়ে নিশ্চিন্ত হবে। মেমসায়েবকে চিঠি লিখে আসতে ভুলো না।'

দৈবাৎ চিঠিখানা অপর পক্ষের হস্তগত হইলেও প্লট শিথিল হইতে পারিবে না, সেই উদ্দেশ্যে অবনীশ 'দিদি' না লিখিয়া 'মেমসায়েব' লিখিয়াছে।

মাথা ধরার ছল করিয়া সুলেখা সন্ধ্যা হইতে আহারের সময় পর্যন্ত আর এক পর্ব ঘুমাইয়া লইল। তাহার পর রাত্রি দশটার সময় শয়নকক্ষের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া প্রথমে লাবণ্যকে একটি পত্র লিখিল। পত্র লেখা শেষ হইলে তাহা লেফাফায় ভরিয়া লেফাফার উপর লাবণ্যর নাম লিখিয়া টেবিলের উপর এমনভাবে রাখিয়া দিল, যাহাতে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই সকল ব্যবস্থা শেষ হইলে একটা ইংরেজী উপন্যাস খুলিয়া সে রাত্রি সাড়ে তিনটা পর্যন্ত খাড়া হইয়া বসিয়া কাটাইল। তাহার পর সমস্ত দেহ একটা গরম ফার-ক্লোকে আবৃত করিয়া একটা ছোট সুটকেস হাতে লইয়া যখন সে অতি সন্তর্পণে গেটে উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি ঠিক পৌনে চারটা।

গেট খোলা ছিল, অল্প ঠেলিতেই খুলিয়া গেল। গেট অতিক্রম

করিয়া সুলেখা দেখিল নিকটেই অবনীশ দাঁড়াইয়া আছে এবং অদূরে একটা ট্যাক্সি তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

ট্যাক্সিতে আরোহণ করিয়া সুলেখা বলিল, "স্টেশনে পৌছে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না ত?"

অবনীশ বলিল, "না। আমরা পৌছবার মিনিট দশেক পরেই তুফান মেল এসে পড়বে।"

"কানপুরে কখন পৌছব?"

"সকাল সাড়ে সাতটার সময়ে।"

"তারপরে?"

"তারপরে কানপুর হোটেলের একটি নিভৃত কামরায় বিরহপাপমুক্ত স্বামী-স্ত্রী মহা উল্লাসে তাদের দিন পাঁচ-সাতের সংসার পাতবে। এবার থেকে আবার আমরা স্বামী-স্ত্রী হলাম সুলেখা।"

সুলেখা বলিল, "আমি কিন্তু মাঝে মাঝে তোমাকে গৌরহরিবাবু বলে ডাকব।"

বিস্ময়চকিত কণ্ঠে অবনীশ বলিল, "বল কি গো! তার উত্তরে আমি তোমাকে কি বলব শুনি?"

"তুমি বলবে, আদেশ করুন সুলেখা দেবী।" বলিয়া সুলেখা ধীরে ধীরে অবনীশের পিছন দিক দিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া দিল।

বাইশ

বেলা তখন সাড়ে সাতটা। লাবণ্য ভোজনকক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিল যথারীতি চা ও খাবারের ব্যবস্থা প্রস্তুত হইয়াছে; জয়ন্ত এবং দীপালিও আসিয়া নিজ নিজ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে; কিন্তু সুলেখা তখনো আসে নাই। প্রত্যহ দীপালিকে সঙ্গে লইয়া সুলেখাই

সর্বপ্রথম আসিয়া হাজির হয়; তাহার পর জয়ন্ত এবং লাবণ্য উপস্থিত হইলে প্রশান্তর নিকট তলব যায়। মোটের উপর, সাড়ে সাতটা অথবা তাহার দু-চার মিনিটের মধ্যেই সকলে আসিয়া জমে।

লাবণ্য দীপালিকে বলিল, "কই দীপু, আজ তোমার মাসিমাকে কোথায় ফেলে এলে?"

দীপালি বলিল, "কি জানি মা, মাসিমাকে দেখতে পেলাম না। ঘরেও নেই, বাথরুমেও নেই।"

লাবণ্য বলিল, "ঘরেও নেই, বাথরুমেও নেই, তবে গেল কোথায়? তাহলে বোধ হয় ফুলবাগানে বেড়াচ্ছে।"

জয়ন্ত বলিল, "বাগান থেকে মাসিমাকে ধরে আনব মা?"

লাবণ্য বলিল, "যাও, তাড়াতাড়ি এস।"

মিনিট পাঁচেক পরে ফিরিয়া আসিয়া জয়ন্ত বলিল, "মাসিমাকে কোথাও পেলাম না মা। বাগানেও না, বারান্দায়ও না, ছাতেও না।"

"ঘরে?"

"ঘরেও দেখে এসেছি, ঘরেও নেই।"

ঈষৎ চিন্তিতমুখে লাবণ্য বলিল, "কোথায় গেল তাহলে?"

তাহার পর হঠাৎ মনে পড়িল গৌরহরির কথা। গৌরহরিকে লইয়া একটা অস্বস্তি তাহার মনের মধ্যে সর্বদাই লাগিয়া আছে। সেইজন্য সুলেখা সংক্রান্ত কোনো চিন্তা গৌরহরিকে জড়িত করিয়া দুশ্চিন্তায় পরিণত হইতে বেশি বিলম্ব হয় না। মনে হইল গৌরহরির ঘরের দিকে সুলেখা যায় নাই ত!

কিন্তু চাকর-বাকরদের দ্বারা এ কথার অনুসন্ধান করা চলে না; এমন কি, জয়ন্ত-দীপালির দ্বারাও নহে। অথচ এরূপ সংশয় মনের মধ্যে প্রবেশ করিবার পর নিশ্চিন্ত হইয়া অপেক্ষা করাও কঠিন। সেইজন্য

সুলেখার নামের কোন উল্লেখ না করিয়া লাবণ্য বলিল, "যাও ত জয়ন্ত, দেখে এস ত বাবা, গৌরহরি কোথায় আছে, আর কি করছে।"

সকৌতূহলে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা? কোথাও বেড়াতে যাবে না কি?"

লাবণ্য বলিল, "তা যেতেও পারি। যাও, দেখে এস।"

অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া জয়ন্ত বলিল, "গৌরহরিবাবুকে দেখতে পেলাম না মা। ঘরেও নেই, গ্যারেজেও নেই।"

জয়ন্তর কথা শুনিয়া লাবণ্যর ললাট ঈষৎ কুঞ্চিত হইল; এক মুহূর্ত কি চিন্তা করিয়া সে বলিল, "গ্যারেজে গাড়ি আছে জয়ন্ত?"

"আছে।"

"দুটোই?"

জয়ন্ত বলিল, "হ্যাঁ মা দুটোই। দুটো গাড়ি বার করে জগধর সাফ করছে।"

জগধর সেই পূর্বোল্লিখিত ক্লীনার।

লাবণ্যর মুখমণ্ডল একটা মলিন ছায়ায় নিষ্প্রভ হইয়া গেল। টি-পটের গরম জলে চা ছাড়িয়া প্রশান্তকে ডাকিয়া দিবার জন্য সে একজন ভৃত্যকে আদেশ করিল।

প্রশান্ত আসিয়া তাহার নির্দিষ্ট চেয়ারে উপবেশন করিয়া সুলেখাকে না দেখিয়া বলিল, "কই, সুলেখা এখনও আসে নি যে?"

মৃদুকণ্ঠে লাবণ্য বলিল, "না। তার আসতে দেরী হবে।"

"কেন?"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া প্রশান্তর সম্মুখে চায়ের পেয়ালা স্থাপন করিয়া লাবণ্য প্রশান্তর পাশে নিজের চেয়ারে উপবেশন করিল।

উপস্থিত লাবণ্যকে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করা প্রশান্ত সমীচীন মনে করিল না। সে ভাবিল, গতকল্য সুলেখার সহিত যে অপ্রীতিকর

আলোচনার উদ্ভব হইয়াছিল, আজ প্রত্যুষেও হয়ত তাহা দুই ভগ্নীর মধ্যে পুনরায় কোন নূতন উগ্রতার সৃষ্টি করিয়া থাকিবে, তাই সুলেখা সকলের সহিত একত্রে চা-পান করিতে আসে নাই।

তাড়াতাড়ি কোনপ্রকারে চা-পান শেষ করিয়া লাবণ্য উঠিয়া পড়িল। তাহার পর প্রশান্তর দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমরা খাও, আমার একটু কাজ আছে।"

প্রশান্ত বলিল, "এ কি! সমস্তই পড়ে রইল যে। ভাল করে খেলে না কেন লাবণ্য!"

"খেতে কেমন ভাল লাগছে না।" বলিয়া লাবণ্য কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

একতলার যে স্নান-ঘর প্রত্যুষে সুলেখা প্রতিদিন ব্যবহার করে তথায় তাহার বাসি পরিত্যক্ত বস্ত্রাদি পড়িয়া আছে কি-না দেখিবার জন্য লাবণ্য স্নান-ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিল, নাই।

এত সকাল-সকাল পরিচারিকারা ছাড়া-কাপড় কাচিয়া শুকাইতে দেয় না; তথাপি, সুলেখার বস্ত্রাদি যে কাচিয়া শুকাইতে দেওয়া হয় নাই, কাপড় শুকাইবার স্থানে উপস্থিত হইয়া সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইল।

তাহার পর দোতলায় আরোহণ করিয়া তথাকার বাথরুমের দ্বারটা ঠেলিয়া ভিতরে কেহ নাই দেখিয়া সুলেখার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

দূর হইতেই টেবিলের উপরে রাখা সুলেখার চিঠিখানা দেখিতে পাইয়া লাবণ্য ক্ষিপ্রপদে আগাইয়া গিয়া সেটা তুলিয়া লইল। তাহার পর নিরুদ্ধশ্বাসে খাম ছিঁড়িয়া চিঠির প্রথম ছত্রের উপর দৃষ্টি দিয়াই সে আঁৎকাইয়া উঠিল। সুলেখা লিখিয়াছে—

শ্রীচরণেষু—

ভাই দিদি, তুমি যখন এ চিঠি পড়বে, তখন আমি তুফানবেগে

এলাহাবাদ ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছি। হয়ত বা তখন আমার তুফানগতি বিরাম লাভও করেছে। এমন কিছু দূরে যাচ্ছিনে ভাই, তোমাদের কাছাকাছিই থাকব।

তোমার মনে আছে কি না জানিনে, তুমি যখন বি-এ পড়তে, তখন পশ্চিমের এক শহর থেকে অমলা পাল নামে একটি ফুটফুটে মেয়ে এসে স্কুল ডিপার্টমেণ্টে আমাদের ক্লাসে ভর্তি হয়। ম্যাট্রিক পাশ করবার আগেই তার চেহারার জোরে এক ধনশালী পাত্রের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যায়। তারপর সে আর লেখাপড়া করে নি, কিন্তু আমার সঙ্গে সে বরাবর একটা ঘনিষ্ঠতা রেখে এসেছে।

পশ্চিমের সেই শহরে অমলার মামার গালার কারবার আছে। এই বড়দিনের সময়ে অমলা তার মামাত ভায়ের সঙ্গে কলকাতা থেকে মামার বাড়ি বেড়াতে এসেছে। আমি এলাহাবাদ আসব শুনে অমলা আসবার আগে আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে এসেছিল, যাতে আমি দিনকয়েকের জন্যে তার মামার বাড়ি বেড়াতে যাই। সেই মতো আমি অমলার নিমন্ত্রণ রাখতে তার মামার বাড়ি চলেছি।

তোমাদের না জানিয়ে আসবার প্রধান কারণ, জানালে তোমরা কখনই আমাকে আসতে দিতে না; বিশেষত, উপস্থিত আমাদের মধ্যে যে গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে, তার কথা ভেবে। অথচ, ঠিক সেই কারণেই আমি, অন্তত পাঁচ-ছয় দিনের জন্যে (অর্থাৎ যতদিন না দাদারা এলাহাবাদে আসছেন), এলাহাবাদ ত্যাগ করতে বাধ্য হলাম।

গত দিন-দুই থেকে কিছুই ভাল লাগছিল না ভাই। তার ছিঁড়ে গেলে সে যন্ত্র আর বাজাতে নেই। উপস্থিত আমার এলাহাবাদের তার ছিঁড়ে গেছে।

আমিও তোমাদের আর আনন্দ দিতে পারতাম না। তোমাদের

মনের মধ্যে একটা বেসুরোর মতোই হয়ে থাকতাম। সে রকম থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল, এ কথা তুমিও বোধ হয় স্বীকার করবে।

আর একটা কথা তুমি বেশ বিবেচনা করে দেখো। আজ দুপুর-বেলা আমার ঘরে এসে গৌরহরিবাবুর সম্বন্ধে তুমি যে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলে, তা শোনবার পর আর আমার এখানে থাকা উচিত নয়। যে সন্দেহ তুমি করেছিলে তা সত্যি হলে গৌরহরিবাবুর সান্নিধ্য থেকে আমার অবিলম্বে সরে যাওয়াই উচিত; মিথ্যা হলে, গৌরহরিবাবুর কাছাকাছি থেকে তাঁকে তোমাদের মনে সেই সন্দেহটা বাড়িয়ে তুলবার সুযোগ দিয়ে রাখা উচিত নয়। গৌরহরিবাবু অত্যন্ত অবুঝ আর খেয়ালী লোক। সিঁড়ি মাড়াতে বারণ আছে বলে যে-লোক গাছের টব টপকে লাফ দিয়ে একতলার বারান্দার উপর তোমার কাছে আসতে পারে, সে যদি আইভি গাছের লতা ধরে ঝুলতে ঝুলতে দোতলার বারান্দায় আমার কাছে হাজির হয়, তা হলে তুমিই আশ্চর্য হবে, না আমিই আশ্চর্য হব, তা বল?

রাত অনেক হল, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। আবার পাঁচটার আগে জেগে তৈরী হয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। সে সময়ে যদি গেট খোলা পাই তা হলেই ভাল, নইলে পুনর্মূষিক হয়ে আবার নিজের ঘরে ফিরে আসতে হবে।

তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো দিদি। সব কথা তোমাকে এখন বলবার সময় নেই, সব কথা তোমাকে বলাও যায় না। তুমি নিজে স্ত্রীলোক; স্ত্রীলোকের যে কত জ্বালা, সে কথা তোমাকে আমার বোঝাবার দরকার নেই। কত জিনিস আমাদের সহ্য করতে হয়; কত জিনিস উপেক্ষা করতে হয়, এমন কি, কত জিনিস আমাদের চেপে যেতে হয়, সে কথা শুধু আমরাই জানি।

জামাইবাবুর সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করে যাচ্ছি তা আমার মনের

মধ্যে কাঁটা হয়ে রইল। তিনি আমার ভগ্নীপতির বাড়া। তিনি আমার পরম আত্মীয় বড় ভাই। তোমার মারফৎ আর তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব না। আবার যেদিন তাঁর দর্শন পাবার সৌভাগ্য হবে, সেদিন নিজে থেকেই তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবো। কিন্তু এ আমি স্থির জানি, সে চাওয়া সেদিন নিরর্থক হবে এই জন্যে যে, আমার প্রতি তাঁর যে অপরিসীম স্নেহ আছে, তা আমার ক্ষমা চাওয়ার জন্যে কথনই অপেক্ষা করে থাকবে না, চাইবার আগেই আমাকে তা দিয়ে রাখবে।

তোমরা দুজনে আমার প্রণাম নিয়ো ; আর জয়ন্ত, দীপুকে আমার আশীর্বাদ জানিয়ো। ইতি—

তোমার ক্ষমাপ্রার্থিনী ভগ্নী
সুলেখা

চিঠি পড়া শেষ হইলে লাবণ্য ধীরে ধীরে সুলেখার শয্যার উপর বসিয়া পড়িল।

তখন তাহার দুই চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে

তেইশ

চা-পানের পর প্রশান্ত অফিস-ঘরে ফিরিয়া গিয়া প্রথমে অর্ধপঠিত সংবাদপত্রটা খুলিয়া বসিল। মিনিট পাঁচ সাত পরেই কিন্তু চায়ের টেবিলের লাবণ্যর স্তব্ধগভীর মূর্তির কথা ভাবিয়া সে মনের মধ্যে একটু অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল।

কাগজ পড়া স্থগিত রাখিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সে অবগত হইল, লাবণ্য দ্বিতলে গিয়াছে। দ্বিতলে প্রথমে সুলেখার ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দ্বারে ধীরে ধীরে টোকা মারিয়া ডাকিল, "সুলেখা, ঘরে আছো ?"

কক্ষের অভ্যন্তর হইতে লাবণ্যর কণ্ঠস্বর শুনা গেল, "ভেতরে এস।"

দ্বার ঠেলিয়া প্রশান্ত ভিতরে প্রবেশ করিল। সে মনে করিয়াছিল তথায় সুলেখাও নিশ্চয় আছে। কিন্তু তাহাকে না দেখিয়া ঈষৎ বিস্মিত হইয়া বলিল, "সুলেখা কোথায় লাবণ্য?" পরমুহূর্তে লাবণ্যকে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "একি লাবণ্য! তোমার চোখে জল কেন?—কি হয়েছে বল ত?"

মৌখিক কিছু না বলিয়া লাবণ্য সুলেখার চিঠিখানা প্রশান্তর দিকে আগাইয়া ধরিল।

ব্যস্ত হইয়া লাবণ্যর হস্ত হইতে চিঠিখানা লইয়া প্রশান্ত একটা চেয়ারে উপবেশন করিল; তাহার পর আদ্যোপান্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া গভীর ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "অন্যায়! ভারি অন্যায়! এমন ছেলেমানুষী সে কেন করলে! কিন্তু তুমি এর জন্যে এত উতলা হচ্ছ কেন লাবণ্য?—তোমার অপরাধ কোথায় বল? গৌরহরি সম্বন্ধে কি সন্দেহের কথা তুমি তাকে বলেছিলে তা আমি জানিনে, কিন্তু এ আমি নিশ্চয় জানি যে, যা-ই তুমি বলে থাক না কেন, সুলেখা তার নানা রকম অবিবেচনার আচরণের দ্বারা তোমাকে তা বলতে নিতান্তই বাধ্য করেছিল।"

স্বামীর প্রবোধ বাক্য শুনিয়া লাবণ্যর দুই চক্ষু হইতে ঝরঝর করিয়া এক রাশ অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

প্রশান্ত বলিল, "তা ছাড়া, তুমি তাকে যত রূঢ় কথাই বলে থাক না কেন, আমাকে না জানিয়ে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া তার উচিত হয়নি। সে ত শুধু তোমার কাছেই ছিল না লাবণ্য, আমার কাছেও ত ছিল।"

অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া আর্তকণ্ঠে লাবণ্য বলিল, "তোমার কাছেই ত

সে ছিল। ছি, ছি! কি লজ্জার কথা! যে কদর্য কাণ্ড সে করে গেল, তোমার কাছেই মুখ দেখাতে আমি লজ্জা পাচ্ছি, তা অন্য লোকদের কাছে কি করে দেখাব, বল!"

প্রশান্ত বলিল, "আমার কথা যা বলছ তা বাজে; অন্যলোকদের বিষয়েও কতকটা তাই। কিন্তু অবনীশ আসবার আগে সুলেখা যদি ফিরে না আসে তা হলে অবনীশের কাছে সত্যি-সত্যিই লজ্জায় পড়তে হবে। সে এসে যদি শোনে, শুধু আমাদের মত না নিয়েই নয়, আমাদের একেবারে না জানিয়ে, কোন্ অজানা শহরে অজানা পরিবারের মধ্যে সুলেখা একা বেড়াতে গেছে—তা হলে কতটা সহজ মনে সে কথা সে নিতে পারবে তা বলতে পারিনে;—কিন্তু এখানে এসে সুলেখাকে দেখতে না পেয়ে খুশি যে হবে না, তা নিশ্চয় বলতে পারি।"

লাবণ্য বলিল "কোনো পুরুষমানুষই স্ত্রীর, বিশেষত নতুন বিয়ে-করা স্ত্রীর, এতটা স্বেচ্ছাচারিতা উদারতার সঙ্গে নিতে পারে না। আর, সে উদারতার কোন মানেও নেই। তা ছাড়া, কি কৈফিয়ৎ তাকে তুমি দেবে বল দেখি? যে কথার জন্যে রাগ করে সে চলে গেছে, সে কথা তাকে বলা যায় না; আবার, যে চিঠি সে লিখে রেখে গেছে, সে চিঠিও তাকে দেখান যায় না। গৌরহরিকে জড়িত করে যে-ভাবে যে-কথাই তুমি বল না কেন, অবনীশের কানে তা কখনই ভাল লাগবে না।"

প্রশান্ত বলিল, "আমার মনে হচ্ছে লাবণ্য, গৌরহরিকে উপস্থিত বরখাস্ত করে বিদায় করাও ঠিক হবে না। সুলেখার বিয়েতে গৌরহরি অনেক কাজকর্ম করেছিল, সুতরাং অবনীশের তাকে জানা অসম্ভব নয়; তা ছাড়া, সে যে আমাদের এখানে চাকরি করতে এসেছে, সে কথাও হয় ত সে তোমার দাদার কাছে শুনে থাকবে, কিম্বা গাড়িতে

আসতে আসতে শুনবে। অবনীশ যদি এখানে এসে গৌরহরিকেও না দেখতে পায় তাহলে ব্যাপারটা তার কাছে হয়ত আরও একটু গুরুতর হয়ে দাঁড়াবে।"

প্রশান্তর কথা শুনিয়া ভয়ে লাবণ্যর মুখ শুকাইল। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সে বলিল, "দেখ, গৌরহরি আছে কি-না তা ঠিক বলতে পারিনে।"

চমকিত হইয়া প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় আছে কি-না বলতে পার না ?"

লাবণ্য বলিল, "আমাদের বাড়িতে : হয়ত বা এলাহাবাদে।"

"কি করে জানলে ?"

যে সন্দেহের বশবর্তিনী হইয়া লাবণ্য কিছু পূর্বে জয়ন্তকে দিয়া অবনীশকে অনুসন্ধান করাইয়াছিল, সমস্তই সে প্রশান্তকে বলিল।

শুনিয়া প্রশান্ত ক্ষণকাল নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল ; তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, স্নলেখা ক্রমশ ভাবিয়ে তুললে দেখছি ! গৌরহরিকে যদি খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে সত্যিসত্যিই স্নলেখা ভাবিয়ে তুলবে। অমলা পাল কোথায় থাকে জান ?"

দুশ্চিন্তাকাতর মুখে লাবণ্য বলিল, "কিচ্ছু না। স্নলেখা তার চিঠিতে অমলা পালের বিষয়ে যত কিছু কথা লিখেছে, তার বিন্দুবিসর্গও আমার মনে নেই।"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে কি চিন্তা করিয়া প্রশান্ত বলিল, "আজ বারোটার গাড়িতে তাহলে মথুরাকে মির্জাপুরে পাঠিয়ে দিই। সে যদি স্নলেখার সন্ধান নিয়ে ফিরতে পারে তাহলে তোমাতে আমাতে গিয়ে একেবারে পাঁজাকোলা করে তাকে এলাহাবাদে নিয়ে আসব। আমার মনে হয়, খুব সম্ভবত সে মির্জাপুরে গেছে।"

ঔৎসুক্যসহকারে লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, "কি করে বুঝলে ?"

প্রশান্ত বলিল, "চিঠিতে ও লিখেছে 'তুফান বেগে চলেছি,' 'তুফান

গতি বিরাম লাভ করেছে'।—এই 'তুফান' শব্দের দ্বারা ও যে তুফান-এক্সপ্রেসকে ইঙ্গিত করছে, তা বুঝতে পারছ ত ?"

লাবণ্য বলিল, "হ্যাঁ, সেটা আমিও মনে করেছিলাম।"

"আচ্ছা, তাহলে আপ তুফান-এক্সপ্রেস হতে পারে না, কারণ, তার সময় হচ্ছে রাত্রি চারটে। গেট খোলা হলে তারপর সে বেরিয়েছে। তা হলেই পাঁচটার পর বেরিয়ে ছটার ডাউন তুফান এক্সপ্রেস ধরেছে। এলাহাবাদের ডাউনে কাছাকাছি সর্বপ্রথম বড় জায়গা হচ্ছে মির্জাপুর, আর মির্জাপুরে গালার কারবারও আছে।"

তারপর সুলেখার চিঠিখানা লাবণ্যর সম্মুখে খুলিয়া ধরিয়া প্রশান্ত বলিতে লাগিল, "একটু ভাল করে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে, এই কাটা কথাটা 'মির্জাপুর' ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এর শেষের দুটো অক্ষর যে 'পুর', তা কাটার দাগের ভিতর দিয়েও স্পষ্ট-ভাবেই বোঝা যাচ্ছে। আর, প্রথম অংশ যে 'মির্জা', তা হ্রস্ব-ইকার আর রেফের যে অল্প খোঁচা কাটা-দাগের উপর জেগে আছে, তা প্রমাণ করছে। সুলেখা প্রথমে মির্জাপুরই লিখেছিল; কিন্তু তার গন্তব্যস্থল জানতে পারলে পাছে আমরা তাকে ধর-পাকড় করি সেই ভয়ে মির্জাপুর কেটে 'পশ্চিমের এক সহর' লিখেছে। সুতরাং সব দিক থেকে মিলিয়ে দেখলে মনে হয়, সুলেখা যেখানে গেছে তা একমাত্র মির্জাপুর ভিন্ন আর কোন জায়গা সম্ভবত নয়। তোমার কি মনে হচ্ছে লাবণ্য ?"

লাবণ্য বলিল, "তোমার কথা শুনে আমারও তাই মনে হচ্ছে।"

বলা বাহুল্য, প্রশান্ত এবং লাবণ্যকে ভুল পথে প্রবর্তিত করিবার জন্য অবনীশ সুলেখাকে যে-সকল কৌশলের কথা বলিয়া দিয়াছিল, সুলেখা তাহার পত্রের মধ্যে সবগুলিই যথোচিত চাতুর্যের সহিত নিহিত করিয়া-ছিল; এবং সেই সকল ফন্দীর কোনটিও যে প্রশান্ত-লাবণ্যর সম্পর্কে নিষ্ফল হয় নাই, সে কথাও দেখা গেল।

প্রশান্ত বলিল, "এখন তা হলে আমি নিচে চললাম লাবণ্য। মথুরাকে ডাকিয়ে পাঠিয়ে বারটার দিল্লী এক্সপ্রেসেই তাকে মির্জাপুরে পাঠাবার ব্যবস্থা করি। আমাদের অনুমানের হিসেবে যদি ভুল না হয়ে থাকে, তা হলে সুলেখা নিশ্চয়ই মির্জাপুরে গেছে; আর তা যদি গিয়ে থাকে ত মথুরা নিশ্চয় তার সন্ধান খুঁজে বার করতে পারবে। মির্জাপুর এমন কিছু বড় শহর নয় যেখানে একজন বাঙালী পালার কারবারীকে খুঁজে বার করা মথুরার মত লোকের পক্ষে কঠিন হবে।"

মথুরানাথ সিংহ প্রশান্তর একজন অতিশয় বিশ্বস্ত এবং চতুর নফরী।

প্রশান্তর নিকট হইতে যথাবশ্যক উপদেশাদি লইয়া দ্বিপ্রহরে দিল্লী এক্সপ্রেসে মথুরা যখন মির্জাপুর রওনা হইল, তখন পর্যন্ত গোরহরির কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

অপরাহ্ণ চারটার সময়ে প্রশান্তর নামে পেন্সিলে তাড়াতাড়ি করিয়া লেখা অবনীশের একটা পোস্টকার্ড আসিয়া উপস্থিত হইল। পোস্ট মার্ক পরীক্ষা করিয়া প্রশান্ত দেখিল পোস্টকার্ডের উপর এলাহাবাদ স্টেশনের 'আর-এম-এস'-এর সকাল সাত ঘটিকার ছাপ। পোস্টকার্ডে লেখা ছিল—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু,

স্যার, অতি প্রত্যুষে সুলেখা দেবীকে গৃহের বাহিরে যাইতে দেখিয়া আমি তাঁহাকে অনুসরণ করি। তাঁহার সবিশেষ আপত্তি সত্ত্বেও তাঁহার গন্তব্যস্থল পর্যন্ত তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবার জন্য অবশেষে তাঁহাকে সম্মত করাই।

আমি আগামী কল্য কিম্বা পরশ্ব কোন সময়ে শ্রীচরণে হাজির হইব, এবং সকল কথা নিবেদন করিব। ইত্যবসরে নিশ্চিন্ত থাকিবেন।

পাঁচ টাকা বাদ দিয়া অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রাপ্যর হিসাব করিয়া রাখিবেন। ফিরিয়া আসিয়া তাহা লইয়া বিদায় গ্রহণ করিব।

আপনার ও শ্রীযুক্তা মেমসাহেবের শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম। ইতি

অনুগত ভৃত্য

গৌরহরি

ইহার ক্ষণকাল পরেই প্রশান্তর নামে হাওড়া হইতে হরিপদর টেলিগ্রাম আসিল ; আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেসে সে রওয়ানা হইয়াছে. পথে পাটনায় অবনীশের সহিত যুক্ত হইয়া পরদিন সকাল আটটার সময়ে উভয়ে এলাহাবাদে পৌঁছিবে।

চব্বিশ

অবনীশের লিখিত পোস্টকার্ড পাঠ করিয়াই লাবণ্য এবং প্রশান্তর মন অতিশয় খারাপ হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর হরিপদর নিকট হইতে এলাহাবাদ রওয়ানা হওয়ার টেলিগ্রাম আসার পর উৎকট দুশ্চিন্তায় এবং অশান্তিতে লাবণ্য বিহ্বল হইয়া পড়িল। আর্ত বিমূঢ়-কণ্ঠে বলিল, "পোড়ারমুখী না মজিয়ে কিছুতেই ছাড়লে না দেখছি। নিজেও মজলো, আমাদেরও মজালে! এখন কাল সকালে অবনীশ এসে দাঁড়ালে তাকে কি বলব বল দেখি!"

চিন্তিতমুখে প্রশান্ত বলিল, "বলবে, তোমার দাদার চিঠিতে অবনীশের আসা পাঁচ-ছ দিন পেছিয়ে গেল জেনে সুলেখা তার এক বন্ধুর কাছে দিন দুতিনের জন্য বেড়াতে গেছে।"

লাবণ্য বলিল, "তারপর যখন সে জিজ্ঞাসা করবে, কোথায় গেছে কার সঙ্গে গেছে, তখন কি বলবে?"

"তখন বলতেই হবে, গৌরহরির সঙ্গে মির্জাপুরে গেছে।"

লাবণ্য বলিল, "মির্জাপুরে সুলেখার সন্ধান পেলেও মথুরা ত কাল

দশটার গাড়ির আগে ফিরছে না। অবনীশ যদি মির্জাপুরের কথা শুনে সেখানকার ঠিকানা চেয়ে বসে, তাহলে কি বলবে তাকে?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশান্ত বলিল, "এ-সব গোলযোগের ভয় ত আছেই। কিন্তু কি আর করা যাবে বল, যখন যেমন অবস্থা হবে, তাই বুঝে কাজ করা ছাড়া আর উপায় নেই।"

আর্তকণ্ঠে লাবণ্য বলিল, "সে তুমি যা করতে হয় কোরো, আমি কিন্তু অবনীশ যখন এখানে আসবে, কিছুতেই এ বাড়িতে থাকছি নে! কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে যেখানে হয় একদিকে চলে যাব। আমাদের না বলে না জানিয়ে আমাদের অজানা জায়গায় সুলেখা চলে গিয়েছে, আর গৌরহরি পরমাত্মীয় হয়ে তার অনুসরণ করেছে, এ কথা মানিয়ে-গুছিয়ে কোন রকমেই আমি অবনীশকে বলতে পারব না!"

বেদনায় এবং উত্তেজনায় লাবণ্যর দুই চক্ষু বিদীর্ণ হইয়া টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল।

লাবণ্যর কাতর অবস্থা দেখিয়া ব্যথিত হইয়া প্রশান্ত স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "এত বিচলিত হচ্ছ কেন লাবণ্য, চা খাওয়ার পর দুজনে স্থির হয়ে বসে ভেবেচিন্তে একটা যা-হয় পরামর্শ স্থির করা যাবে অখন।"

কিন্তু পরামর্শ করা হইয়া উঠিল না। প্রশান্ত এবং লাবণ্যর চা-পান তখনো শেষ হয় নাই, এমন সময়ে সহসা বিনয় ও লতিকা বেড়াইতে আসিল। শুধু সেই পরামর্শই নহে, সুলেখার অনুপস্থিতির বিষয়ে অভ্যাগতদের নিকট কি বলা যাইবে, সে পরামর্শটুকুরও সময় পাওয়া গেল না।

আহার-কক্ষের প্রবেশ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া বিনয় বলিল, "কি হচ্ছে বউদিদি? যদি অনুমতি করেন ত দুজনে প্রবেশ করি।"

প্রশান্ত বলিল, "এস, এস। তোমাদের আবার অনুমতি কবে দরকার হয় ?"

কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিনয় বলিল, "দেখছ লতিকা, কি অব্যর্থ সন্ধান! হিসেব করে বাড়ি থেকে ঠিক এমন সময়টিতে বেরিয়েছি যে, এখানে একেবারে চা-পানের মধ্যে এসে হাজির! এই নিদারুণ শীতের দিনে শুধু চা খেয়েই নয়, চা খাওয়া দেখেও একটা আনন্দ পাওয়া যায়।"

প্রশান্ত বলিল, "বোস, বোস। শুধু দেখারই নয়, খাওয়ার আনন্দও তোমাদের পক্ষে দুর্লভ না হতে পারে।" বলিয়া উভয়কে চা ও খাবার দিবার জন্য পরিচারকের প্রতি আদেশ করিল।

চেয়ারে উপবেশন করিতে করিতে প্রশান্তর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লতিকা বলিল, "এর চেয়ে সোজা কথায় চেয়ে নেওয়া অনেক ভাল দাদা।"

পর মুহূর্তে চায়ের টেবিলে সুলেখার অনুপস্থিতি সহসা উপলব্ধি করিয়া লাবণ্যর দিকে চাহিয়া বলিল, "সুলেখা কোথায় দিদি ?"

এই প্রশ্নের অপেক্ষায় লাবণ্য মনে মনে আতঙ্কিত হইয়া ছিল; মৃদু গভীরকণ্ঠে বলিল, "সে এখানে নেই।"

সবিস্ময়ে লতিকা বলিল, "এখানে নেই ? তাহলে কোথায় আছেন তিনি ? কলকাতায় চলে গেলেন নাকি ?"

লতিকার প্রশ্নের উত্তর দিল প্রশান্ত; বলিল, "না, কলকাতায় যায় নি। অমলা পাল নামে তার এক বন্ধুর কাছে দু-চার দিনের জন্যে বেড়াতে গেছে।" এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া বলিল, "একটু ছেলেমানুষি করেছে সুলেখা। আজ খানিক আগে টেলিগ্রাম এল কাল সকালে আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেসে অবনীশরা আসছে, আর আজই সকালে তুফান এক্সপ্রেসে সে চলে গেল।"

প্রশান্তর কথা শুনিয়া বিস্ময়ে বিনয় যেন আকাশ হইতে পড়িল; বলিল, "তুফান এক্সপ্রেসে চলে গেলেন? তাহলে এলাহাবাদের বাইরে নাকি?"

প্রশান্ত বলিল, "হ্যাঁ, এলাহাবাদের বাইরে বই কি।"

"কোথায় দাদা?"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশান্ত বলিল, "তা ঠিক বলতে পারি নে। হয় ত মির্জাপুরে।"

প্রশান্তর উত্তর শুনিয়া মনে মনে যথেষ্ট পুলকিত হইয়া বিনয় বলিল, "কেন? কোথায় যাচ্ছেন, তা বলে যাননি না-কি?"

প্রশান্ত বলিল, "না।"

"তাহলে কি করে মনে করছেন মির্জাপুরে?"

একটু ইতস্তত করিয়া প্রশান্ত বলিল, "যাবার সময়ে তার দিদিকে একটা চিঠি লিখে গেছে, তা থেকে সেই রকমই মনে হয়।"

আর অধিক প্রশ্ন করা অনুচিত হইবে বলিয়া বিনয় মনে করিল। ব্যাপারটা অভিনয় না হইয়া সত্য ঘটনা হইলে মার্জিত রুচির অনুরোধে ইহার পূর্বেই বিরত হইবার কথা; তথাপি অভিনয়েরই প্রয়োজন স্মরণ করিয়া আর একটা প্রশ্ন তাহাকে করিতেই হইল; বলিল, "কার সঙ্গে গেছেন?"

কি বলিবে একমুহূর্ত চিন্তা করিয়া প্রশান্ত বলিল, "গৌরহরির সঙ্গে।"

বিনয় আর কোন প্রশ্ন করিল না। ক্ষণকাল নিঃশব্দে অতিবাহিত হইল। তাহার পর মৌন ভঙ্গ করিল লাবণ্য; রুদ্ধ ব্যথিত স্বরে সে ডাকিল, "ঠাকুরপো!"

ব্যগ্রকণ্ঠে বিনয় বলিল, "বলুন বউদিদি!"

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া লাবণ্য বলিল, "অবনীশ তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু?"

বিনয় বলিল, "হ্যাঁ, খুব অন্তরঙ্গ।"

"তাহলে তার ওপর তোমার খানিকটা জোর খাটে?"

বিনয় বলিল, "খানিকটা নয়,—অনেকটা।"

"তোমার প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ ঠাকুরপো, অবনীশ যাতে সুলেখাকে সহজে ক্ষমা করতে পারে, সে সাহায্য তুমি কোরো। শালী বলে সুলেখার এই আচরণকে তোমার দাদা ছেলেমানুষি বলছিলেন; আমি কিন্তু তা বলিনে।"

বিনয় বলিল, "আপনার অনুরোধ আমি আদেশের মত পালন করব। কিন্তু তার আগে একটা কথা ভেবে দেখুন। সুলেখা দেবী ত কাল অবনীশ আসছে জেনে আজ সকালে বন্ধুর কাছে যাননি?"

লাবণ্য বলিল, "না, সে কথা সে জেনে যায় নি। বরং অবনীশের আসা পাঁচ-ছ দিন পেছিয়ে গেছে জেনেই গেছে।"

বিনয় বলিল, "তাহলে আমি কিন্তু তাঁর আচরণকে ছেলেমানুষিও বলিনে। অবনীশের আসা কয়েকদিন পেছিয়ে যাওয়ায় তিনি যদি ইত্যবসরে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে থাকেন, তাহলে এমন কিছু গর্হিত কাজ করেছেন বলে আমি মনে করি নে।"

লাবণ্য মনে মনে বলিল, শুধু যদি এইটুকুই হত, তাহলে আমিও হয়ত মনে করতাম না, কিন্তু সব কথা ত খুলে বলা যায় না! মুখে বলিল, "তুমি যেমন মনে করছ ঠাকুরপো, অবনীশও কি তেমনি মনে করবে?"

বিনয় বলিল, "যতদূর তাকে জানি, তাতে করবে বলেই ত মনে হয়। তবে বিয়ের পর কোন কোন লোকের কিছু কিছু মত পরিবর্তন হতেও দেখা যায়, বিশেষত স্বামী-স্ত্রীর বিবাহিত জীবনের পরস্পরের মতি-গতি সম্বন্ধে।" বলিয়া অল্প একটু হাসিল।

প্রশান্ত বলিল, "এ বিষয়ে তোমার কি নিজের কিছু অভিজ্ঞতা আছে বিনয় ?"

বিনয় বলিল, "সে কথার মীমাংসা করতে হলে লতিকাকে সাক্ষী তলব করতে হয় দাদা।" বলিয়া লতিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

সুলেখার কথা শুনিয়া এবং লাবণ্যর অবস্থা দেখিয়া লতিকার মন যথেষ্ট ভারি হইয়াছিল ; সে এই পরিহাসে যোগ দিতে পারিল না।

ক্ষণকাল কথোপকথনের পর স্থির হইল, পরদিন প্রাতে অবনীশ ও হরিপদকে নামাইয়া লইবার জন্য প্রশান্ত ও বিনয় স্টেশনে উপস্থিত থাকিবে।

বিনয় বলিল, "কিন্তু বউদিদি, আপনিও স্টেশনে গেলে ভাল হত।"

মিনতিপূর্ণকণ্ঠে লাবণ্য বলিল, "না, ঠাকুরপো, আমাকে তুমি স্টেশনে যেতে বল না। স্টেশনে আমার পাশে সুলেখাকে না দেখে স কি ভাববে বল দেখি ?"

বিনয় বলিল, "আপনি শুধু আপনার নিজের পাশের কথাই ভাবছেন ; কিন্তু আর একজনের পাশে আপনাকে না দেখে অবনীশ কি ভাববে, সে কথা আপনি একেবারেই ভাবছেন না।"

লাবণ্য বলিল, "তা সে যাই ভাবুক না কেন, স্টেশনে আমি কিছুতেই যেতে পারব না ঠাকুরপো। বাড়িতে তার কাছে কি করে মুখ দেখাব, তাই ভেবে বাড়ি ছেড়েই পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।"

প্রশান্ত বলিল, "থাক্ বিনয়, তোমাতে আমাতে গেলেই হবে। লাবণ্যর যখন অত অনিচ্ছে, তখন গিয়ে কাজ নেই।"

আর অধিক বিলম্ব না করিয়া গৃহে ফিরিবার জন্য বিনয় ও লতিকা উঠিয়া পড়িল।

লাবণ্য বলিল, "কাল স্টেশন থেকে অবনীশের সঙ্গে আমাদের বাড়ি এসে খানিকটা সময় কাটিয়ে যেও ঠাকুরপো।"

বিনয় বলিল, "আচ্ছা।"

লতিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লাবণ্য বলিল, "তুমিও যদি সেই সময়ে এখানে উপস্থিত থাক লতিকা, তাহলে ভাল হয় ভাই।"

লতিকা বলিল, "নিশ্চয় থাকব।"

স্টেশনে যাইবার পথে লতিকাকে লাবণ্যর নিকট নামাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বিনয় লতিকাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

পঁচিশ

প্রয়াগ স্টেশন ছাড়িয়া আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেস্ মধ্যগতিতে এলাহাবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মিনিট দশেক পরেই গাড়ি এলাহাবাদ স্টেশনে উপস্থিত হইবে।

বিছানাপত্র নিজ-নিজ হোল্ডলে ভরিয়া রাখিয়া হরিপদ এবং সুবিমল একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় পাশাপাশি বসিয়া গল্প করিতেছিল। সে কামরার তৃতীয় যাত্রী, একজন প্রৌঢ় ইংরাজ, অর্ধশায়িত অবস্থায় গলা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ মোটা র‍্যাগে ঢাকিয়া একটা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসে নিমগ্ন ছিল।

হরিপদ বলিল, "চতুরতার সঙ্গে অভিনয় করতে পারলে একটা বেশ মূল্যবান পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে সুবিমল।"

সুবিমল বলিল, "কার সম্ভাবনা আছে দাদা?"

হরিপদ বলিল, "অভিনয় করবে যদু আর পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা হবে মধুর, এ কখনো হয়? তোমার সম্ভাবনা আছে হে ভায়া, তোমার সম্ভাবনা আছে।"

মৃদু হাসিয়া সুবিমল বলিল, "কি জানি দাদা, আপনাদের অভিনয়ের প্লট এমন জটিল যে, এর পরিণতিতে কার ফল কে ভোগ করবে কিছুই বলা যায় না। আপনি বলছেন চতুরতার সঙ্গে অভিনয় করতে, কিন্তু

আমার ভয় হচ্ছে আমি হয়ত নিদারুণভাবে কাঁচিয়ে ফেলব। দশ বৎসর বিনয়বাবুকে 'বিনু দাদা' আর 'আপনি' বলে এসে আজ কি করে 'বিনয়' আর 'তুমি' বলব বলুন দেখি ?"

হরিপদ বলিল,"অভিনয়ের খাতিরে বাপকে মামা বললেও দোষ হয় না। আমি ত কয়েকদিন আগে তোমাকে 'সুবিমলবাবু' আর 'আপনি' বলতাম, এখন কি করে 'সুবিমল' আর 'তুমি' বলছি বল ?"

যুক্তির অকাট্যতায় সুবিমল চুপ করিয়া রহিল।

দেখিতে দেখিতে গাড়ি এলাহাবাদের ডিস্ট্যাণ্ট সিগ্‌ন্যাল অতিক্রম করিয়া প্ল্যাটফর্মের নিকটবর্তী হইল।

ঈষৎ উদ্বেগের সহিত সুবিমল বলিল, "দাদা, মানসিক ভাবের অনুপাতটা আর একবার ভাল করে বলে দিন।"

হরিপদ বলিল, "রাগ আট আনা, বিস্ময় চার আনা, অভিমান তিন আনা, নৈরাশ্য তিন পয়সা আর দুঃখ এক পয়সা।"

"ষোল আনা হল ?"

"হ্যাঁ হল। মনে রেখো, রাগ যেন সব সময়ে অভিমান-মাখানো হয় ;—চাপা, অথচ অদম্য।"

অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতে ভাবিতে সুবিমল বলিল, "বুঝেছি।" তাহার পর সহসা মনোযোগী হইয়া বলিল, "কিন্তু এ-সব ব্যাপার ত শুধু এলাহাবাদ স্টেশনের জন্যেই দাদা ?"

হরিপদ বলিল, "স্টেশনের জন্যে ত বটেই ; কিন্তু বিনয়ের বাড়িতে আর অন্যান্য জায়গায় তুমি মোটের ওপর ঐরকম অনুপাতই বজায় রেখে চোলো।"

বলা বাহুল্য, এলাহাবাদ স্টেশনে সুলেখার অনুপস্থিতির জন্য সুবিমলকে যে সকল মনোভাবের অভিনয় করিতে হইবে, উল্লিখিত আলোচনা তাহারই অনুপাত সংক্রান্ত।

জানলা দিয়া সুবিমল মুখ বাড়াইয়া ছিল। প্ল্যাটফর্মের উপর বিনয়কে দেখিতে পাইয়া সে বলিল, "সর্বনাশ! বিনুদাদা দাঁড়িয়ে রয়েছেন!"

সুবিমলের কানে কানে হরিপদ বলিল, "বিনুদাদা দাঁড়িয়ে নেই সুবিমল, বিনু দাঁড়িয়ে আছে।"

হরিপদর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুবিমল বলিল, "এখন থেকেই বলতে হবে নাকি?"

হরিপদ বলিল, "হ্যাঁ, এখন থেকেই।"

গাড়ি থামিতেই দুইজন কুলিকে দ্রব্যাদি নামাইবার উপদেশ দিয়া হরিপদ এবং সুবিমল প্ল্যাটফর্মে নামিয়া পড়িল।

দ্রুতপদে আগাইয়া আসিয়া সুবিমলের হাত ধরিয়া সজোরে নাড়া দিয়া সহাস্যমুখে বিনয় বলিল, "আরে এস এস, অবনীশ! কেমন আছ বল?"

আরক্তমুখে সুবিমল বলিল, "ভাল। তারপর, এখানকার সব ভাল ত?" পর মুহূর্তেই পিছন হইতে হরিপদর মৃদু চিমটির আঘাতে সচেতন হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "তোমাদের সব ভাল ত?"

বিনয় বলিল, "সুখে-দুঃখে চলে যাচ্ছে ভাই।" তারপর পার্শ্বে দণ্ডায়মান প্রশান্তকে দেখাইয়া বলিল, "প্রশান্ত দাদা।"

সুবিমল তাড়াতাড়ি নত হইয়া প্রশান্তকে প্রণাম করিতে গেল।

দুই হাত দিয়া সুবিমলকে ধরিয়া ফেলিয়া প্রশান্ত বলিল, "হয়েছে, হয়েছে। পথে কোনো অসুবিধে হয় নি ত ভায়া?"

সহাস্যমুখে সুবিমল বলিল, "না, কিছু না।" তাহার পর হরিপদর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "দাদার আদর যত্নে কোনো অসুবিধে হবার উপায় ছিল না।"

হরিপদ এবং সুবিমলের দ্রব্যাদি মাথার উপর লইয়া কুলি দুইজন

প্রশান্তর চাপরাশির সহিত আগাইয়া চলিয়াছিল। ভিড় ঠেলিয়া ঠেলিয়া তাহাদিগকে অনুসরণ করিতে করিতে প্রশান্তরা ক্রমশ গেট পার হইয়া স্টেশন হইতে বাহির হইয়া আসিল।

হরিপদ বলিল, "লাবণ্য কোথায়? গাড়িতে রয়েছে না-কি?"

প্রশান্ত বলিল, "না, লাবণ্য আসতে পারে নি, বাড়িতে আছে।"

হরিপদ বলিল, "কেন?—আসতে পারে নি কেন? অসুখ-টসুখ করে নি ত?"

প্রশান্ত বলিল, "না, অসুখ করে নি।"

"আর সুলেখা?"

প্রশান্ত ভাবিল, সুলেখার বিষয়ে শুধু 'সুলেখা আসে নি' বলিলে ঠিক সত্য কথা বলা হইবে না। সুলেখা সম্বন্ধে হরিপদ আর কোন প্রশ্ন না করিলেও বাড়ি পৌছাইয়া যখন তাহার কথা প্রকাশ করিতেই হইবে, তখন হরিপদর প্রশ্নের উত্তরে যতটুকু বলিবার কথা তাহা বলাই ভাল। বলিল, "সুলেখা উপস্থিত এখানে নেই।"

এ কথার উত্তরে প্রশ্ন করিল সুবিমল; বিস্ময়চকিত কণ্ঠে বলিল, "তার মানে?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া প্রশান্ত বলিল, "দাদার চিঠিতে তোমাদের আসা পাঁচ-ছয় দিন পেছিয়ে যাওয়ার কথা শুনে সে কাল সকালে অমলা পাল নামে তার এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গেছে।"

এবার হরিপদ কথা কহিল; বলিল, "অমলা পালের বাড়ি কোথায়?"

এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিলে অনেক অবাঞ্ছনীয় প্রশ্নের পথ খুলিয়া দেওয়া হয়। গৃহে পৌছিবার পূর্বে আলোচনা সংক্ষেপ করিবার অভিপ্রায়ে প্রশান্ত বলিল, "মির্জাপুরে।" মির্জাপুরের পূর্বে 'বোধ হয়' কথাটি ব্যবহার করিল না।

সুবিমল জিজ্ঞাসা করিল, "সঙ্গে কে গেছে?"

প্রশান্ত বলিল, "গৌরহরি,—আমার ড্রাইভার।"

একটু চিন্তা করিবার ভান করিতে করিতে সুবিমল আপন মনে বার দুয়েক বলিল, 'গৌরহরি', 'গৌরহরি!' তাহার পর সহসা যেন চিন্তা হইতে জাগ্রত হইয়া হরিপদর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "দাদা, তারও নাম গৌরহরি না?—বিয়ের সময় যে লোকটিকে সব জায়গায় সব কাজকর্মে খুব তৎপর দেখা যেত?"

হরিপদ বলিল, "হ্যাঁ।"

"তাহলে এই গৌরহরি আর সেই গৌরহরি একই লোক না-কি?" বলিয়া সুবিমল একবার হরিপদর দিকে এবং একবার প্রশান্তর দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

হরিপদ এবং প্রশান্ত উভয়ে প্রায় সমস্বরে বলিল, "হ্যাঁ।"

শুনিয়া নিমেষের মধ্যে সুবিমলের মুখে গাম্ভীর্যের ঘন ছায়া নামিয়া আসিল। গম্ভীর কণ্ঠে সে বলিল, "ও! গৌরহরি সঙ্গে গেছে? তাহলে ঠিকই হয়েছে! তাহলে কিছুমাত্র ভুল হয় নি। বেশ চমৎকারই হয়েছে!" তাহার পর হরিপদর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আমি একদিন আপনার কাছে যে-কথা বলেছিলাম, এখন সে কথা মিলিয়ে নিন্ দাদা! কেমন, এখন আর আপনার মনে কোনো সন্দেহ আছে কি?"

মুখমণ্ডলে দুঃখ এবং দুশ্চিন্তার প্রলেপ মাখাইয়া হরিপদ বলিল, "না, না, অবনীশ, তুমি যদি একটু ধৈর্য ধারণ করে—"

হরিপদকে বাধা দিয়া সুবিমল বলিল, "ধৈর্য ধারণ করতে আমার আপত্তি নেই দাদা,—পাঁচ-ছ দিনের কথা বই ত নয়, এ কদিন আমি ধৈর্য ধরে থাকব। কিন্তু—" তাহার পর সহসা সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল "এই! গাড়ি পর চীজ্ মৎ রথ্খো—জমিন পর রথ্খো।"

অদূরে কুলি চাপরাশির নির্দেশ অনুযায়ী প্রশান্তর গাড়িতে সুবিমলের দ্রব্যাদি রাখিতে যাইতেছিল, সুবিমলের আদেশ শুনিয়া ভূমিতে নামাইয়া রাখিল।

সুটকেশ খুলিয়া টাইম-টেবল্ বাহির করিয়া দেখিয়া সুবিমল যেন কতকটা আপন মনেই বলিতে লাগিল, "বারোটা দশ,—বেশ সুবিধের সময়,—রাত্রি আটটার সময়ে পৌছোনো যাবে—কোনো অসুবিধে হবে না।" তাহার পর টাইম-টেবল্ তুলিয়া রাখিয়া সুটকেশ বন্ধ করিয়া কুলিকে বলিল, "হমারা চীজ ওয়েটিং রুমমে লে চলো।"

সঙ্কেতে কুলিকে যাইতে নিষেধ করিয়া বিস্ময়মিশ্রিত কণ্ঠে হরিপদ বলিল, "সেকি ব্যাপার অবনীশ!"

সুবিমল বলিল, "বারোটার দিল্লী এক্সপ্রেসে পাটনা ফিরে চললাম দাদা। তবে আপনাকে যা বলেছি, তা নিশ্চয় করব—পাঁচ-ছ দিন ধৈর্য ধারণ করে থাকব; কিন্তু এলাহাবাদে নয়, পাটনায়। আপনি ত জানেন, পাটনায় আমার এখনো অনেক কাজ অসমাপ্ত আছে; সে সব কাজ ফেলে রেখে এলাহাবাদে ধৈর্য ধারণ করবার আমার বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি নেই।"

প্রশান্ত বলিল, "তুমি পাটনায় ফিরে গেলে আমি কিন্তু অতিশয় দুঃখিত হব অবনীশ। তোমার যে বিরক্ত হবার কারণ ঘটেনি, তা আমি বলিনে। কিন্তু তুমি আমাদের বাড়ি যেতে অসম্মত হয়ে আমাদের প্রতি অবিচার করছ।"

যুক্ত করে সুবিমল বলিল, "আমাকে ক্ষমা করবেন দাদা—অনধিকার প্রবেশ আমি পছন্দ করিনে।"

বিস্মিত কণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "আমি নিজে তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছি, তবুও অনধিকার প্রবেশ বলছ?"

সুবিমল বলিল, "হ্যাঁ, তবুও বলছি। হয়ত আপনার দিক থেকে

অনধিকার প্রবেশ হবে না; কিন্তু আমি যখন আপনাদের বাড়িতে আমার অধিকার ঠিক প্রতিষ্ঠিত করতে পারলাম না, তখন আমার দিক থেকে নিশ্চয় হবে। আপনি বাড়ি গিয়ে এ কথা দিদিকে জিজ্ঞাসা করবেন, তিনি আমাকে নিশ্চয়ই সমর্থন করবেন। তা না করবার হলে তিনি স্টেশনে আসতেন।"

প্রশান্ত বলিল, "আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করবার অধিকার কেন তুমি প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে না, এ কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনে অবনীশ।"

সুবিমল বলিল, "আজ আমাকে ক্ষমা করবেন দাদা। সব কথা খুলে বলা আমার পক্ষে সম্ভবও হবে না, উচিতও হবে না। তাতে হয় ত অনেককেই ক্ষুণ্ণ করা হবে। উপস্থিত আমাকে আপনারা অনাত্মীয় বলেই মনে করবেন; আমি আপনাদের অবনীশ নই।"

সুবিমলের কথা কহিবার দুঃসাহসিক ভঙ্গী দেখিয়া বিনয় শঙ্কিত হইল। ইহা ত একরকম স্পষ্ট করিয়াই প্রকৃত কথা বলিয়া দেওয়া। যে-কোনো মুহূর্তে প্রশান্তর চৈতন্য সজাগ হইয়া সমস্ত প্রহসন ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। সুবিমলের প্রতি অর্থসূচক ভ্রূভঙ্গী করিয়া সে বলিল, "শোন অবনীশ, আমি তোমার পুরোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু। তোমার এই সমস্যার আমি একটা মধ্যপথ প্রস্তাব করছি। তুমি যদি সেই মধ্যপথ গ্রহণ না কর, তা হলে আমিও তোমাকে অনাত্মীয় বলে মনে করব।"

সুবিমল বলিল, "কি তোমার মধ্যপথ শুনি।"

বিনয় বলিল, "মধ্যপথ হচ্ছে আমার বাড়ি। উপস্থিত তোমার প্রশান্ত দাদার বাড়ি গিয়েও কাজ নেই, পাটনা গিয়েও কাজ নেই,—আমার বাড়ি চল।" প্রশান্তর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কেমন দাদা?—অন্যায় কিছু বলেছি?"

প্রশান্ত দেখিল বর্তমান সঙ্কটে পাটনা অপেক্ষা বিনয়ের গৃহ নিশ্চয়ই

বাঞ্ছনীয় ; বলিল, "যে সমস্যা হঠাৎ উপস্থিত হয়েছে তার পক্ষে তোমার বাড়ি মধ্যপথ, এ আমি স্বীকার করি বিনয়।"

"আপনি তা হলে আমার এই প্রস্তাবে রাজি ত ?"

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "আমার ত রাজি অরাজি হবার অধিকার নেই বিনয়—অবনীশকে যদি রাজি করাতে পার, আমি খুশি হব।"

সুবিমল কিন্তু প্রথমটা কিছুতেই রাজি হইবার লক্ষণ দেখাইল না ; অবশেষে বিনয়ের দৃষ্টির নিঃশব্দ সংকেত পাইয়া চুপ করিয়া গেল।

প্রশান্তর কানে কানে বিনয় বলিল, "আর দেরি করবেন না দাদা, হরিপদবাবুকে নিয়ে আপনি বাড়ি যান। আমিও অবনীশকে নিয়ে রওনা হই। যা বিগড়ে আছে মতি-গতি বদলাতে কতক্ষণ !"

প্রশান্ত ও হরিপদ প্রস্থান করিলে সুবিমলকে লইয়া বিনয় তাহার গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

স্টেশনের কম্পাউণ্ড ছাড়িয়া গাড়ি রাজপথে পড়িতেই সুবিমল বলিল, "তখন থেকে অনর্গল অপরাধ করছি বিনু দাদা, অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন।"

মৃদুকণ্ঠে সুবিমলের কানে কানে বিনয় বলিল, "অপরাধের কথা তুলে কিন্তু সব চেয়ে বড় অপরাধ করছ। জান ত walls have ears।" তাহার পর সম্মুখে উপবিষ্ট ড্রাইভারের প্রতি অঙ্গুলি দিয়া ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "যারা wall নয়, তাদের ত ears আছেই।"

অপ্রতিভ হইয়া সুবিমল বলিল, "নিশ্চয় আছে ! একেবারে খেয়াল ছিল না।"

তাহার পর হইতে বাকি পথটুকু এমনভাবে এমন সব কথোপকথন চলিল যাহা বিনয় এবং অবনীশের মধ্যেই চলিতে পারিত।

গৃহে পৌছিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া বিনয় একজন বেয়ারাকে সুবিমলের দ্রব্যাদি নামাইয়া লইবার আদেশ করিল। তাহার পর

বাহিরের বারান্দায় উঠিয়া ভিতরে প্রবেশ না করিয়াই উচ্চকণ্ঠে ডাকিতে লাগিল, "বসুধা! বসুধা!"

বসুধা পড়িবার ঘরে অধ্যয়নে রত ছিল। মোটরের শব্দ শুনিয়া সে আপনিই বাহিরের দিকে আসিতেছিল, বিনয়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি দাদা?" পর মুহূর্তেই বিনয়ের পশ্চাতে সুবিমলকে দেখিয়া একটু অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইল।

সহাস্যমুখে বিনয় বলিল, "লুকোচ্ছিস কি-রে বসুধা?—সামনে আয়। যার আসবার অপেক্ষায় প্রত্যহ দিন গুনছিস্, তাকে দেখে লুকোবার কী আছে?"

বিনয় অবনীশকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্টেশনে গিয়াছিল সে কথা বসুধা জানিত; এবং যেভাবে বিনয় তাহার নিকট আগন্তুকের পরিচয়ের ইঙ্গিত করিল তাহাতে সে ইঙ্গিত যে অবনীশকেই নির্দেশ করে, একথাও তাহার মনে হইল। কিন্তু, তথাপি আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেসের টাইমের এত শীঘ্র বিনয়ের সহিত অবনীশের একা এ বাড়িতে আসা এমনই অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে, সেকথা নিঃসংশয়ে মনে করিতে তাহার সাহস হইল না। সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বিনয়ের দিকে চাহিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "ডক্টর মিত্র না-কি?"

বিনয় বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয় মিত্র।"

শুনিয়া বসুধার মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। প্রথমে সে যুক্তকরে সুবিমলকে নমস্কার করিল, তাহার পর তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া সুবিমলের পদধূলি গ্রহণ করিতে গেল।

ক্ষিপ্রবেগে পশ্চাতে সরিয়া গিয়া সুবিমল বলিল, "আহা করেন কি, করেন কি! পায়ে হাত দেবেন না।"

বিনয় বলিল, "বসুধা তোমার পায়ে হাত দিলে এমন কিছু অন্যায় হত না ভাই। কারণ, কুমারী বসুধা বসু আমার মামাতো বোন।

কলকাতায় আই এস-সি পড়ে, এবার পরীক্ষা দেবে।" তাহার পর বসুধার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "উপস্থিত কয়েক দিন মিত্র মশায় আমাদের বাড়িতে মিত্রতা করবেন বসুধা।"

সকৌতূহলে বসুধা জিজ্ঞাসা করিল, "তার মানে ?"

"তার মানে, উনি আমাদের বাড়িতে দিন কয়েক বসবাস করবেন।"

"দিবারাত্র ?"

"দিবারাত্র।"

শুনিয়া বসুধা মুখে কিছু বলিল না, কিন্তু তাহার মুখমণ্ডলে যে দীপ্তি প্রকাশিত হইল তাহার অর্থ করিতে বিনয় এবং সুবিমলের মধ্যে কেহই ভুল করিল না।

সুলেখা যে এলাহাবাদ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়াছে, লতিকার নিকট বসুধা সেকথাও শুনিয়াছিল। মনে করিল, সুলেখা ফিরিয়া আসা পর্যন্ত বিনয় হয়ত অবনীশকে নিজ গৃহে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

বিনয় বলিল, "আমি এখন প্রশান্ত দাদার বাড়ি চললাম বসুধা, সেখানে তোমার বউদিদি আছেন। তাঁকে নিয়ে আসতেই যাচ্ছি। যতক্ষণ আমরা না ফিরি, তুমি অতিথিসেবার ভার গ্রহণ কর। কেমন ?"

সলজ্জকুণ্ঠিত স্বরে বসুধা বলিল, "আচ্ছা।"

সুবিমলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিনয় বলিল, "আমাদের ফিরতে ঘণ্টাখানেকের বেশি হবে না অবনীশ। ইতিমধ্যে তোমার যা দরকার বসুধার কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে নিয়ো। কেমন ?"

উৎসাহোদ্দীপ্ত কণ্ঠে সুবিমল বলিল, "আচ্ছা।"

গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি অপেক্ষা করিয়াই ছিল, গাড়িতে আরোহণ করিয়া বিনয় বাহির হইয়া গেল।

গেটের বাহিরে গাড়ি অদৃশ্য হওয়ার পর সুবিমল বসুধার প্রতি

দৃষ্টিপাত করিল। মনে হইল এই বোধ হয় সেই মূল্যবান পুরস্কার, যাহার কথা হরিপদ ক্ষণকাল পূর্বে রেলগাড়ির কামরায় বসিয়া বলিয়াছিল। দ্বিতীয়বার বসুধার প্রতি চাহিয়া দেখিয়া সুবিমল মনে মনে বলিল, মূল্যবান তাহাতে সন্দেহ নাই।

অভিনয় যথাসাধ্য ভাল করিয়া করিবে বলিয়া সে মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করিল।

ছাব্বিশ

সহসা একজন সদ্যপরিচিত যুবকের নিকট একাকী হইয়া এবং তাহার পরিচর্যার অনন্য ও অখণ্ড ভার পাইয়া বসুধা প্রথমটা একটু সঙ্কোচ বোধ করিল। সুবিমলকে সে অবনীশ—অর্থাৎ বিনয়ের বন্ধু এবং সুলেখার স্বামী বলিয়া জানে, এ কথা সত্য; তথাপি একজন অনাত্মীয় যুবা পুরুষের সামীপ্য একজন তরুণী নারীর চিত্তে স্বভাবত যে বিমূঢ়তার সৃষ্টি করে, মুহূর্তের জন্য বসুধা সেই বিমূঢ়তার দ্বারা আক্রান্ত হইল।

কিন্তু পর মুহূর্তেই কর্তব্যবৃত্তির তাড়নায় নিজ দুর্বলতা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সে সুবিমলকে ভিতরে লইয়া গিয়া বসিবার ঘরে বসাইল এবং উপস্থিত সুবিমল শুধু মুখ-হাত ধুইয়া চা পান করিবে,—না, একেবারে স্নান পর্যন্ত সারিয়া লইবে, জিজ্ঞাসা করিল।

সুবিমল বলিল, "দোহাই মিস্ বোস, অতিরিক্ত সেবা করে যদি দুর্নাম কিনতে না চান তা হলে এই দারুণ শীতে এখন আমাকে স্নান করিয়ে নির্যাতিত করবেন না।"

মৃদু হাসিয়া বসুধা বলিল, "বেশ ত, এখন তা হলে শুধু মুখ-হাত ধুয়ে চা খান। চলুন, আপনাকে কল-ঘর দেখিয়ে দিই।" বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিল।

হস্ত-সঙ্কেতে বসুধাকে নিরস্ত করিয়া সুবিমল বলিল, "ও দুটি কার্যই আমি গাড়িতে সেরে এসেছি মিস্ বোস, সুতরাং ও বিষয়েও আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনি ত জানেন বিনয় এখনি আমায় বলে গেল, যখন যা দরকার হবে আপনার কাছে চেয়ে-চিন্তে নিতে। তবে আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?"

বসুধার মুখে সুমিষ্ট হাস্য ফুটিয়া উঠিল; মৃদু কণ্ঠে সে বলিল, "কিন্তু আপনি কি সত্যি-সত্যিই নেবেন?"

সুবিমল বলিল, "নিশ্চয় নেবো।" তাহার পর চাহিয়া দেখিল, দিনান্তের ক্ষীণ রক্তরাগের ন্যায় বসুধার অধরপ্রান্তে সুমধুর হাস্যের বিলীয়মান রশ্মিটুকু তখনো লাগিয়া আছে। সহসা সেই অপরূপ রশ্মির স্পর্শ লাভ করিয়া অননুভূতপূর্ব কামনার আলোকে সুবিমলের সমস্ত মন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। মনে হইল, অপূর্ব রূপ-রসে ভরা কামনা ফলের বীজ বপন যদি করিতেই হয় ত এই তাহার শুভক্ষণ; মুহূর্তের জন্য আলস্য অথবা অবহেলা করিলে চলিবে না। সুযোগ যে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ;—ঘটনাক্রমে, বিনয়ের গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র বসুধাকে সে একেবারে একান্তে পাইয়াছে। এই সুসময় যে প্রসন্ন ভাগ্যবিধাতার দান, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার আয়ু অনিশ্চিত; যে-কোনো মুহূর্তে বিনয় এবং লতিকা প্রত্যাবর্তন করিয়া ইহাকে খণ্ডিত করিতে পারে।

মনে পড়িল, সেই চিরাগত কবি-বাণী, 'ভালবাসায় এবং যুদ্ধে কিছুই অসঙ্গত নহে।' সুতরাং অভিনয়ও নিশ্চয়ই নহে। তখন বসুধাকে অধিকার করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে সুবিমল নিপুণভাবে তাহার জাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। সহাস্যমুখে বলিল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন মিস্ বোস, আমি আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করব না। ভবিষ্যতে যখন প্রয়োজনের সময় আসবে তখন হয় ত আপনার কাছে

এমন প্রচণ্ডভাবে চাইতে আরম্ভ করব যে, দিতে দিতে আপনি হাঁপিয়ে উঠবেন।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

বসুধা ভাবিয়া অবাক হইল, কী সে এমন অপূর্ব পদার্থ, যাহা সুবিমল তাহার নিকট হইতে প্রচণ্ডভাবে চাহিতে পারে, এবং যাহা দিতে দিতে তাহাকে হাঁপাইয়া উঠিতে হইবে! চা কি? কিন্তু কয় পেয়ালাই বা চা সুবিমল সমস্ত দিনে পান করিতে পারে? বড় জোর দশ পেয়ালাই ধরা যাক্। দশ পেয়ালা চা যোগাইতে তাহাকে হাঁপাইতে হইবে কেন? তবে কি খাবার? কিন্তু খাবার ত ঠাসিয়া ঠাসিয়া বসুধা সুবিমলকে এত খাওয়াইতে পারে যে, অবশেষে সুবিমলকেই হাঁপাইতে না হয়। তাহা হইলে গান নহে ত? বসুধা মনে মনে ভাবিল, গান অবশ্য এমন একটা জিনিস, যাহার অত্যধিক চাহিদায় হাঁপাইতে হইতে পারে। কিন্তু বসুধা যে গান গাহিতে পারে, তাহা সুবিমল ইহারই মধ্যে জানিল কেমন করিয়া?

কিছু সুনিশ্চিতভাবে বুঝা যায় না, অথচ সুবিমলের কথার উত্তরে যা-হয় একটা-কিছু না বলিলেও ভাল দেখায় না। হঠাৎ মনে পড়িল, সুবিমলের নিকট হইতে বট্যানি বিষয়ে শিক্ষা-গ্রহণের সঙ্কল্পের কথা. উৎসাহিত হইয়া বসুধা বলিল, "ভবিষ্যতে আমিও ত আপনার কাছে অনেক কিছু চাইতে পারি।"

আনন্দোৎফুল্ল মুখে সুবিমল বলিল, "সে সৌভাগ্য যদি কখনো হয় তা হলে আপনার কাছে কৃতজ্ঞই হব মিস্ বোস। কিন্তু আমার কাছে আপনার চাইবার মতো এমন কী থাকতে পারে তা ত জানিনে!"

বসুধার একবার ইচ্ছা হইল বলে, বট্যানির বিষয়ে গোটা পাঁচ ছয় পাঠ। কিন্তু সুবিমলের অদ্ভুত ভাষার এমন বিচিত্র ভঙ্গি যে, তাহার সম্পর্কে বট্যানির মত স্থূল জিনিসের উল্লেখ শোভন হইবে বলিয়া মনে হইল না। অথচ, বিনয়ের বন্ধু এবং সুলেখার স্বামীর মতো একজন

বুদ্ধিশ্রেণীর ব্যক্তির কথার মধ্যে বট্যানি অপেক্ষা সূক্ষ্মতর কোন্ জিনিসের কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না। তখন এই দান-প্রতিদান-আদান-প্রদান-কণ্টকিত সমস্যামূলক প্রসঙ্গ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া প্রসঙ্গান্তরে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া বসুধা ডাকিল, "ডক্টর মিত্র!"

অনভ্যস্ত নামের অতর্কিত সম্বোধনে চকিত হইয়া সুবিমল বলিল, "ও! আচ্ছা। কি বলুন মিস্ বোস!"

বসুধা বলিল, "ভবিষ্যতের কথা ত পরে হবে; কিন্তু উপস্থিত এখন যদি আপনি আমার হাত থেকে কোন সেবাই গ্রহণ না করেন ত' হলে বাড়ি ফিরে এসে দাদা মনে করবেন আমি কর্তব্যে অবহেলা করেছি।"

সুবিমল বলিল, "কিন্তু আমি ত আপনার কাছ থেকে যথেষ্ট মূল্যবান জিনিস পাচ্ছি মিস্ বোস।"

ভয়ে ভয়ে বসুধা জিজ্ঞাসা করিল, "কি পাচ্ছেন?"

"স্বর্গসুখ।"

সর্বনাশ! ইহার উপর আর কথা কওয়া চলে না! বিমূঢ় মুখে বসুধা চুপ করিয়া রহিল।

বসুধার মানসিক সঙ্কটের অবস্থা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া সুবিমল বলিল, "সৎসঙ্গে স্বর্গবাস,—এ কথা আপনি বহুবার শুনেছেন।, আর আপনার সঙ্গ যে সৎসঙ্গ তা আপনি বিনয় করেও অস্বীকার করতে পারেন না। সুতরাং আপনি আমাকে স্বর্গসুখ দিচ্ছেন। বলুন মিস্ বোস, এ কথার যুক্তিতে কোন ভুল আছে কি?" বলিয়া সে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

তবু ভাল! রহস্য। বসুধা খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। মনে মনে বলিল, যুক্তিতে ভুল আছে কি-না বলতে পারিনে, কিন্তু বিবেচনায়

আছে। বন্ধুর অবিবাহিতা ভগ্নীর প্রতি বিবাহিত ব্যক্তির এই সরস কবিত্বময় ভাষার প্রয়োগ নিশ্চয়ই বিবেচনাহীনতার পরিচায়ক। ইহাকেই বলে মশা মারিতে কামান দাগা।

বসুধা বলিল, "অন্তত একটু চা খান ডক্টর মিত্র। চা ত সব সময়েই খাওয়া চলে।"

সুবিমল বলিল, "তা চলে। বিশেষত কেউ যখন তার দাদাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে আনন্দের চেয়ে স্থূল একটা কোন জিনিস খাড়া করতে চায়, তখন ত নিশ্চয়ই চলে।"

সুবিমলের কথা শুনিয়া বসুধার অধর-প্রান্তে নিঃশব্দ হাস্য ফুটিয়া উঠিল।

সুবিমল বলিল, "তা হলে না-হয় সামান্য একটু চায়ের ব্যবস্থা করুন। কিন্তু সাঙ্গোপাঙ্গহীন শুধু তরল চা। আর কিছু নয়।"

বসুধা বলিল, "আচ্ছা, তা-ই বলে দিচ্ছি।" বলিয়া উঠিয়া গিয়া চায়ের জন্য আদেশ দিয়া আসিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই চা আসিয়া উপস্থিত হইল।

পরিচারক চা প্রস্তুত করিয়া দিতে উদ্যত হইলে বসুধা তাহাকে বিদায় দিয়া স্বয়ং চা করিতে আরম্ভ করিল।

সুবিমল বলিল, "ও কি মিস্ বোস? এক পেয়ালা চা করছেন কেন? আপনার চা কই?"

বসুধা বলিল, "আমি একটু আগে খেয়েছি।"

সুবিমল বলিল, "কিন্তু চা ত সব সময়েই খাওয়া চলে মিস্ বোস!"

সুবিমলের কথায় বসুধা এবং সুবিমল উভয়েই একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল।

বসুধা টি-পট হইতে অপর একটা পেয়ালায় চা ঢালিতে উদ্যত হইল। সুবিমল কিন্তু তাহাতে বাধা দিয়া পেয়ালাটা নিজের দিকে

টানিয়া লইয়া বসুধার হাত হইতে টি-পটটা লইয়া বলিল, "আপনার চা আমি করে দিচ্ছি। দেখি, কার তৈরী ভাল হয়। আপনি যদি এ পেয়ালা শেষ করে আর এক পেয়ালা চা-র জন্যে আমার সামনে আপনার পেয়ালা এগিয়ে দেন, তা হলে বুঝব আমার তৈরী চা-ই ভাল হয়েছে।"

মাথা নাড়িয়া সহাস্যমুখে বসুধা বলিল, "না, না, আপনার তৈরী চা ভাল হবে না; আমার তৈরি-ই ভাল হবে।" বলিয়া সুবিমলের সম্মুখে চায়ের পেয়ালা স্থাপন করিল।

চা খাইতে খাইতে এক সময়ে সুবিমল বলিল, "এলাহাবাদ স্টেশন থেকেই পাটনায় ফিরে যাচ্ছিলাম মিস্ বোস।"

সাগ্রহে বসুধা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বলুন ত?" পরক্ষণেই সুলেখার কথা স্মরণ করিয়া বলিল, "সুলেখা দিদি এলাহাবাদে নেই শুনে বুঝি?"

সুবিমল বলিল, "তা বলতে পারিনে;—তবে এখন দেখছি, ফিরে গেলে ভারি ভুল করতাম।"

সুবিমলের এই উক্তির মধ্যে একটা রহস্যের অস্তিত্ব আশঙ্কা করিয়া ঈষৎ ভয়ে ভয়ে বসুধা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

সুবিমলের মুখে কৌতুকের মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "যে শহরে কোনো একজন লোক আমার আসবার প্রতীক্ষায় প্রত্যহ দিন গুনছে, সে শহর কি সহজে ছেড়ে যেতে আছে?"

সুবিমলের কথা শুনিয়া প্রথমটা বসুধার মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু প্রসঙ্গটাকে সহজ করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে পরক্ষণেই সে বলিল, "কিন্তু কি জন্যে দিন গুনছে, তা শুনলে আপনি হয়ত পাটনায় ফিরেই যেতেন।"

সুবিমল বলিল, "ভুল মিস্ বোস, ভুল। পুলিশে ধরিয়ে দেবেন বলে

আপনি আমার আসবার দিন গুনছেন শুনলেও বোধ হয় আমি ফিরে যেতাম না। আজকালকার এই ঔদাসীন্যের যুগে কে কার জন্যে দিন গোনে বলুন ত? কিন্তু সে কথা যাক,—আপনি আমার জন্যে কি কারণে দিন গুনছিলেন জানবার জন্যে তখন থেকে মনের মধ্যে একটা উৎকট আগ্রহ লেগে রয়েছে। বলতে যদি বিশেষ আপত্তি না থাকে তা হলে—" বাকি কথাটুকু শেষ না করিয়া সুবিমল উত্তরের আশায় বসুধার মুখের দিকে নিঃশব্দে চাহিল।

বসুধা বলিল, "না, না, আপত্তির কিছুই নেই। দাদার মুখে শুনলেন ত এবার আমি আই. এস-সি. পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছি। বট্যানিতে আমি বেশ-একটু কাঁচা। আপনি বট্যানির এত-বড় একজন পণ্ডিত আসছেন শুনে মতলব করে রেখেছি বট্যানির জায়গায় জায়গায় আপনার কাছ থেকে একটু বুঝেসুঝে নেবো।" বলিয়া অল্প একটু হাসিল।

শুনিয়া সুবিমলের প্রফুল্ল মুখের উপর দুশ্চিন্তার ঘন ছায়া দেখা দিল। সর্বনাশ! সে ফিজিক্সের অধ্যাপক,—বট্যানির বর্ণমালাও সে অবগত নহে। যে ব্যাপারকে একটি ফুটন্ত ফুলের মত মনে করিয়া সে এতক্ষণ অনাবিল আনন্দ উপভোগ করিতেছিল, তাহার মধ্যে এত বড় কাঁটা, সে কথা কে জানিত!

মুখের বিরস ভাব যথাসাধ্য প্রচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া সুবিমল বলিল, "আপনি বট্যানিতেই কাঁচা?"

বসুধা বলিল, "বট্যানিতেই।"

"আর ফিজিক্সে?"

"ফিজিক্স একরকম তৈরী আছে।"

সুবিমল বলিল, "ওটা ভুল। ফিজিক্স ভারি গোলমেলে সুবজেক্ট—মনে হয় তৈরী হয়েছি, অথচ হইনি; মনে হয় বুঝেছি, অথচ বুঝিনি।

বট্যানি সহজ সরল সাদাসিধে। গাধার মত বই মুখস্থ করে গেলেই হল। ফিজিক্স কঠিন, দুর্বোধ্য, প্যাঁচালো।"

বসুধা বলিল, "কিন্তু আপনি ত ডক্টরেট পেয়েছেন বট্যানিতে?"

ফিজিক্সে ডক্টরেট অর্জন না করার জন্য মনে মনে অবনীশকে অভিসম্পাত দিয়া সুবিমল বলিল, "হলেই বা। বি. এস্-সিতে আমার ফিজিক্সে অনার্স ছিল।"

"সে ত অনেক দিনের কথা।"

সুবিমল বলিল, "কি আশ্চর্য! আপনি কি মনে করেন, বট্যানির বন-বাদাড়ে ঢুকে আমি ফিজিক্সের সমস্ত কথা ভুলে গেছি? ফিজিক্স আমার অন্তরের স্যবজেক্ট, আর বট্যানি বুদ্ধির।" মনে মনে বলিল, দুর্বুদ্ধির।

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে সুবিমলের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বসুধা বলিল, "কিন্তু ডক্টর মিত্র, গোল আলু modified stem কেন, আর রাঙা আলু modified root কেন,—এ আমি একেবারেই বুঝতে পারি নে।"

সুবিমল বলিল, "কেন? ও কথা না বোঝবার কারণ কি আছে? ও ত এক কথায় বোঝানো যায়।" পর মুহূর্তেই নিজেকে সংশোধন করিয়া লইয়া বলিল, "ও ত একবার পাতা উল্টে দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু একটা Magnetic field-এ Lines of Forces-এর গতিবিধি কি রকম তা ঠিক বোঝেন কি?"

বসুধা বুঝিল, বুঝিনে বলিলেই সুবিমলকে অধিক সন্তুষ্ট করা হয়; তথাপি ভয়ে ভয়ে বলিল, "ওটা বরং কতকটা বুঝি।"

সুবিমল বলিল, "কতকটা বোঝেন? সম্পূর্ণ বোঝেন না ত?"

"না, সম্পূর্ণ বুঝি কি করে বলতে পারি।"

"সম্পূর্ণ বুঝতে হবে। আপনার কোন্ ইউনিভারসিটি?"

"ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি।"

জোরের সহিত সুবিমল বলিল, "তা হলে আপনাকে Magnetic field-এর চ্যাপ্টারটা খুব ভাল করে পড়ে নিতে হবে। অনেক দিন ও থেকে প্রশ্ন পড়ে নি; এবার পড়ার খুব বেশী রকম সম্ভাবনা। ভাল করে বোঝা থাকলে একেবারে নির্ঘাৎ দশ নম্বর।"

বসুধা বলিল, "আচ্ছা, তা না-হয় বুঝে নোবো; কিন্তু করোলার (Corolla-র) functionটা আপনি যদি একটু ভাল করে বুঝিয়ে দেন তা হলে আমার ভারি উপকার হয়।"

সুবিমল বলিল, "উচ্ছের function কি তা জানেন ত?"

বসুধা বলিল, "না, জানিনে।"

"উচ্ছে আর করোলার প্রায় একই function, তবে উচ্ছের চেয়ে করোলা একটু কম তেতো বলে করোলার action—"

সুবিমলকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া বসুধা বলিল, "উচ্ছে করোলার কথা বলছিনে ডক্টর মিত্র, ইংরিজি করোলার কথা বলছি।"

শুনিয়া সুবিমলের চক্ষু স্থির হইল! গোল আলু, রাঙা আলু, stem, root,—এ সকল কথা তবু একরকম বুঝা গিয়াছিল। কিন্তু ইংরাজি করোলা যে কী বস্তু,—গাছ না গুঁড়ি, পাতা না ছাল,—তাহা একেবারে অবিদিত। ব্যগ্রোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সুবিমল বলিল, "তাই-বলুন! কিন্তু এখনি বুঝে নিতে চান না-কি?—এই এক্ষণি?"

বসুধার পক্ষ হইতে অতি-ব্যগ্রতার উপদ্রবে সুবিমলের যেন একটু অনুযোগের সুর।

কুণ্ঠিত স্বরে বসুধা বলিল "না, না, এক্ষণি নয়। সুবিধা মত কোনো সময়ে, কোন দিন।"

কতকটা আশ্বস্ত হইয়া সুবিমল বলিল, "আচ্ছা, তা না-হয় বুঝিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু তার আগে Epidiascope-এর workingটা ভাল করে বুঝে নেওয়া দরকার।"

ভয়ে ভয়ে বসুধা বলিল, "আর, Nitrogen Assimilation ?"

সুবিমলের ললাটে পুনরায় চিন্তার রেখা দেখা দিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই বিপদের পরিত্রাতারূপে সগর্জনে বাহিরে মোটর আসিয়া প্রবেশ করিল।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া পাড়িয়া সুবিমল বলিল, "ঐ বিনয়রা ফিরে এল।"

বসুধা বলিল, "খুব শীঘ্র ফিরেছেন ত!"

সুবিমল বলিল, "একটুও না,—বেশ দেরি হয়েছে।"

উভয়ে ত্বরিত পদে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বারান্দার দিকে অগ্রসর হইল।

সাতাশ

বৃহস্পতিবারের প্রাতঃকাল। সুবিমল এলাহাবাদে পৌঁছানোর পর তিন দিন অতিবাহিত হইয়াছে।

জাল অবনীশকে শান্ত করিবার এবং শান্ত রাখিবার জন্য লাবণ্য কর্তৃক প্রেরিত হইয়া হরিপদকে প্রত্যহই অন্তত একবার করিয়া বিনয়ের গৃহে আসিতে হয়। আজ সকালেও সে আসিয়াছে সেই সদভিসন্ধিরই অনুবর্তী হইয়া।

স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা কহিলেও যেখান হইতে অপরের শ্রুতিগোচর হইবার আশঙ্কা নাই, বারান্দার সেইরূপ একটা নিরাপদ কোণে বসিয়া হরিপদ, বিনয় এবং সুবিমল কথোপকথন করিতেছিল।

হরিপদর প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া সুবিমল বলিল, "কি বিপদে যে পড়েছি দাদা, তা আর কি বলব! বসুধা শাসিয়ে রেখেছে, আজ বেলা ন'টার সময়ে তাকে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে, গাঁদা আর সূর্যমুখী ফুল নয় কেন। আচ্ছা বলুন দেখি, যে-কথা তার মুখে আজ

আমি প্রথম শুনলাম, সে কথা বিশদ ভাবে কেমন করে তাকে বোঝাই ?"

বিস্মিত কণ্ঠে হরিপদ বলিল, "বল কি হে সুবিমল! গাঁদা আর সূর্যমুখী ফুল নয় না-কি ?"

কাতরভাবে সুবিমল বলিল, "চিরদিন ত ফুল বলেই জেনে এসেছি, আজ এখন যদি অন্য রকম শুনি ত' কি বলব বলুন !"

বিনয় বলিল, "বলতে পার, চিংড়ি যদি মাছ না হতে পারে, তাহলে গাঁদা আর সূর্যমুখীর ফুল না হবার পক্ষে বিস্ময়েরই বা এমন কি আছে, আর বিশদ করে সে কথা বোঝাবারই বা এমন কি প্রয়োজন থাকতে পারে। এতে আর কিছু না হোক, একটা পাল্টা উক্তি ত দেওয়া হবে।"

আসন্ন বিপদকালে কাজে লাগাইবার পক্ষে কথাটার মধ্যে একটা সুযোগ উপলব্ধি করিয়া উৎফুল্ল মুখে সুবিমল বলিল, "তাই নাকি বিনু দাদা, চিংড়িমাছ মাছ নয় না-কি ?"

বিনয় বলিল, "একেবারে নিঃসন্দেহ নই ভাই, তবে ঐ রকম একটা জনশ্রুতি বহুকাল থেকে শোনা আছে। এর না-কি প্রধান প্রমাণ, চিংড়ি কাটলে রক্ত পড়ে না, কিন্তু কাৎলা কাটলে পড়ে।"

প্রমাণের কথা শুনিয়া সুবিমল আরও উৎফুল্ল হইল। অকস্মাৎ মনে মনে তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তির দ্বার খুলিয়া গেল। আজ বেলা নয়টার সময়ে বসুধা বট্যানির কথা তুলিলে অন্যদিনের মত ফিজিক্সের কথা দিয়া চাপা দিবার প্রয়োজন হইবে না; আজ সে চিংড়ি, কাৎলা, গাঁদা এবং সূর্যমুখীর কথা তুলিয়া এমন একটা জটিল গবেষণার অবতারণা করিবে যাহার সুগভীর তলদেশে নিমজ্জিত হইয়া দুর্বৃত্ত বট্যানির আই-এস-সি ক্লাসের পাঠ দম আটকাইয়া মরিবে।

হরিপদ বলিল, "এই রকম বট্যানির ব্যাপার নিয়ে মাঝে মাঝে তোমাকে বিপন্ন হতে হয় না-কি সুবিমল ?"

সুবিমল বলিল, "মাঝে মাঝে কি বলছেন দাদা? প্রতিদিনই হতে হচ্ছে।"

সকৌতূহলে হরিপদ জিজ্ঞাসা করিল, "কি করে সামলাও তুমি ?"

সুবিমল বলিল, "ফিজিক্স চাপা দিয়ে দিয়ে। যখনি বসুধা বট্যানির কথা পাড়বার উপক্রম করে, ফিজিক্সের একটা কোনো প্রসঙ্গের অবতারণা করে এমন প্রবলভাবে আলোচনা চালাই যে, তার মধ্যে বট্যানি সম্বন্ধে সে আর টুঁশব্দ করবার ফাঁক পায় না।"

"কিন্তু ফিজিক্সের আলোচনার ত শেষ আছে সুবিমল।"

সুবিমল বলিল, "আছে, যদি তা অকপট হয়। তা ছাড়া, বিপদের আশঙ্কা উত্তীর্ণ হয় নি বুঝতে পারলে, ফিজিক্সের একটা প্রসঙ্গ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা প্রসঙ্গ ত আরম্ভ করা যায় দাদা।"

হরিপদ বলিল, "সর্বনাশ! এ তিন দিন তুমি এইরকম করে কাটিয়েছ না-কি ?"

কাতর কণ্ঠে সুবিমল বলিল, "এই রকম করে !"

মুহূর্তকাল সুবিমলের দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ এক সময়ে হাসিয়া ফেলিয়া হরিপদ বলিল, "যন্ত্রণা ত কম নয় দেখছি !"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সুবিমল বলিল,"দারুণ! একেবারেই কম নয় !"

সুবিমলের কাতরোক্তি শুনিয়া কষ্টে হাসি চাপিয়া বিনয় বলিল, "কিন্তু কষ্ট না করলে ত কেষ্ট পাওয়া যায় না সুবিমল।"

হরিপদ বলিল, "এ ক্ষেত্রে আবার কেষ্ট নয়, রাধিকা।"

কৃষ্ণ ও রাধিকা ঘটিত কোনো উত্তর না দিয়া সুবিমল বলিল, "এই নিদারুণ যন্ত্রণার কথা ভেবে মাঝে মাঝে মনে করি, দুত্তোর ছাই, আর অভিনয়ে কাজ নেই, জোড়হাত করে বসুধাকে বলি, দোহাই তোমার,

বট্যানির কথা বলে আর আমাকে ভয় দেখিয়ো না, আমি বট্যানির বিন্দু বিসর্গ জানিনে; আমি অবনীশ নই, সুবিমল।"

সুবিমলের কথা শুনিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে বিনয় বলিল, "খবরদার সুবিমল, খবরদার! ওরকম করে দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে আমাদের প্রহসনের শেষ অঙ্কটি যেন একেবারে মাটি করো না। আর ত মধ্যে মাত্র চারটে দিন। ৩১শে ডিসেম্বর সকাল সাড়ে দশটার সময়ে এ প্রহসনের যবনিকা পতন, আর সঙ্গে সঙ্গে তোমারও যন্ত্রণার অবসান!"

হরিপদ বলিল, "আর, তার সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কার প্রাপ্তি।"

মাথা নাড়িয়া সুবিমল বলিল, "সে ভরসা বিশেষ কিছু নেই দাদা। বট্যানির বিদ্যের যে রকম পরিচয় দিচ্ছি, তাতে নিঃসন্দেহ পরীক্ষায় ফেল করব।"

হরিপদ বলিল, "ভয় কি সুবিমল, আমরা তোমাকে গ্রেস্ দিইয়ে পাশ করিয়ে নেবো।"

সুবিমলের মুখে মৃদুহাস্য ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "গ্রেস দিইয়ে হয়ত পাশ করানো যায়, কিন্তু পুরস্কার দেওয়ানো যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়েও না, বিশ্বসংসারেও না।"

হরিপদ বলিল, "কিন্তু এ সত্য যখন প্রকাশ পাবে যে, তুমি অবনীশ নও, সুতরাং তোমাকে বট্যানির বিষয়ে প্রশ্ন করা উচিত হয়নি,—তখন ফিজিক্সেরই জোরে তুমি পাশও করবে পুরস্কারও পাবে।"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়া সুবিমল চুপ করিয়া রহিল।

বিনয় বলিল, "তুমি কিছু যন্ত্রণা ভোগ করছ তা অস্বীকার করিনে সুবিমল, কিন্তু যন্ত্রণা ভোগ থেকে আমিও একেবারে বাদ পড়িনি। লতিকা ত আজ সকাল থেকে আমার সঙ্গে প্রায় বাক্যালাপ বন্ধ করেছে। আর যেটুকু বন্ধ করেনি, সেটুকুও বন্ধ করলে মোটের ওপর আমি বোধ হয় কম দুঃখিত হতাম।"

সকৌতূহলে সুবিমল জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বিনুদা?"

বিনয় বলিল, "লতিকার ধারণা তোমাকে এ বাড়িতে স্থান দিয়ে আমি জটিল অবস্থাকে জটিলতর করেছি,—আর সেই জটিলতর অবস্থাকে আমার ভগ্নী, অর্থাৎ বসুধা, জটিলতম করে তুলতে পারে সন্দেহ করে সে তার ওপরও যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সুবিমল বলিল, "আমার ওপরও যে তিনি খুব সন্তুষ্ট নন, তার সামান্য পরিচয় পেয়েছি আজ চা খাবার সময়ে তাঁর কথা কওয়ার অল্পতার মধ্যে। কিন্তু কোথায়, কি লক্ষণ দেখে যে, তিনি এরকম শঙ্কিত হলেন, তা ত কিছুই বুঝতে পারছিনে।"

বিনয় বলিল, "ছোট-খাট অস্পষ্ট আবছায়া লক্ষণ তিনি পরশু থেকেই দেখছেন,—কিন্তু আসল লক্ষণ দেখেছেন কাল বিকেলে বাগানে তোমার আর বসুধার পাশাপাশি বেড়িয়ে বেড়ানোর মধ্যে।"

বিনয়ের কথা শুনিয়া সুবিমলের মুখে দুঃখের আর্দ্র হাসি ফুটিয়া উঠিল; আর্তকণ্ঠে বলিল, "হায় রে! তিনি যদি জানতেন যে, সে বেড়ানোর সমস্তটাই কণ্টকিত হয়ে ছিল বট্যানি আর ফিজিক্সের প্রশ্ন আর প্রতি-প্রশ্ন দিয়ে, তা হলে এরকম কথা কখনই মনে করতেন না।"

বিনয় বলিল, "তা তিনি জানেন। বসুধাকে জেরা করে করে তিনি বট্যানি আর ফিজিক্সের কথা জানতে পেরেছেন। সুবিমল, তুমি কখনও গয়ায় গিয়েছ?"

সুবিমল বলিল, "আজ্ঞে, না।"

"গয়ায় ফল্গু নদী আছে, শুনেছ?"

"শুনেছি।"

"ফল্গু নদীর বিশেষত্ব কি, জান?"

"জানি।"

"তোমার বৌদিদি বলেন, তোমাদের বট্যানি আর ফিজিক্স ফল্গু

নদীর বালি; আর সেই বালির নীচে যে অন্তঃসলিলা প্রবাহিত, তাই জটিলতর অবস্থাকে জটিলতম করে তুলছে।"

বিনয়ের কথা শুনিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সুবিমল বলিল, "এর ওপর ত আর কথা কওয়া চলে না! এ ত যুক্তির কথা নয় বিনুদা,— এ সংশয়ের কথা।"

হরিপদ বলিল, "কিন্তু সত্যি কথা। তবে লতিকা প্রকৃত কথা জানেন না বলে এ কথাটাকে অসঙ্গত কথা মনে করে ভুল করছেন।" এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া হরিপদ পুনরায় বলিল, "তোমাদের দুজনের দুঃখের কথা যখন বললে, তখন আমার দুঃখের কথাটাও বলি শোন। যে জটিলতর অবস্থা এ বাড়িতে জটিলতম হবার অপেক্ষায় রয়েছে, লাবণ্যর বিশ্বাস আমিই প্রথমে তার জটিলতার সৃষ্টি করি গৌরহরিকে এলাহাবাদে পাঠিয়ে। চোরের মার কাঁদবার উপায় নেই। আমি নিঃশব্দে তার হাজার রকমের অভিযোগ-অনুযোগ শুনি, আর চুপ করে বসে থাকি। বল দেখি, ৩১শে ডিসেম্বরের আগে কি করে তাকে বলি যে, গৌরহরিকে পাঠিয়ে আমি কিছুই অন্যায় করিনি। তার ওপর আমার প্রাণান্ত হয়েছে প্রশান্তর মুহুরী মথুরানাথকে সামলাতে সামলাতে। সে যেমন চতুর, তেমনি তৎপর। সুলেখা আর অবনীশের সন্ধানে সে এক শ' মাইল বেড়ে এলাহাবাদের চতুর্দিক একেবারে চষে ফেলবার জোগাড় করেছে। থেকে থেকে বলে, আমার সন্দেহ তাঁরা কানপুরে গেছেন,— আর, আমি কৌশলে তাকে অন্য পথে চালনা করবার ব্যবস্থা করি।"

হরিপদর কথা শুনিয়া বিনয় ও সুবিমল হাসিতে লাগিল।

বিনয় বলিল, "দেখবেন বড়দা, আমাদের প্রহসন শেষ হবার আগে মথুরা যেন কানপুর যেতে না পারে। ওর গতিবিধির ওপর বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।"

হরিপদ বলিল, "ক্ষেপেছ বিনয়। আমাদের প্রহসন শেষ করবার

আগে আমি নিজেই মথুরাকে কানপুরে পাঠিয়ে অবনীশ আর সুলেখাকে ধরিয়ে দেওয়াব। প্রহসন সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে প্রশান্ত নিজের পয়সা খরচ করে মথুরাকে কানপুরে পাঠিয়ে অবনীশ আর সুলেখাকে এলাহাবাদে আনাবে।"

সকৌতূহলে বিনয় বলিল, "অথচ আমাদের যা প্ল্যান তা নষ্ট হবে না?"

হরিপদ বলিল, "নষ্ট ত হবেই না,—আরও উন্নত হবে।"

সবিস্ময়ে বিনয় বলিল, "এ পারবেন বড়দা?"

হরিপদ বলিল, "এ যদি না পারি তা হলে বৃথাই কলকাতার বালাম চাল আর মুগের ডাল খেয়ে এতটা বড় হয়েছি।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

বিনয় বলিল, "কি আপনার প্ল্যান আমাদের বলতে আপত্তি আছে কি বড়দা?"

হরিপদ বলিল, "বিলক্ষণ! তোমাদের বলতে আবার আপত্তি কি আছে তা ত জানিনে। আমাদের দলের সকলের মত না নিয়ে আমাদের প্ল্যানে কোনো পরিবর্তনই হতে পারে না। দাঁড়াও, বলছি।" বলিয়া দেশলাই জ্বালিয়া সে একটা চুরোট ধরাইবার উপক্রম করিল।

আটাশ

বিনয়, হরিপদ ও সুবিমল যখন বারান্দায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল ঠিক সেই সময়ে অন্দরমহলের একটা কক্ষে বসিয়া লতিকা এবং বসুধার মধ্যে সুবিমলকে অবলম্বন করিয়া নিম্নলিখিত ভাবে কথাবার্তা চলিতেছিল।

লতিকা বলিল, "শোন্ বসুধা, আমাদের শাস্ত্রে যে পুরুষ আর

স্ত্রীলোককে আগুন আর ঘি-এর সঙ্গে তুলনা করেছে, সেটা ভুল নয়। আগুনের বেশি কাছে গেলে ঘি গলবেই।"

বসুধা বলিল, "এখানে তুমি আগুন বলছ কাকে?"

লতিকা বলিল "অবনীশবাবুকে।"

লতিকার কথা শুনিয়া বসুধার মুখে মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "তাই কখনো হয় বউদিদি? যে মানুষ একবার বিয়ে করেছে, সে কখনো আগুন হতে পারে?"

লতিকা বলিল, "যে কাঠ একবার পুড়েছে, তার কয়লায় আঁচ ওঠে না?"

বসুধা বলিল, "ওঠে। কিন্তু কয়লা ত আপনা-আপনি জ্বলে না,—তার জন্যে আগুন চাই। সে আগুন কোথায় বউদিদি?"

লতিকা বলিল, "সে আগুন তুই।"

বিস্মিতকণ্ঠে বসুধা বলিল, "আমি? আমি ত ঘি।"

"ঘি তোর মন; আর আগুন তোর রূপ। তোর রূপের আগুন লেগে কাঠ-কয়লা জ্বলে উঠবে,—আর সেই জ্বলন্ত কয়লার আঁচে তোর মন ঘিয়ের মত গলে যাবে।"

লতিকার কথা শুনিয়া পুনরায় বসুধার মুখে সুমিষ্ট হাস্য ফুটিয়া উঠিল। বলিল, "আমি আগুন না-কি বউদিদি?" তাহার পর লতিকার নিকট সরিয়া আসিয়া দুই বাহুপাশে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া ধরিয়া বলিল, "আমি যদি আগুন হতাম, তাহলে ত তুমি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতে।"

বসুধার বাহুবন্ধনের মধ্যে ক্ষণকাল অপ্রতিবাদে অবস্থান করিয়া লতিকা বলিল, "আমি যদি লতিকাবালা না হয়ে ললিতকুমার হতাম, তাহলে এতক্ষণে মোমের পুতুলের মত নিশ্চয় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতাম; কিন্তু তোর আগুনের পক্ষে আমি যে নিতান্ত মাটির পুতুল।"

তাহার পর বসুধার বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া সহসা কণ্ঠস্বর হইতে কৌতুকের সমস্ত লঘুতা অপসৃত করিয়া বলিল, "না, না, বসুধা ঠাট্টা নয়। সময় থাকতে তোকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, কিছুতেই সে মাটির ওপর পা দিসনে যে-মাটিতে সত্যিসত্যিই ভয়ের কথা আছে।"

সহাস্যমুখে বসুধা বলিল, "ভয় ত দেখচি তোমার মনের মধ্যেই বউদিদি। তা ছাড়া আর কোথাও আছে বলে ত মনে হয় না।"

লতিকা বলিল, "প্রথমে অনেকেরই মনে হয় না। চোরা বালিতে প্রথমে যখন একটু একটু করে পা বসতে থাকে, তখন ভয় পাওয়া ত দূরের কথা, অনেকে বেশ একটু মজাই বোধ করে। তারপর হঠাৎ যখন এক সময়ে বিপদ বুঝতে পেরে উদ্ধার পাবার জন্যে ধড়ফড় করতে আরম্ভ করে, তখন সেই ধড়ফড়ানির চোটেই আরও শীগ্‌গির শীগ্‌গির তলিয়ে যেতে থাকে।"

বসুধা বলিল, "বট্যানির পড়াকে তুমি চোরাবালি বলছ না-কি বউদি?"

লতিকা বলিল, "বট্যানির পড়াকেই ঠিক বলছিনে। বট্যানির পড়া হচ্ছে চোরাবালির পথ; আর চোরাবালি হচ্ছে, বট্যানির পড়াকে অবলম্বন করে আর যা-কিছু, সব।"

পাংশুমুখে বসুধা জিজ্ঞাসা করিল, "আর যা-কিছু কি বউদিদি?"

লতিকা বলিল, "হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব, গান-বাজনা, দুজনে বাগানে বহুক্ষণ ধরে বেড়িয়ে বেড়ানো, সকলের আগে দুজনে ঘুম থেকে ওঠা, সকলের শেষে দুজনে ঘুমোতে যাওয়া। আরও কিছু বলতে হবে কি?"

বসুধা বলিল, "না, আর বলতে হবে না। কিন্তু বউদিদি, এ-সবের জন্যে আমি ঠিক ততটা দায়ী নই, যতটা দায়ী অবনীশবাবু নিজে। প্রায় সব সময়েই আমাকে তাঁরই অনুরোধ পালন করতে হয়।"

লতিকা বলিল, "সেই জন্যেই ত এ ব্যাপারটা আমার অত্যন্ত বিশ্রী লাগে। সুলেখার কথা শুনে যে-মানুষ স্টেশন থেকে পাটনা ফিরে যেতে উদ্যত হয়েছিল, যে মানুষ নিজের ভায়রাভায়ের বাড়ি না গিয়ে বন্ধুর বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে, বন্ধুর অবিবাহিতা বোনকে নিয়ে তার এতটা মাতামাতি আমার একটুও ভাল লাগছে না। স্ত্রী অতিশয় গুরুতর অন্যায় করেছে মনে করেও যে-মানুষের মনে রাগ নেই, দুঃখ নেই, বিষাদ নেই, অথচ বেশ স্ফূর্তি আছে, আনন্দ আছে, তাকে আমি খুব সাধুপুরুষ মনে করি নে বসুধা।"

বসুধা একথার কোন উত্তর দিল না, নিজের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া লতিকা বলিতে লাগিল, "এর মধ্যে সুলেখার মঙ্গল-অমঙ্গল জড়িত রয়েছে। সুলেখা আমাদের পরিচিত, লাবণ্যদিদির সে নিজের বোন, তার এই বিপদের জন্যে লাবণ্যদিদি একেবারে ভেঙে পড়েছেন, লাবণ্যদিদিকে আমরা আত্মীয়ের মত মনে করি। এই সব কথা মনে রেখে আমাদের কখনই এমন কিছু করা উচিত নয়, যাতে সুলেখা আর অবনীশবাবুর মধ্যে বিরোধটা বেড়ে ওঠে। বরং অবনীশবাবু আমাদের বাড়িতে বাস করছেন, এইটে বিশেষ সুযোগ মনে করে সেই বিরোধটা যাতে মিটে যায়, সেই দিকেই আমাদের সর্বদা চেষ্টা করা উচিত।"

এবারও বসুধা লতিকার কথার কোনো উত্তর দিল না, কিন্তু লতিকা কর্তৃক সুলেখার ইষ্টানিষ্টের উল্লেখে তাহার সমস্ত অন্তরটা যেন একটা অননুভূতপূর্ব অপরাধ-বোধের বেদনায় আর্ত হইয়া উঠিল। এ কথা তাহাকে মনে মনে স্বীকার করিতেই হইল যে, বিগত তিন দিবস যে ক্রমবর্ধমান আগ্রহের সহিত সে সুবিমলের সঙ্গ কামনা এবং উপভোগ করিয়াছে, তাহা একমাত্র বট্যানি পাঠের প্রয়োজনীয়তার দ্বারাই উৎপন্ন

নহে, এবং সেই কামনা এবং উপভোগের মধ্যেই যে, একটা অস্পষ্ট অনির্ণীত কুণ্ঠা সূক্ষ্ম কণ্টকের ন্যায় তাহার বিবেককে নিরন্তর বিদ্ধ করিয়াছে, সে কথাও সে অস্বীকার করিতে পারিল না। যে কথা এই কয়েকদিন তাহার অবচেতন মনে আবরণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, লতিকা আজ তাহা তাহার চেতন মনের সুস্পষ্টতার মধ্যে টানিয়া আনিয়া প্রকট করিয়া দিল।

অথচ আশ্চর্য। একজন পরিচিত রমণীর বিবাহিত স্বামীর সঙ্গ-লিপ্সার অবৈধতা বিচার-বিবেচনার দ্বারা পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও মনের মধ্যে সে লিপ্সার পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটিতেছে না! এখনও বেলা নয়টায় নির্দিষ্ট আসন্ন মিলন-বৈঠকের প্রতি আকর্ষণের কিছু পরিচয় মনের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া আছে।

বসুধা সভয়ে মনে করিল, ইহাই হয় ত লতিকা কর্তৃক বর্ণিত চোরাবালি!

"ঠাকুরঝি!"

মাঝে মাঝে লতিকা আদর করিয়া বসুধার প্রতি অধুনা-লুপ্তপ্রায় ঠাকুরঝি সম্বোধন প্রয়োগ করে।

সহসা এই সোহাগ সম্বোধনে চকিত হইয়া বসুধা লতিকার প্রতি জিজ্ঞাসুনেত্রে দৃষ্টিপাত করিল।

"চুপ করে অত কি ভাবচিস?"

অল্প একটু হাসিয়া বসুধা বলিল, "ভাবচি, বট্যানির পড়া বন্ধ করে দেবো কি-না।"

"তাতে কি লাভ হবে?"

"আর কিছু না-হোক, একটু নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।"

"কে নিশ্চিন্ত হবে?—আমি, না তুই?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া স্মিতমুখে বসুধা বলিল, "বোধ হয় দুজনেই।"

লতিকা বলিল, "না—আমি তাতে নিশ্চিন্ত হব না। আমি নিশ্চিন্ত হব, বট্যানির পড়া উপলক্ষ্য করে আর যে-সব ব্যাপার করেছে, সেগুলো নষ্ট হলে। বরং বট্যানির পড়াটা এখন জোরের সঙ্গে চালিয়ে যা, যাতে অবনীশবাবু অন্য ব্যাপারে মন ফেলবার একেবারে সুবিধে না পায়। কথায় বলে, শক্তের সব দিক মুক্ত। তুই যদি শক্ত হোস, তা হলে—"

কথাটা শেষ হইবার সময় পাইল না, কক্ষে প্রবেশ করিল বিনয়। বসুধাকে লতিকার নিকট দেখিয়া বলিল, "কি রে বসু, তুই এখানে বসে বসে গল্প করছিস্ আর অবনীশ তোর পড়ার ঘরে তোর জন্যে অপেক্ষা করছে। নটার সময়ে তোদের বট্যানির ক্লাস না?"

বিনয়কে কোনও উত্তর না দিয়া বসুধা লতিকার প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল।

লতিকা বলিল, "যা; কিন্তু যে-কথা বললাম, মনে থাকে যেন।"

বসুধা কক্ষ পরিত্যাগ করিলে বিনয় সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা বললে লতিকা?"

লতিকা বলিল, "তোমার ঐ ভণ্ড বন্ধুটির কাছে শক্ত হয়ে বট্যানির পাঠ নিতে বললাম। তোমার বন্ধুটি ত শুধু বট্যানিই জানেন না—শয়তানীও যথেষ্ট জানেন!"

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিনয় বলিল, "ছি ছি, লতিকা! একে বন্ধু, তায় অতিথি; অতিথি-নারায়ণের প্রতি এ রকম ভাষার ব্যবহার একেবারেই অতিথি-সৎকারের পরিচায়ক নয়!"

লতিকা বলিল, "অতিথি-নারায়ণ যদি হত তা হলে মাথায় করে রাখতাম; কিন্তু এ যে অতিথি-দানব!"

বিস্ময়ক্লিষ্ট কণ্ঠে বিনয় বলিল, "দানব বলছ!"

সজোরে লতিকা বলিল, "একশ বার বলছি! যে লোক দু দণ্ডে

নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে ভুলে গিয়ে আত্মজাতার বোনের মাথা চিবিয়ে খেতে পারে, সে দানব নয় ত কি?"

বিনয় বলিল, "প্রথমত, মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে কি না তা নিশ্চয় করে বলা যায় না; আর যদিই বা দেখা যায় খাচ্ছে, তা হলে বুঝতে হবে সে-কাজটা সে সুলেখার প্রতি প্রতিশোধের হিসেবেই করছে। মহাত্মা বেকন্ বলেছেন, Revenge is a sort of wild justice—প্রতিশোধ এক রকমের বুনো বিচার।"

লতিকা বলিল, "বাঃ চমৎকার বুনো! উদো করলে অপরাধ, আর বুদোর ওপর দিয়ে তার প্রতিশোধ তুলতে হবে। আচ্ছা, একটা বিয়ে-করা বদলোককে তুমি তা হলে তোমার বোনের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে প্রেম করতে দেবে ত?"

বিনয় বলিল; "কিছুই আমি দেবো অথবা দেবো না লতিকা, এ সব বিষয়ে আমি ঘোরতর অদৃষ্টবাদী। যা হবার তা হবেই, কেউ রোধ করতে পারবে না, এই আমার বিশ্বাস। সুতরাং আমাদের যত কিছু উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ভবিষ্যতের হাতে অর্পণ করে ঘটনার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা, আর পরিণতির জন্যে অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া আর আমরা কি করতে পারি বল?"

দৃঢ়কণ্ঠে লতিকা বলিল, "আর যা করতে পারি তা তোমাকে আমি বলছি; কিন্তু তার আগে তুমি বল, এই রকম অবিশ্বাসী একটা লোককে এতটা প্রশ্রয় দিতে তোমার মনে একটুও সঙ্কোচ হয় না?"

অতিশয় কোমল আবেদনপূর্ণ কণ্ঠে বিনয় বলিল, "কিন্তু ওর অপরাধ কোথায় বল লতিকা? আচ্ছা, ওর কোনও দোষ আছে কি?"

এই কথার ঠিক দশ মিনিট পরে বসুধার পাঠ-কক্ষে সুবিমলও আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বসুধাকে বলিতেছিল, "কিন্তু আমার অপরাধ কোথায় বলুন মিস্ বোস। আচ্ছা, আমার কোনও দোষ আছে কি?"

উনত্রিশ

সুবিমলের নিকট আসিবার সময়ে বসুধা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এখন হইতে সে সুবিমলের সহিত বাক্যে ও ব্যবহারে দৃঢ়ভাবে লতিকার উপদেশ অনুসরণ করিয়া চলিবে। একমাত্র বটানির পঠন-পাঠন ব্যতীত এমন কোন কথার আলোচনায় প্রবেশ করিবে না, যাহার ভিতর সুলেখা ও সুবিমলের মধ্যবর্তী বিরোধ হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা নাই।

সুবিমলের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রথমেই বট্যানির কথার অবতারণা করিলে নিজের স্বার্থবোধের দিকটা কিছু প্রকট করিয়া তোলা হইবে মনে করিয়া বসুধা অগ্রে সুলেখার কথা তুলিয়াছিল। কিন্তু তাহার সাধু সঙ্কল্পকে ব্যর্থ করিয়া সুবিমল সেই প্রসঙ্গকেই এরূপভাবে পরিচালিত করিয়া চলিয়াছিল যাহাতে হ্রাস পাওয়া ত দূরের কথা, ক্রমশ বিরোধ প্রবলতর হইবার উপক্রমই করিতেছিল।

তাই সুবিমল যখন বলিল, "কিন্তু আমার অপরাধ কোথায় বলুন মিস্ বোস, আমার কোনো দোষ আছে কি?" তখন সুলেখার সপক্ষে একবার শেষ চেষ্টা করিবার অভিপ্রায়ে বসুধাকে বলিতে হইল, "কিন্তু সুলেখা দিদিরও ত অপরাধ নেই ডক্টর মিত্র।"

গভীর স্বরে সুবিমল বলিল, "কেমন করে বলতে পারি আছে! আমার আসার সংবাদ পাওয়া মাত্র গৌরহরির সঙ্গে তাঁর অন্তর্ধানের পরও যদি আপনারা মনে করেন আমার সঙ্গে তিনি কোনো রকম সম্পর্কের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তা হলে অপরাধ আর কারো নয়, একমাত্র আমার অদৃষ্টেরই বলতে হবে!"

সুবিমলের এই উক্তি প্রগাঢ় অভিমান হইতে উৎপন্ন বিবেচনা

করিয়া উত্তরে কি বলা উচিত স্থির করিতে না পারিয়া বসুধা চুপ করিয়া রহিল।

"মিস্ বোস!"

"আজ্ঞে?"

"যার ওপর আমার কোনো অধিকারই নেই, তার সঙ্গে অনর্থক জড়িত হয়ে থাকা যে কতবড় শাস্তি, তা যদি আপনি বুঝতেন! আচ্ছা, এ কয়েক দিনে ত আপনি আমার দুঃখকষ্টের অনেক কথাই ক্রমে ক্রমে শুনেছেন,—এখন আমাকে কি করতে বলেন, বলুন ত?"

লতিকার নির্দেশ মনের মধ্যে স্মরণ করিয়া বিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বসুধা বলিল, "যদি আপনি একান্তই মনে করেন সুলেখা দিদি সত্যিসত্যিই কিছু অপরাধ করেছেন, তা হলে তাঁকে ক্ষমা করতে বলি।"

বিস্ময়চকিত কণ্ঠে সুবিমল বলিল, "ক্ষমা করতে বলেন? কিন্তু আপনি নিজে তাকে ক্ষমা করতে পারবেন ত?"

শান্ত স্বরে বসুধা বলিল, "আমার ত সুলেখা দিদিকে ক্ষমা করবার কোন কারণই নেই ডক্টর মিত্র,—আমি ত মনে করিনে তিনি কোন অপরাধ করেছেন।"

"কিন্তু এ কথা যদি কোন দিন নিঃসন্দেহে আপনি জানতে পারেন যে, গৌরহরি ড্রাইভারের সঙ্গে আপনার সুলেখা দিদির একটা নিবিড় যোগ আছে বলেই অমন করে লুকিয়ে চুরিয়ে ঠিকানা পত্র না দিয়ে গৌরহরির সঙ্গে পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন, তা হলে?"

দ্বিধাস্খলিত কণ্ঠে বসুধা বলিল,—"এ কথা আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না ডক্টর মিত্র।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বসুধার দিকে চাহিয়া সুবিমল বলিল,—"বিশ্বাস ত আপনার হয় না; কিন্তু এ সংবাদ কি আপনি রাখেন যে, আপনার সুলেখা দিদির গৃহত্যাগের আজ পাঁচ দিন হয়ে গেল, অথচ আজ পর্যন্ত

তিনি অথবা তাঁর অন্তরই বলুন, কিম্বা বাহিরই বলুন, সৌজন্যটি ছাইভার একটা পোস্টকার্ড লিখে জানালেন না যে, কোন্ নগরে তাঁরা কৃপা করে বাস করছেন, আর কবে এই কদর্য এলাহাবাদ সহরে অনুগ্রহ করে ফিরে আসবেন? বিশ্বাস না হয়, এখনো হয়ত হরিশবাবু বাইরে রয়েছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন।"

এ কিন্তু এমন কথা, যাহার মধ্যে মতদ্বৈধের কোন স্থান নাই। এ কথাকে অবিশ্বাস করাও যায় না, সমর্থন করাও চলে না। সুতরাং বাধ্য হইয়া বসুধা চুপ করিয়া রহিল। মনে মনে তাহাকে এ কথাও স্বীকার করিতে হইল যে, সুলেখার আচরণের এই অংশটা অভিযোগ-অনুযোগের অতীত নহে।

"মিস্ বোস!"

চকিত হইয়া বসুধা সুবিমলের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

"আমার জন্যেও সামান্য একটু অংশ বাকি রেখেছেন?—না, আপনার মনের সমস্ত সহানুভূতিটুকুই আপনার সুলেখা দিদির জন্যে ব্যয় করেছেন? আচ্ছা, আমি কি তার একটু ছিটেফোঁটাও পেতে পারিনে?"

বসুধার মুখ দিয়া কোন উত্তর নির্গত হইল না; শুধু আরক্ত মুখের অধর প্রান্তে ক্ষীণ হাস্য দেখা দিল। মনে মনে বলিল, হয় ত পারেন কিন্তু কঠোরহৃদয়া বউদিদির তাতে প্রবল আপত্তি হবে।

পুনঃ পুনঃ বসুধাকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া আবেদন-নিবেদনে কিছু ফল হইয়াছে অনুমান করিয়া উৎসাহিত হইয়া সুবিমল বলিতে লাগিল, "মিস্ বোস, আমি নিষ্পাপ, নিরপরাধ। এলাহাবাদে এসে এ পর্যন্ত আমি বঞ্চিত হয়েই আছি, আমি কিন্তু কাউকে বঞ্চিত করিনি। আমি বিশেষ একজনের কামনার বস্তু নই বলে, কেউ আমার কামনার বস্তু হতে পারে না, এই যদি আমার বিরুদ্ধে বিচার

হয়, তা হলে এর চেয়ে অবিচার আর কি হতে পারে, তা জানি না।

এবারও কথা না বলিয়া বসুধা নিরুত্তর রহিল।

সুবিমল বলিতে লাগিল, "আমার এই সঙ্কটময় দুরবস্থার কথা অনুভব করে কেউ যদি আমার প্রতি একটু কৃপা-করুণা করেন তা হলে কোন নৈতিক অপরাধ হবে না, এ কথা আপনাকে আমি শপথ করে বলতে পারি। মিস্ বোস!"

"আজ্ঞে?"

"ভবিষ্যতে আপনি যখন আমার বিষয়ে কোন কিছু চিন্তা করবেন, তখন এ কথাটা মনে রাখবার জন্যে আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। তাতে আপনার চিন্তা আমার পক্ষে একটু অনুকূল হতে পারে।"

অকস্মাৎ চৈতন্য লাভ করিয়া বসুধা চমকিয়া উঠিল? কি সর্বনাশ! এ কি কথোপকথন চলিয়াছে তাহাদের মধ্যে! কথায় কথায় অতর্কিতে সে যে একেবারে চোরাবালির সীমান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! অচিরাৎ ইহা হইতে দূরে যাইবার চেষ্টায় খলিত কণ্ঠে সে বলিল, "দেখুন ডক্টর মিত্র, আপনি যদি অনুগ্রহ করে এ-সব বিষয়ে বৌদিদির সঙ্গে একটু আলোচনা করেন, তা হলে বোধ হয়—"

বসুধার কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া সবিস্ময়ে সুবিমল বলিল, "আপনার বউদিদি, মানে লতিকা দেবীর সঙ্গে?"

সঙ্কোচের সহিত ভয়ে ভয়ে বসুধা বলিল, "হ্যাঁ।"

ঠিক পূর্বের ন্যায় বিস্ময়ের ভঙ্গী প্রকাশ করিয়া সুবিমল বলিল, তাঁর সঙ্গে এ সব বিষয়ে আলোচনা করে কি ফল হবে বলুন ত!"

বসুধার একবার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, "তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে কোন ফল যদি না হয়, তা হলে আমার সঙ্গে আলোচনা করেই

বা কেন হবে? কিন্তু এই প্রশ্ন, এবং এই প্রশ্নের উত্তর জোরাবাদির অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইবার আশঙ্কা আছে মনে করিয়া সে নির্বাক হইয়া রহিল।

সুবিমল বলিল, "আচ্ছা, আপনার বউদিদি যখন আপনার সুলেখা দিদির বিষয়ে কথা তুলবেন তখন না-হয় তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা যাবে। কিন্তু উপস্থিত আজ যখন আপনি আমার কাছে এসেই আপনার সুলেখা দিদির সপক্ষে সজোরে ওকালতী আরম্ভ করেছেন, তখন এ বিষয়ে আপনার কি পরামর্শ তা জানবার অধিকার নিশ্চয় আমার আছে?"

এক মুহূর্ত মনে মনে চিন্তা করিয়া বসুধা বলিল, "আমার মতে সুলেখা দিদি ফিরে আসা পর্যন্ত আপনি কিছুই করতে পারেন না।"

ব্যগ্রকণ্ঠে সুবিমল বলিল, "চেষ্টা? চেষ্টা করতেও পারিনে?"

"কোন্ বিষয়ে?"

ঈষৎ বিহ্বলতার সহিত সুবিমল বলিল, "কোনো একটা বিশেষ বিষয়ে?"

"সে বিষয়টা কি সুলেখা দিদির পক্ষে অনিষ্টকর?"

"শেষ পর্যন্ত অনিষ্টকর নয়।"

"এখন? উপস্থিত?"

"উপস্থিত মনে হতে পারে অনিষ্টকর।"

দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বসুধা বলিল, "না, তা হলে পারেন না।"

"কিন্তু আমার যদি ধৈর্য না থাকে মিস্ বোস?"

বিস্মিত কণ্ঠে বসুধা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? এতটা অধৈর্যের কি কারণ আছে?"

সুবিমল বলিল, "কারণ আর কিছুই নয়, একটি পুরস্কার পাওয়ার প্রত্যাশা, যার জন্যে আমাকে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে।"

সুবিমলের কথা শুনিয়া বসুধার বিস্ময় এবং কৌতূহলের অন্ত রহিল না ; বলিল, "পুরস্কার ? কি রকম পুরস্কার ?"

সুবিমল বলিল, "তা খুব চমৎকার ! ভারি সুন্দর দেখতে !"

"না, তা বলছিনে। কোন্ ধরনের তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

"সে কথা ৩১শে ডিসেম্বরে জানতে পারবেন।"

চিন্তিত মনে বসুধা বলিল, "৩১শে ডিসেম্বরে ? তার আগে নয় ?"

"না, তার আগে নয়। এখনও পাঁচ দিন। তাই বলছিলাম মিস্ বোস্, অতদিন আমার ধৈর্য না থাকতেও ত পারে।"

ক্ষণকাল নির্বাক থাকিয়া বসুধা জিজ্ঞাসা করিল, "এ পুরস্কার কে আপনাকে দেবেন ?"

"আপনার বউদিদি সহজে দেবেন না।"

এ উত্তর বসুধার প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর নহে ; সম্পূর্ণ উত্তর পাইবার জন্য আর একটা প্রশ্ন করিতে তাহার প্রবল ইচ্ছা হইল। কিন্তু দৃঢ়-চিত্ততার সহিত সে লোভ সম্বরণ করিয়া টেবিলের উপর পুস্তকের সারির মধ্যে একটা পুস্তক ধরিয়া একটু টান দিল।

ব্যস্ত হইয়া সুবিমল বলিল, "ও কি ! বই টানছেন কেন ? ও কী বই ?"

সবিস্ময়ে বসুধা বলিল, "বট্যানি। কেন, ডক্টর মিত্র, আপনি কি ভুলে গেছেন যে, গাঁদা আর সূর্যমুখী ফুল নয় কেন, সে কথা আজ আপনি আমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন ?"

সুবিমল বলিল, "ভুলিনি, মনে আছে ;—কিন্তু সে জন্যে বইয়ের কী দরকার ? গাঁদা আর সূর্যমুখী ফুল নয় কেন, সে কথা ভাল করে বুঝতে হ'লে সে বিষয়ে বইয়ে যে সংক্ষিপ্ত কথাটুকু লেখা আছে, তার আগেকার বৃহৎ কথাটি বুঝতে হবে। আগা ভাল করে বুঝতে

হলে এখনো মুখ বোজার প্রয়োজন হয়। নইলে [illegible] নেই, বই রেখে দিয়ে যা বলি শুনুন।"

"বলুন।" বলিয়া বসুধা হতাশ হইয়া বই ঠেলিয়া রাখিল।

সুবিমল বলিল, "আগে এক গ্লাস জল নিয়ে আসুন, একটু জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিই। অনেক কথা বলতে হবে কি-না, একটু জল খেয়ে নেওয়া ভাল।"

"জল না খেয়ে একটু চা খাবেন?"

সুবিমল বলিল, "সে কথা মন্দ নয়, একটু না-হয় চা খাওয়াই যাক। কিন্তু চাকরদের দিয়ে করাবেন না মিস্ বোস, আপনি নিজে করে নিয়ে আসুন। দেরী হোক তাতে ক্ষতি নেই।"

"আচ্ছা, আমি নিজেই করে নিয়ে আসছি।" বলিয়া বসুধা প্রস্থান করিল।

বসুধা অন্তর্হিত হওয়ামাত্র সুবিমল খপ করিয়া বট্যানির বইটা টানিয়া বাহির করিল, তাহার পর সূচী দেখিয়া তাড়াতাড়ি একটা অধ্যায় খুলিয়া নিবিষ্টচিত্তে পাঠে নিমগ্ন হইল।

ত্রিত্রিংশ

চায়ের জন্য জল গরম করিবার আদেশ দিয়া বসুধা চিন্তাপীড়িত মনে ভোজনকক্ষের টেবিলের সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিল।

প্রথম দিন হইতেই সুবিমলের কথাবার্তা এবং ব্যবহার তাহার নিকট একটু বিচিত্র ঠেকিয়াছে; বড় ভাইয়ের পরিণত-বয়স্ক বিবাহিত বন্ধুর নিকট হইতে যে ভঙ্গিমায় তাহা প্রত্যাশা করা যায়, ঠিক সেরূপ নহে।

কিন্তু তাই বলিয়া সেই অপ্রত্যাশিত ভঙ্গিমা মুহূর্তের জন্যও তাহার মনে কোনো বিরোধের সঞ্চার করে নাই। অবলীলার সহিত ইহাকে

সে মুগ্ধ করিয়াছে। শুধু তাই নহে, অজ্ঞতা এবং বিজ্ঞতার অপরূপ মিশ্রণে নির্মিত সেই ভঙ্গিমা তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে, আকৃষ্ট করিয়াছে।

আজিকার কথা কিন্তু একেবারে স্বতন্ত্র। কলিকাতায় পূর্বে গভীর রহস্য এবং ইঙ্গিতপূর্ণ বাক্যের দ্বারা সুবিমল তাহার হৃদয়ে সুতীব্র ঔৎসুক্য এবং উদ্বেগের যে স্পন্দন জাগাইয়াছিল, এখনো তাহা সম্পূর্ণভাবে প্রশমিত হয় নাই। এখনো তাহার চকিতবিহ্বল অন্তর প্রবলভাবে আলোড়িত হইয়া রহিয়াছে।

যে রহস্যময় পুরস্কারের কথা এইমাত্র সুবিমল বলিতেছিল, তাহা যে কী বস্তু এবং কে তাহাকে সে পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে, উপস্থিত তদ্বিষয়ে কল্পনা-জল্পনা না করিয়া ৩১শে ডিসেম্বরেই না-হয় সে কথা সুনিশ্চিতরূপে জানা যাইবে। সে গেল অপর দিকের কথা। কিন্তু এই আলোড়ন-বিলোড়নের প্রভাবে বিদীর্ণ হৃদয়ের সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ দিয়া সে আজ তাহার নিজ পক্ষের যে-অবস্থা কতকটা সুস্পষ্টতার সহিত দেখিতে পাইয়াছে, তাহার কথা ভাবিয়া তাহার মনে উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না।

সুলেখার স্বামী যে তাহার পক্ষে ষোল আনাই সুলেখার স্বামী, মনে মনেও ইহার ব্যতিক্রম কল্পনা করা যে তাহার পক্ষে অবৈধ চিন্তা,—সেকথা তাহার বিচারনিষ্ঠ মন সর্বদা স্বীকার করে। কিন্তু মানুষের যে অবুঝ মন চিরদিন মানুষকে নিষিদ্ধ ফলের প্রতি প্রলুব্ধ করিয়া আসিয়াছে, বসুধার সেই মন যে তাহার বিচারনিষ্ঠ মনকে পিছনে ঠেলিয়া দিয়া সুবিমলের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করে, সুবিমলের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে বেদনা বোধ করে, এমন কি সুবিমলের সহিত কোন নিগূঢ় হৃদয়বৃত্তির আদান-প্রদানের সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া নিজেকে বিড়ম্বিত বোধ করে,—গত কয়েক দিবসের মতো আজ আর সেকথা তাহার নিকট অস্পষ্ট নহে।

একজন ভৃত্য আসিয়া গরম জল এবং চা প্রস্তুত করিবার অন্যান্য উপকরণ দিয়া গেল।

গরম জলে চা ছাড়িয়া বসুধা তাহার পূর্ব চিন্তার অনুবর্তন আরম্ভ করিল। পাঁচ মিনিট ধরিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া সে ইহাই সিদ্ধান্ত করিল যে, যে-অবাঞ্ছনীয় অবস্থার মধ্যে সে উপনীত হইয়াছে সুবিমলই তাহার জন্য প্রধানত দায়ী। এবং নানাপ্রকার ছল-কৌশলের সাহায্যে অসতর্ক মুহূর্তের সুযোগ গ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি এমন অসঙ্গত ভাবে তরুণী-হৃদয়ের দুর্বল অর্গল ভাঙিবার চেষ্টা করিতেছে, একমাত্র তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করা ভিন্ন আর তাহার কিছুই করিবার নাই, চা ছাঁকিতে ছাঁকিতে সেকথাও সে স্থির করিল। তাহার পর চায়ের জলে দুধ মিশাইয়া চিনি দিতে ভুলিয়া গিয়া, অকারণ চামচ দিয়া সেই তপ্ত অমিষ্ট পদার্থ দুই-চারবার নাড়িয়া চাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া বসুধা দেখিল বট্যানির যে বইখানা সুবিমল তাহাকে উন্মুক্ত করিতেও দেয় নাই, সে নিজে সেইটা বাহির করিয়া গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেছে।

ইহাতে সে মনে মনে খুশিই হইল। মনে করিল, এইবার বোধ হয় সুবিমল পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করিয়া পড়ানোই স্থির করিয়াছে। সুতরাং অধ্যয়নটাও যথোচিত আকারে এবং প্রকারে অগ্রসর হইবে, অবান্তর কথোপকথনের অবসরও তদনুপাতে কমিয়া যাইবে।

"আপনার চা এনেছি ডক্টর মিত্র।" বলিয়া বসুধা সুবিমলের সম্মুখে চায়ের পেয়ালা স্থাপিত করিল।

বসুধার পায়ে রবার-সোলের নরম চটি ছিল বলিয়া সুবিমল বুঝিতে পারে নাই যে, সে একেবারে নিকটে উপস্থিত হইয়াছে। অতর্কিতে তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভিতরে ভিতরে চমকিয়া উঠিল; তাহার পর বইখানা বন্ধ করিয়া সশব্দে টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া কৈফিয়তের

হিসাবে বলিল, "বড় বড় ব্যাপারগুলো এত জোট পাকিয়ে [illegible] করে বলেছে, তাই উল্টে-পাল্টে দেখছিলাম। তা দেখলাম, নিতান্ত মন্দ বলে নি। আমি কিন্তু আগে মুখে-মুখেই খানিকটা গোড়ার কথা আপনাকে বলতে চাই মিস্ বোস।"

নিজের চেয়ারে ধীরে ধীরে উপবেশন করিয়া বসুধা বলিল, "বলুন। কিন্তু তার আগে চা-টা খেয়ে নিন ডক্টর মিত্র।"

এক চুমুক চা পান করিয়া পেয়ালাটা ধীরে ধীরে ডিসের উপর নামাইয়া রাখিয়া সুবিমল বলিল, "৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে থাকা আপনার পক্ষে দেখছি কঠিন হবে মিস্ বোস।"

বিস্মিতকণ্ঠে বসুধা বলিল, "আমার পক্ষে কঠিন হবে? কেন, আমার পক্ষে কঠিন হবার কি আছে?"

সুবিমল বলিল, "যে লোভনীয় পুরস্কার পাবার জন্যে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি, আমার মুখে তার কথা শুনে পর্যন্ত, কী এমন অপূর্ব সে জিনিস হতে পারে ভাবতে ভাবতে আপনি ভারি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন।"

সকৌতূহলে বসুধা বলিল, "এ আপনি কেমন করে বলতে পারেন?"

সুবিমল বলিল, "সে কথা পরে বলছি। তার আগে আপনাকে অল্প একটু মনোযোগী হতে অনুরোধ করি মিস্ বোস। অবশ্য চায়ের জন্যে এমন-কিছু এসে যায় না,—চা এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়;—কিন্তু আপনি যদি দয়া করে আমার কথাবার্তার প্রতি একটু মনোযোগী হন তাহলে চায়ের চেয়ে ঢের বড় বড় জিনিসে হয়ত আমার মিষ্টির অভাব না হতেও পারে।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

সুবিমলের কথার অর্থনির্ণয়ের চেষ্টায় বসুধা মুহূর্তকাল বিস্ফারিত নেত্রে সুবিমলের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর সহসা অর্থোপলব্ধি

করিয়া দ্বারাভিমুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমাকে ক্ষমা করবেন ডক্টর মিত্র, এক্ষুনি আমি চিনি নিয়ে আসছি।" বলিয়া প্রস্থান করিল।

চিনির পাত্র লইয়া ফিরিয়া বসুধা সুবিমলের চায়ে তিন চামচ চিনি মিশাইয়া দিল।

চা পান করিতে করিতে সুবিমল বলিল, "এই অতি উপাদেয় চা পান করবার কৃতজ্ঞতায় আপনাকে আমি পুরস্কারের রহস্য বলে দিতে পারতাম মিস্ বোস ;—কিন্তু সব কথা না জেনে শুধু পুরস্কারের স্বরূপটুকু জানলে আপনার চিন্তা দুশ্চিন্তায় পরিণত হতে পারে বলে ভয় করি।"

বসুধা বলিল, "তার আর কাজ নেই, একেবারে পাওয়ার পর আমাকে দেখাবেন, তা হলেই হবে।"

বসুধার কথা শুনিয়া সুবিমলের মুখে মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল ; বলিল, "হয়ত তাহলে হবে ; কিন্তু কি রকম হবে জানেন মিস্ বোস ? গঙ্গা থেকে এক অঞ্জলি গঙ্গাজল তুলে গঙ্গাকে গঙ্গাজল দেখালে যেমন হয়, তেমনি।"

শুনিয়া বসুধার মুখমণ্ডল লাল টক্‌টকে হইয়া উঠিল। মনে মনে সে বলিল, না, কিছুতেই এই দুঃসাহসিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না, যেমন করিয়া হোক ইহার প্রতিবাদ করিতে হইবে, প্রতিরোধ করিতে হইবে।

ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে সে বলিল, "আধঘণ্টাটাক পরে স্নানের জন্যে উঠতে হবে ডক্টর মিত্র। এত অল্প সময়ে যদি আপনার বলবার সুবিধে না হয়, তাহলে আমি না-হয় বই থেকে ঐ চ্যাপ্টারটা পড়ে যাই,—কোথাও যদি বোঝবার দরকার হয়, আপনার কাছে বুঝে নেবো।" বলিয়া বট্যানির পুস্তকের দিকে হাত বাড়াইল।

ব্যস্ত হইয়া বইখানা ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া সুবিমল বলিল, "না, না, বই পড়তে হবে না আপনার। গাঁদা আর সূর্যমুখী ফুল নয় কেন, এই সহজ কথাটুকু বোঝবার আর বোঝাবার জন্যে আধ ঘণ্টা সময় যথেষ্ট। কিন্তু সে-কথা চূড়ান্ত করে বুঝতে হলে ওদুটি ফুল আমাদের হাতের কাছে থাকা দরকার।" ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আছে কি মিস্ বোস ?"

বসুধা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "নেই।"

"বাগানে ? বাগানে নেই ?"

এ প্রশ্নের আড়ালে যে অভিসন্ধি লুকাইয়া আছে তাহা বুঝিতে বসুধার বিলম্ব হইল না ; বলিল, "সূর্যমুখী নেই, শুধু গাঁদা আছে।"

উৎসাহভরে সুবিমল বলিল, "তা হলেই হবে। গাঁদা ফুল ফুল নয় প্রমাণ করতে পারলে সূর্যমুখী আর কতক্ষণ ফুল হয়ে ফুটে থাকতে পারে বলুন ? চলুন মিস্ বোস, বাগানে যাওয়া যাক।"

বাগানে যাইবার বিরুদ্ধে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া বসুধা বলিল, "না, ডক্টর মিত্র, বাগানে আমি যাব না।"

ঈষৎ বিমূঢ়ভাবে সুবিমল বলিল, "কেন বলুন ত ? বাগানে যাবেন না কেন ?"

"বাগানে যেতে আমার মানা আছে।"

"কার মানা আছে ?"

"সে কথা বলতেও মানা আছে।"

সুবিমল বলিল, "ও ! সে কথা বলতেও মানা আছে। আর যারই থাক না কেন, আপনার দাদা বিনয়ের যে নেই, তা আমি হলপ নিয়ে বলতে পারি। বলুন ঠিক বলেছি কি না ?"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়া বসুধা চুপ করিয়া রহিল।

বাকি চা-টুকু এক চুমুকে শেষ করিয়া সুবিমল পুনরায় বলিতে আরম্ভ

করিল, "আচ্ছা, তা হলে আসুন আবার আমরা আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ে প্রচলন করি। কথা হচ্ছে, গাঁদা ফুল ফুল নয় কেন। হঠাৎ কথাটা শুনতে হয়ত ভারি আশ্চর্য লাগে, কিন্তু সত্যিসত্যিই এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। জানেন ত, All that glitters is not gold—ঝকমক করলেই সোনা হয় না। Things are not always what they seem to be,—যে বস্তু যে রকম মনে হয় সব সময়েই যে সে বস্তু তাই, তার কোন মানে নেই। এ-সব সত্য ভূয়োদর্শনের ফলে স্থির হয়েছে। বুঝতে পারছেন মিস্ বোস ?"

মনের আক্রোশ কষ্টে দমন করিয়া বসুধা বলিল, "পারছি।"

সুবিমল বলিতে লাগিল, "বেশ কথা। এবার তাহলে আমরা আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রমাণ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হই। গাঁদা ফুল যেমন ফুল নয়, চিংড়ি-মাছও তেমনি মাছ নয়। এ সত্য জানেন ত ?"

কোন উত্তর না দিয়া বসুধা চুপ করিয়া রহিল।

সুবিমল বলিল, "না, চিংড়ি-মাছ মাছ নয়। তার কারণ চিংড়ি কাটলে রক্ত পড়ে না, কিন্তু কাৎলা কাটলে পড়ে। চিংড়ি যেমন মাছ নয়, বাদুড়ও তেমনি পাখী নয়। কেন জানেন ?"

আরক্ত মুখে বসুধা বলিল, "বোধ হয় বাদুড় ডালের নীচে ঝোলে, আর পাখী ডালের ওপরে বসে, তাই।"

সুবিমল বলিল, "হতে পারে। নিতান্ত মন্দ বলেন নি। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে বাদুড়ের ছানা হয়, কিন্তু পাখীরা ডিম পাড়ে। বাদুড়রা স্তন্যপায়ী জীব তা জানেন ত মিস্ বোস ?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বসুধা বলিল, "এ সব জুলজির কথা আমাকে বলে অকারণ কষ্ট করছেন কেন ডক্টর মিত্র ?"

ব্যগ্রোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সুবিমল বলিল, "বিলক্ষণ! মোটেই জুলজির কথা নয় মিস্ বোস, আমি আপনাকে বৃহত্তর বট্যানির কথা বলছি।

বৃহত্তর বটানির সুবৃহৎ পরিধির মধ্যে সব কিছুই আসতে পারে। সূর্যমুখীও আসতে পারে, চিংড়িও আসতে পারে, বাদুড়ও আসতে পারে, আবার কাৎলাও আসতে পারে। এমন কি আপনিও আসতে পারেন, আমিও আসতে পারি। অবশ্য আপনি লতারূপে, আর আমি বৃক্ষরূপে। বলুন ঠিক কি-না ?"

এবার প্রবলভাবে ঘাড় নাড়িয়া বসুধা বলিল, "না, ঠিক নয়। বটানির পরিধির মধ্যে আমি কিছুতেই আসতে পারিনে !"

বিহ্বলভাবে সুবিমল বলিল, "কিন্তু বৃহত্তর বটানির পরিধির মধ্যে ?"

"বৃহত্তর বটানিকে আমি অস্বীকার করি !" ঘড়ির দিকে পুনরায় দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আপনার যদি আর কিছু বলবার থাকে ত সংক্ষেপে বলুন।"

সুবিমল বলিল, "বেশ, তাই বলব। কিন্তু সংক্ষেপে সে কথা বলবার আগে, তার আগেকার কথাটা একটু বিস্তারিত ভাবে বলা দরকার। যে সূক্ষ্মতম অবস্থায় সকল বস্তুই একই রকম আকার ধারণ করে,—যেখানে গাঁদাই বলুন, আর সূর্যমুখীই বলুন, কাৎলা মাছই বলুন, আর বাদুড়ই বলুন,—কারও মধ্যে কিছু পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না,—সেই ইলেক্ট্রনের কথা জানেন ত মিস্ বোস ? একটি ইলেক্ট্রন কণিকা হাইড্রোজেন পরমাণুর হাজার ভাগের এক ভাগের চেয়েও ক্ষুদ্র। কল্পনা করতে পারছেন আপনি ?"

আরক্তনেত্রে বসুধা বলিল, "না, পারছিনে। কিন্তু এ রকম অত্যাচারও আর সহ্য করতে পারছিনে ! না হয় বটানিতে আপনি একজন মস্ত বড় পণ্ডিত—তাই বলে আপনি আমাকে নিয়ে এই রকম পরিহাস করবেন ?"

আর্তকণ্ঠে সুবিমল বলিল, "আপনি কিন্তু রাগ করছেন মিস্ বোস।"

"জানিনে করছি কি-না,—কিন্তু করলেও বোধ হয় খুব অন্যায় করছিনে! আমার আর ধৈর্য নেই ডক্টর মিত্র!"

তেমনি করুণ স্বরে সুবিমল বলিল, "আমি ত বলেছিলাম মিস্ বোস, ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত আপনার ধৈর্য থাকবে না।"

বসুধা বলিল, "না, না, সে ধৈর্যের কথা বলছিনে। আমার এত অনুরোধ উপরোধ সত্বেও এ কয়েকদিনে আপনি আমাকে এক লাইনও বট্যানি পড়ালেন না। আচ্ছা বলুন ত, এ অবস্থায় ধৈর্য হারানো কি সত্যিসত্যিই একটা অপরাধের কথা?"

সুবিমল বলিল, "কেন আপনাকে বট্যানি পড়াইনি তার গভীর কারণ আছে মিস্ বোস। সে কারণ শুনলে আপনি নিশ্চয় আমাকে ক্ষমা করবেন।"

মরিয়া হইয়াছিল বসুধা; বলিল, "তাহলে বলুন, কী সে কারণ! নইলে আমি নিশ্চয় মনে করব, এ কয়েকদিন আপনি আমাকে নিয়ে শুধু নিষ্ঠুরভাবে খেলা করেছেন!"

সুবিমল বলিল, "আপনাকে বট্যানি না পড়াবার একমাত্র কারণ, আমি বট্যানির বিন্দু-বিসর্গ জানিনে।"

উৎকট বিস্ময়ে বসুধা বলিল, "জানেন না?"

শান্ত সমাহিত মুখে সুবিমল বলিল, "একেবারে না। আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশী জানেন। সেদিন যে আপনি করোলার (corolla) কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি শুধু জানি উচ্ছে করোলা একরকম তেতো তরকারি। তা ছাড়া আমি আর কোনো করোলার কথা জানিনে। বট্যানির বিষয়ে আমি একদম অজ্ঞ।"

"তার মানে?"

"তার মানে বলতে হলে আরও অদ্ভুত রকমের দু চারটে কথা

বলতে হয়। আপনি যদি দুটি বিষয়ে অঙ্গীকার করেন তা হলে বলতে পারি।"

বসুধার মনে প্রগাঢ় বিস্ময় এবং কৌতূহল জাগ্রত হইয়াছিল ; বলিল, "কি অঙ্গীকার ?"

সুবিমল বলিল, "প্রথমত, আমার সম্মতি ছাড়া ৩১শে ডিসেম্বরের আগে কাউকে সে-সব কথা বলবেন না। আর দ্বিতীয়ত, যে পুরস্কার পাওয়ার জন্যে আমি এত চেষ্টাচরিত্র করছি, তার পাওয়ার বিষয়ে আপনি আমাকে ষোল আনা সাহায্য করবেন।"

পুরস্কারের অর্থ সম্বন্ধে বসুধার মনে গভীর উদ্বেগ ছিল ; সেই জন্য সে বিষয়ে কিছু না বলিয়া সে বলিল, "৩১শে ডিসেম্বর কেন, আপনার সম্মতি ছাড়া কোনদিনই কাউকে আমি ও সব কথা বল্‌ব না।"

"আর, পুরস্কার অর্জন সম্বন্ধে যে অঙ্গীকারের কথা বললাম, সে বিষয়ে কি আশ্বাস দিচ্ছেন ?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া বসুধা বলিল, "যদি অসঙ্গত না হয় :তা হলে সে অঙ্গীকারও পালন করব।"

বসুধার কথা শুনিয়া সুবিমলের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; উৎসাহিত কণ্ঠে বলিল, "অর্থাৎ, আপনার সুলেখা দিদি যদি অন্তরায় না হন তা হলেই ত ? না, তিনি নিশ্চয় অন্তরায় হবেন না ; কারণ তাঁর সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। তিনি আমার আত্মীয়াই নন।"

সুতীব্র বিস্ময়ে সুবিমলের প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টিপাত করিয়া বসুধা বলিল, "কেন ?"

সুবিমল বলিল, "কারণ, আমি মোটেই অবনীশ মিত্র নই,—আমি সুবিমল ঘোষ !"

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে বসুধা বলিল, "সুবিমল ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, নিতান্তই সুবিমল। বট্যানির 'ব' পর্যন্ত আমি জানি নে। কলকাতার একটা কলেজে ফিজিক্সের প্রোফেসারি করি।"

সুবিমলের কথা শুনিতে শুনিতে বসুধার মুখ ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল; ব'লল, "এ কথা সত্যি?"

"ষোল আনা সত্যি।"

সুতীব্র ঔৎসুক্যের সহিত বসুধা জিজ্ঞাসা করিল, "অবনীশ মিত্র তা হলে কে?"

"যাঁকে আপনারা এ পর্যন্ত গৌরহরি ড্রাইভার বলে জানেন, তিনিই ডক্টর অবনীশ মিত্র।"

"সুলেখা দিদি তা হলে—"

বসুধার কথা শেষ হইবার পূর্বেই সুবিমল বলিল, "একেবারে নিষ্পাপ, নিজের স্বামীর সঙ্গে আছেন। গৌরহরির সঙ্গে জড়িত করে তাঁর বিষয়ে আমি যত কথা আপনাকে বলেছি তার দ্বারা তাঁর গৌরবের একটুও লাঘব হয় নি।"

প্রগাঢ় বিস্ময়ে এবং আনন্দে এক মুহূর্ত সুবিমলের প্রতি বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া বসুধা হাসিয়া ফেলিল,--সেই আলগা হালকা নিঃশব্দ সুমিষ্ট হাসি,—অনেক দ্বন্দ্ব-সমস্যা-জটিলতার হাত হইতে সহসা মুক্তি লাভ করিয়া মানুষে যাহা অবলীলার সহিত হাসিতে পারে।

বিস্ময় এবং আনন্দে পুলকিতকণ্ঠে বসুধা বলিল, "আচ্ছা, এ সব আপনাদের কি ব্যাপার বলুন ত?"

সুবিমল বলিল, "এ আমাদের এই বড়দিন উপলক্ষে একটি প্রহসন, যাতে জানত এবং অজানত কয়েকজন অভিনেতা আর অভিনেত্রী অভিনয় করছেন।"

"আমি কি তা হলে—"

বসুধার কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া সুবিমল বলিল, "আজ্ঞে

হ্যাঁ," আপনিই এই প্রহসনের সেই লোভনীয় পুরস্কার, যার জন্যে আমি অনেক যন্ত্রণা সহ্য করছি।"

আরক্তমুখে সলজ্জকণ্ঠে বসুধা বলিল, "আমি কিন্তু সে কথা বলছিলাম না। আমি বলছিলাম—"

সুবিমল বলিল, "আমি কিন্তু সেই কথাই বলছি। বসুধা!"

ধীরে ধীরে বসুধা সুবিমলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

"তুমি ত বুঝেছ বসুধা, আমি সেই লোভনীয় পুরস্কারের একান্ত প্রত্যাশী। আমার প্রত্যাশা যদি অসঙ্গত না হয় তা হলে তুমি আমাকে পুরস্কার পেতে সাহায্য করবে বলে অঙ্গীকার করেছ। এখন আমি সেই অঙ্গীকারের জোরে তোমার সাহায্য দাবী করছি।"

মৃদু কিন্তু মিষ্ট হাস্যের দ্বারা বসুধা একথার যে উত্তর দিল, তাহার অর্থ অস্পষ্ট নহে।

"এবার ত তোমার বাগানে যেতে আপত্তির কারণ থাকতে পারে না বসুধা। এবার চল আমরা বাগানে যাই।"

কুণ্ঠিতস্বরে বসুধা বলিল, "না।"

সুবিমল বলিল, "না কেন? কেউ ত এখনো জানে না যে, আমি তোমাকে এ সকল কথা জানিয়েছি। সবাই মনে করবে অবনীশ মিত্র তোমাকে বট্যানির পাঠ দিতে গিয়েছে। একটা ছুঁচ আর খানিকটা সূতো নিয়ে চল। বাগানে হাজার হাজার গাঁদা ফুল ফুটেছে। গাঁদা ফুল দিয়ে মালা গেঁথে, আর একটি সূর্যমুখী ফুল কোনোরকমে জোগাড় করে তার মধ্যমণি করে তোমার গলায় পরিয়ে দিয়ে প্রমাণ করব যে, গাঁদা আর সূর্যমুখী নিঃসংশয়ে ফুল; আর তার বিরুদ্ধে তোমার বট্যানির বইয়ে যে সব কথা লেখা আছে তা একেবারে ভুল!"

ঠিক এই সময়ে কক্ষে প্রবেশ করিল বিনয়। সুবিমল ও বসুধার

নিকটে আসিয়া সে বলিল, "কি অবনীশ, তোমাদের পড়া শেষ হল? গাঁদা আর সূর্যমুখীকে জাতিচ্যুত করতে পারলে?"

স্মিতমুখে সুবিমল বলিল, "একেবারেই না। তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্যে মিস্ বোসকে নিয়ে একবার বাগানে যেতে হচ্ছে।" তাহার পর বসুধার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আমি অগ্রসর হলাম। যা যা সরঞ্জাম বললাম, সংগ্রহ করে নিয়ে শীঘ্র আসুন মিস্ বোস।" বলিয়া ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

বিনয় বলিল, "কি রে বাসু, সরঞ্জাম আবার কি নিতে হবে?"

একটা ড্রয়ার টানিয়া ঝুঁকিয়া দেখিবার ছলে নিজের আরক্ত মুখখানা কোন প্রকারে লুকাইয়া রাখিয়া বসুধা বলিল, "বললেন ছুঁচ আর সুতো নিতে।"

সবিস্ময়ে বিনয় বলিল, "ছুঁচ আর সুতো নিতে! কেন গাঁদা-ফুল ফুল কি-না প্রমাণ করবার জন্যে মালা গেঁথেও দেখাতে হবে না-কি?" তাহার পর ধীরে ধীরে বসুধার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার আনত পৃষ্ঠের উপর হাত রাখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ বাসু, সে প্রমাণটা শেষ পর্যন্ত তোর গলাতেই ঝুলবে না-কি রে?"

কোনো কথা না বলিয়া, মনে মনে বিনয়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া নিজের হর্ষলজ্জারক্ত মুখ লুকাইতে লুকাইতে বসুধা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

একত্রিশ

ত্রিশে ডিসেম্বর সোমবার প্রাতঃকালে হরিপদ যথানিয়ম বিনয়ের গৃহে বেড়াইতে আসিয়াছিল।

বিনয় বলিল, "কি বড়দা, আগামীকাল যবনিকা পতনের সব ব্যবস্থা ঠিক সম্পূর্ণ ত?"

হরিপদ বলিল, "সম্পূর্ণ। আজ সন্ধ্যার দিল্লী এক্সপ্রেসে মথুরা কানপুর গিয়ে অবনীশ আর সুলেখা—আসামী যুগলকে গ্রেপ্তার করবে। তারপর রাত সাড়ে তিনটের গাড়িতে রওনা হয়ে কাল সকাল সাড়ে নটার সময়ে এলাহাবাদ স্টেশনে এসে অবতীর্ণ হবে।"

বিস্মিত কণ্ঠে সুবিমল বলিল, "বলেন কি বড়দা! রাতারাতি গ্রেপ্তার?"

হরিপদ বলিল, "রাতারাতি। কিন্তু সে জন্যে মথুরাকে সামান্য-মাত্রও বেগ পেতে হবে না। কানপুর পৌঁছে, প্লাটফর্মে পা ফেলামাত্র সে দেখবে কুলির মাথায় জিনিসপত্র চাপিয়ে ফেরারী আসামী দুটি আপাতদৃষ্টিতে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হবার উদ্দেশ্যে, কিন্তু আসলে মথুরার হাতে আত্মসমর্পণ করবার অভিপ্রায়ে, একেবারে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।"

সুবিমল বলিল, "এ যোগাযোগ ঠিকভাবে হতে পারবে ত বড়দা?"

হরিপদ বলিল, "ঘড়ির বড় কাঁটা মিনিটের ষাট ঘর ঘুরে এলে ছোট কাঁটা যেমন ঘণ্টার এক ঘর সরে, ঠিক তেমনি নিখুঁৎভাবে হবে। আমি যে আজ, যেমন করেই হোক, দিল্লী-এক্সপ্রেসের প্রথম ইণ্টার ক্লাস কামরায় মথুরানাথকে পুরে কানপুর চালান দিচ্ছি,—এ কথা অবনীশদের জানতে বাকি নেই।" তাহার পর, বিনয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কিন্তু তোমাদের এদিকে সব ব্যবস্থা ঠিকভাবে এগোচ্ছে ত বিনয়? বসুধা-সুবিমলের প্রসঙ্গ যে সুপরিণত হয়েছে, আশা করি সে কথা বউমাকে জানিয়েছ?"

ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া বিনয় বলিল, "আজ্ঞে না,—জানাতে ঠিক সাহস পাচ্ছিনে। অপরিণত অবস্থাতেই সে কথা সন্দেহ করে তিনি যে-রকম তপ্ত হয়ে আছেন, সুপরিণত হয়েছে শুনলে উত্তপ্ত হয়ে উঠবেন বলে ভয় করছি।"

হরিপদ বলিল, "কিন্তু সে উত্তাপ ত বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না বিনয়—কাল সকালে তিনি নিশ্চয় শীতল হবেন।"

বিনয় বলিল, "তা হবেন; কিন্তু তার পূর্বে যে পরিমাণ উত্তাপ নিঃসরণ করবেন, তার দুশ্চিন্তা সামান্য নয়।"

সুবিমল বলিল, "সে উত্তাপের কতক অংশ আমাকেও দগ্ধ করবে বিনুদা।"

বিনয় বলিল, "তা হয়ত করবে,—তবু তোমার পালিয়ে বাঁচবার সুবিধে আছে,—আমাকে কিন্তু খোঁটা-বাঁধা হয়ে গোয়াল ঘরেই দগ্ধে মরতে হবে।" হরিপদর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া করুণস্বরে বলিল, "আমার অবস্থা আপনি হয় ত ঠিক বুঝতে পারছেন না বড়দা।"

হরিপদ বলিল, "নিশ্চয় পারছি বিনয়, কিন্তু আর দেরি করলেও ত চলবে না ভাই। আজ বিকেলের মধ্যে যে-রকম করেই হোক বউমাকে বসুধা আর সুবিমলের কথা জানিয়ে সন্ধ্যার সময়ে তোমাদের দুজনকে ও বাড়ি গিয়ে প্রশান্ত আর লাবণ্যকেও সে কথা জানাতে হবে।"

মনে মনে একটু চিন্তা করিয়া বিনয় বলিল, "কিন্তু বড়দা, তিনটি নিরপরাধ প্রাণীকে, বিশেষত আপনার ভগ্নী আর ভগ্নীপতিকে, নিদারুণ মনস্তাপ থেকে একরাত্রির জন্যে রেহাই দিলে ভাল হয় না? ধরুন, কাল সকালেই যদি এ কথা তাঁদের জানানো যায়?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া হরিপদ বলিল, "তা হয় না বিনয়। আজ তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তুমি যদি তাদের দুঃখের ভোগ কমাতে যাও তাহলে তাদের কালকের আনন্দের পরিমাণও সঙ্গে সঙ্গে কমবে। আনন্দ যদি দিতে চাও, তাহলে আঘাত দিতে ইতস্তত করলে চলবে না।"

এক মুহূর্ত নির্বাক থাকিয়া বিনয় বলিল, "যথা আজ্ঞা বড়দা, আজই আপনার আদেশ প্রতিপালিত হবে।"

অপরাহ্নকালে বারান্দার এক প্রান্তে বসিয়া লতিকা মালীকে দিয়া টবে-বসানো চন্দ্রমল্লিকা গাছগুলার পাতা ছাঁটাইতেছিল,—এমন সময়ে বিনয় তথায় উপস্থিত হইয়া একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া লতিকার নিকটে উপবেশন করিল।

মেজাজটা লতিকার আজ ভাল ছিল না। আহারের পর বেলা বারোটার সময়ে সুবিমল ও বসুধা গাড়ি লইয়া বাহির হইয়াছে,—এ পর্যন্ত তাহারা ফিরিয়া আসে নাই। কোনো কথা না বলিয়া সে স্বামীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য মিষ্ট এবং কোমল করিয়া বিনয় বলিল, "কয়েকদিন ধরে তুমি যা সন্দেহ করছ লতিকা,—এখন দেখছি তোমার অনুমানে বিশেষ কিছু ভুল হয় নি। এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, এ-সব বিষয়ে আমাদের চেয়ে, অর্থাৎ পুরুষদের চেয়ে, তোমাদের অর্থাৎ স্ত্রীলোকদের,—ইয়ে একটু বেশীই।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া লতিকা বলিল, "কিয়ে একটু বেশি ?"

"এই, দূরদর্শিতাই বল, আর অনুদর্শিতাই বল।"

চক্ষুর ভাব তেমনি কুঞ্চিত রাখিয়া লতিকা বলিল, "কেন, বন্ধুবরের সঙ্গে ভগ্নী মহোদয়া একেবারেই উধাও হয়েছেন না-কি ? সেই ত খাওয়া-দাওয়া করে দুজনে বেরিয়েছেন ; চারটে বাজতে চলল, এখন পর্যন্ত দর্শন দেবার নাম নেই ! হয়ত রেলে চড়ে এতক্ষণ কলকাতার পথেই ছুটে চলেছেন !"

বিনয় বলিল, "অতটা গুরুতর অবস্থা না হলেও, যা বলছ নিতান্ত অন্যায়ও বলছ না। দিনকাল যে রকম পড়েছে, কিছুই অসম্ভব নয়। সুলেখার কথাই ভেবে দেখ না কেন।"

"তা, আমাকে কি করতে হবে ? শাঁক বাজাতে হবে ?—না উলু দিতে হবে ?"

বিনয় বলিল, "ও দুটি কাজের জন্যে আমার অনুমতির দরকার নেই লতিকা, বসুধার বিয়ের দিনে ও দুটি কাজ থেকে কেউ তোমাকে আটকাতে পারবে না, তা তুমিও জান, আমিও জানি।"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে লতিকা বলিল, "ঐ বউওয়ালা দোজবেরে বরের সঙ্গে বিয়ে হলে, তবুও?"

বিনয় বলিল, "হ্যাঁ, বউওয়ালা দোজবেরে বরের সঙ্গে বিয়ে হলে, তবুও। এ বিষয়ে ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু এ কথার মীমাংসা দুদিন পরে করলেও চলবে,—আপাতত তোমাকে আজ সন্ধ্যাবেলা প্রশান্তদাদার বাড়ি গিয়ে বউদিদিকে এ ব্যাপারটার একটু আভাস দিয়ে আসতে হবে।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া লতিকা বলিল, "তা হলে টাকা পাঁচেকের মিষ্টি আনিয়ে দিয়ো, সঙ্গে নিয়ে যাব। এতবড় শুভ সংবাদ শুধু হাতে দিলে তারা বলবে কি!" তারপর, ক্ষুব্ধ তিক্তকণ্ঠে বলিল, "ছি! ছি! এই বিশ্রী নোংরা ব্যাপারটা তুমি আমাদের বাড়ি থেকে কেমন করে হতে দিচ্ছ বল দেখি? আর কখনো কি ওঁদের কাছে আমরা মুখ দেখাতে পারব! আমাকে কেটে ফেললেও একথা আমি ও-বাড়ির কাউকে বলতে পারব না।"

বিনয় বলিল, "এ কিন্তু তুমি অযথা আক্ষেপ করছ লতিকা। এ-সব দৈবাধীন ব্যাপারে তুমি-আমি কি করতে পারি বল? শাস্ত্রে বলেছে, নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে, নিয়তিকে কেউ বাধা দিতে পারে না। একথা প্রশান্তদাদারাও নিশ্চয় স্বীকার করবেন।"

লতিকা বলিল, "কখনো তাঁরা একথা স্বীকার করবেন না। তাঁরা মনে করবেন, সুযোগ-সুবিধের অবস্থায় ডক্টর মিত্রকে বাড়ির মধ্যে পেয়ে তুমি তোমার বোনকে তাঁর গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে ভগ্নীদায় থেকে অব্যাহতি পাবার ব্যবস্থা করেছ।"

এই গুরুতর অভিযোগের উত্তর দিবার সময় হইল না, সশব্দে বিনয়ের মোটরকার কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করিল।

লতিকা বলিল, "যুগলে বোধ হয় এলেন। যাই, বরণ করে ঘরে তুলিগে!" বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

আধ ঘণ্টাটাক পরে বসুধার পড়িবার ঘরে বসুধার সহিত লতিকার সাক্ষাৎ হইল।

বসুধার নিকটে একটা চেয়ারে উপবেশন করিয়া রুষ্টকণ্ঠে লতিকা বলিল, "এতক্ষণ কোথায় যাওয়া হয়েছিল?"

মুখের মধ্যে একটা কপট বিহ্বলতার ভাব আনিয়া বসুধা বলিল, "নইনীর এগ্রিকালচারাল ফার্ম হাউসে বউদিদি।"

"কেন, সেখানে কিসের জন্যে গিয়েছিলি?"

"বট্যানির পাঠ নিতে।"

বসুধার প্রতি তীক্ষ্ণ নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া বিদ্রূপাত্মক সুরে লতিকা বলিল, "বট্যানির পাঠ নিতে! তা বট্যানির পাঠ নিতে এত দেরি হল কেন শুনি?"

নিরীহ ভালমানুষের মতো নম্রকণ্ঠে বসুধা বলিল, "দীর্ঘ পাঠ। সে কি সহজে শেষ হয় বউদি।"

"দীর্ঘ পাঠ? না দীর্ঘ পথ?"

মৃদুস্বরে বসুধা বলিল, "দুই-ই দীর্ঘ।"

সহসা বসুধার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিতে লতিকার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বসুধার হাতখানা নিজ হস্তের মধ্যে টানিয়া লইয়া সে বলিল, "এ আংটি কোথায় পেলি?"

আরক্ত বিমূঢ় মুখে এক মুহূর্ত নির্বাক থাকিয়া বসুধা বলিল, "নইনীর বাগানে।"

"বাগানে কে দিলে নইনীর?"

বসুধা ভাবিয়া দেখিল, সমস্ত কথা অবগত হওয়ার পর সুবিমলকে আর অবনীশবাবুও বলা যায় না, ডক্টর মিত্রও বলা চলে না। তাছাড়া মনে মনে বোধ হয় একটু দুষ্টামির ইচ্ছাও ছিল; বলিল, "দাদার বন্ধু।"

বসুধার উত্তর শুনিয়া লতিকার দুই চক্ষু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; শ্লেষ-মিশ্রিত কণ্ঠে সে বলিল, "ওঃ! দাদার বন্ধু! দাদার বন্ধু এখন পরাণবন্ধু হয়েছেন বলে তাঁর নাম করতে নেই না-কি? নইনীর বাগানে তাহলে হয়ত মালা বদলও হয়ে গিয়ে থাকবে!"

কোন কথা না বলিয়া বসুধা সপুলক চিত্তে চুপ করিয়া রহিল।

লতিকা বলিল, "এ 'সু' অক্ষর কার নামের অক্ষর?" বলিয়া অঙ্গুরীয়কের উপর উৎকীর্ণ 'সু' অক্ষরের উপর অঙ্গুলী স্থাপন করিল।

সহসা এ প্রশ্নে বিমূঢ় হইয়া বসুধা কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না; পরমূহূর্তেই একটা কথা মনে হওয়ায় বলিল, "ও অক্ষর, আমার নামের মধ্যেকার অক্ষর।"

বসুধার কথা শুনিয়া দুঃসহ ঘৃণায় লতিকার মন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; তিক্তকণ্ঠে বলিল, "তোমার নামের মধ্যেকার অক্ষর, না তোমার সতীন সুলেখার নামের আদ্যক্ষর? হ্যাঁ রে পোড়ারমুখী, মুখখানা এমনি করে না পুড়িয়ে কিছুতেই কি ছাড়লি নে? বলিহারি দিই তোর এই জঘন্য প্রবৃত্তিকে!"

এই আপাতকটু ভর্ৎসনার মধ্যে স্নেহময়ী বউদিদির যে সুবিপুল হিতৈষণা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহার পরিমাণের কথা বসুধার নিকট বিন্দুমাত্র অস্পষ্ট ছিল না। কপট অভিমানের অগভীর কণ্ঠে সে বলিল, "তুমি বউদিদি, সুলেখা দিদির কথাই শুধু ভাবো; আমার কথা কিন্তু একটুও ভাবো না।"

তর্জন করিয়া উঠিয়া লতিকা বলিল, "তাই ত! আমি শুধু সুলেখা দিদির কথাই ভাবি! সুলেখা আমার ভারি আপনার লোক যে তার

কথা ভেবে ভেবে রাত্রে আমার ঘুম হয় না! সে চুলোয় যাক, তাতে ত আমার ভারি এসে গেল! কিন্তু তুই মুখপুড়ী সতীন নিয়ে ঘর করতে পারবি ত?"

বসুধা এ কথার কোনো উত্তর দিবার পূর্বে দ্বারে কয়েকবার টোকা মারিয়া সহাস্যমুখে প্রবেশ করিল সুবিমল। নিকটে আসিয়া লতিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উৎফুল্লভাবে বলিল, "আপনার কাছে একটা অনুমতি ভিক্ষা করতে এলাম মিসেস্ সেন।"

রুষ্ট বিচলিত মনকে যথাসম্ভব সংযত করিয়া লইয়া লতিকা বলিল, "কিসের অনুমতি?"

সুবিমল বলিল, "আজ থেকে আপনাকে 'বউদিদি' বলে ডাকবার।"

শুনিয়া লতিকার মুখমণ্ডল পুনরায় আরক্ত হইয়া আসিল। এক মুহূর্ত নির্বাক থাকিয়া সে বলিল, "বেশ ত, আপনার বন্ধুর বয়সের হিসেবে তা বলে ডাকা যদি চলে ত নিশ্চয় ডাকবেন। আমিও আপনাকে ঠাকুরপো বলে ডাকব।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া স্মিতমুখে সুবিমল বলিল, "সে হিসেবেও হয় ত আপনাকে বউদিদি বলে ডাকা চলে; কিন্তু আমি সে হিসেবের কথা বলছিনে। আমি বলছি, বসুধার বউদিদি বলে ডাকার সঙ্গে সুর মিলিয়ে ডাকার কথা।"

মৌমাছির চাকের মত লতিকার মুখমণ্ডল রুষ্ট হইয়া উঠিল উত্থানোদ্যত বসুধাকে হাতের চাপে চেয়ারে বসাইয়া দিয়া সে বলিল, "তুই বোস বসুধা, যাসনে।" তাহার পর সুবিমলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আমার তাতে সম্মতি নেই!"

শান্ত কণ্ঠে সুবিমল জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"আপনার হিসেবকে আমি অসঙ্গত হিসেব মনে করি বলে।"

তেমনি শান্ত কণ্ঠে সুবিমল বলিল, "আমাকে ক্ষমা করবেন মিসেস্

সেন, দয়া করে আপনি আমাকে বলুন, কেন আমার হিসেবকে আপনি অসঙ্গত হিসেব মনে করেন।"

এবার আর লতিকা নিজেকে সামলাইয়া রাখিতে পারিল না; উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া দৃপ্ত কণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা, ডক্টর মিত্র, দুটি দুর্ভাগা মেয়ের জীবন নষ্ট করতে আপনি উদ্যত হয়েছেন, তবুও বলবেন, কেন আপনার হিসেবকে আমি অসঙ্গত মনে করি? সুলেখার কথা না হয় ছেড়েই দিই, তার কথা ত আপনার সঙ্গে অনেক কিছুই হয়েছে।—আমার এই নিরীহ ভালমানুষ ননদটা আপনার কাছে কি এমন অপরাধ করেছে বলুন ত, যার জন্যে এমন করে আপনি তাকে ফাঁদে ফেলেছেন!"

সুবিমল বলিল, "ফাঁদে ফেলতে হয় না মিসেস্ সেন, মানুষে আপনা-আপনিই ফাঁদে পড়ে। আমিই যে আপনার ঐ নিরীহ ভাল-মানুষ ননদটির ফাঁদে পড়িনি, তাই বা আপনি কেমন করে বলতে পারেন? কবি বলেছেন, প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে?"

লতিকা বলিল, "এ সব কথা আপনি আপনার বন্ধুর কাছে গিয়ে বলবেন, তিনি শুনে খুব খুশি হবেন। তিনি আবার বলেন, সুলেখার অপরাধের প্রতিশোধের জন্যে তাঁর ভগ্নীর ঘাড় ভেঙে আপনি বুনো বিচার করছেন। বুনো যে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই! তা নইলে 'সু' অক্ষর খোদা ঐ আংটিটা আপনি বসুধাকে কখনো দিতে পারতেন না! আচ্ছা, উকো দিয়ে অক্ষরটা তুলে দেবার দয়াটুকুও আপনি করতে পারেন নি?"

নিরপরাধ 'সু' অক্ষরটা কি জন্য অত আপত্তিজনক, সহসা তাহার তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সুবিমল বলিল, "উকো দিয়ে আংটিটা থেকে অক্ষরটা তুলে দেওয়া হয়ত সহজ; কিন্তু মিসেস্ সেন,

উঁকো দিয়ে মন থেকে ঐ অক্ষরটা তুলে দেওয়া ত কিছু কঠিন হতে পারে।”

লতিকা বলিল, “সেইজন্যেই ত আপনার আচরণ এত নির্মম! বোকা মেয়েটা আবার খুঁজে পেতে ঐ ‘সু’ অক্ষরের একটা কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করছিল!”

কৈফিয়ৎটা বসুধা কি প্রকারের দিতে চেষ্টা করিয়াছিল জানিবার জন্য সুবিমলের প্রবল ঔৎসুক্য হইল। কিন্তু সে কথা লতিকাকে জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহসও হইল না, সময়ও হইল না। লতিকা বলিল, “আমার কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয় তা হলে আজ সকালে লাবণ্য দিদি আমাকে যে চিঠি লিখেছেন সেটা পড়ে দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন কী ভীষণ নির্মমতা করতে আপনি উদ্যত হয়েছেন। আপনি এক মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি চিঠিটা নিয়ে আসছি।” বলিয়া লতিকা দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

সুবিমল বলিল, “আর ত বকুনি খেতে পারা যায় না বসুধা। বল'ত সব কথা বউদিদির কাছে খুলে বলি।”

বসুধা বলিল, “তা হলে আগে দাদার অনুমতি নেওয়া দরকার।”

সুবিমল বলিল, “মরুক গে, আর একটা রাত্রি বই ত নয়। কোনো রকম করে পালিয়ে-টালিয়ে গা ঢাকা দিয়ে কাটিয়ে দেওয়া যাক। কিন্তু ‘সু’ অক্ষরের তুমি কি কৈফিয়ৎ দিয়েছিলে বল ত বসুধা।”

একবার নিমেষের জন্য সুবিমলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া ঈষৎ আরক্ত মুখে বসুধা বলিল, “আমি বলেছিলাম, ‘সু’ অক্ষর আমার নামের মধ্য অক্ষর।”

বিস্মিত এবং পুলকিত হইয়া সুবিমল বলিল, “চমৎকার! কিন্তু তোমার বউদিদি ও অক্ষরটাকে অত আপত্তিজনক মনে করেন কেন?”

বসুধা বলিল, "তিনি মনে করেন, 'সু' অক্ষর সুলেখা দিদির নামের আদ্যক্ষর।"

"আরও চমৎকার! তিন-তিনজনকে জড়িয়ে 'সু' অক্ষরটা আশ্চর্য রকম মানান দিয়ে চলেছে ত!" বলিয়া সুবিমল উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করিয়া সুবিমলের হস্তে লাবণ্যর পত্র-খানা দিয়া লতিকা বলিল, "আপনি হাসতে পারেন, কিন্তু লাবণ্য দিদির চিঠিখানা পড়ে দেখলে বুঝতে পারবেন, হাসবার মতই ব্যাপারটা অত হাল্কা দাঁড়ায় নি।"

অপ্রতিভ হইয়া সুবিমল বলিল, "আমাকে কিন্তু অতটা হৃদয়হীন ভাববেন না মিসেস্ সেন। হাসবার অন্য কারণ থাকাও আশ্চর্য নয়।" বলিয়া সে লাবণ্যর পত্র পাঠ করিতে লাগিল।

ঘণ্টা তিনেক পরে লতিকার নিকট হইতে এই পত্রের উত্তর পাঠ করিতে করিতে লাবণ্য নিদারুণ দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল।

প্রশান্ত বলিল, "তুমি করতে গেলে এক, হয়ে দাঁড়াল আর! হিতে বিপরীত হ'ল বিনয়!"

বিনয় বলিল, "সেইজন্যেই ত' বলে দাদা, নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।"

হরিপদ বলিল, "তোমরা একটু জোর করে এটা নিবারণ করতে পার না বিনয়?"

এ কথার উত্তরে সুলেখা ও গৌরহরির দৃষ্টান্তের ইঙ্গিত দিয়া বিনয় যে আক্ষেপ প্রকাশ করিল, তাহাতে আর উপস্থিত কাহারো মুখে কোনো সদুত্তর জোগাইল না।

বত্রিশ

পরদিন সকাল সাড়ে আটটার সময়ে হরিপদ, প্রশান্ত এবং লাবণ্য নীচেকার দক্ষিণ দিকের বারন্দায় বসিয়া ছিল। হরিপদ এবং প্রশান্তর মধ্যে মাঝে মাঝে কথাবার্তা হইতেছিল, লাবণ্য কিন্তু ছিল নিঃশব্দ বিমর্ষ-মুখে গভীর দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন।

গত রাত্রে বিনয় প্রস্থান করিবামাত্র সে শয্যা গ্রহণ করে। হরিপদর অত্যধিক পীড়াপীড়িতে আহারের সময়ে অল্পক্ষণের জন্য একবার উঠিয়াছিল বটে; কিন্তু আহার্য বস্তু সামান্য একটু নাড়িয়া চাড়িয়া, দুই চারবার মুখে দিয়া উঠিয়া পড়িয়া, তখনি পুনরায় শয্যা গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং গত রাত্রে এ বিষয়ে তাহার সহিত কোনো কথাবার্তা হইতে পারে নাই। আজ হরিপদ এবং প্রশান্তর মধ্যে কথাটা অল্প অল্প করিয়া আলোচিত হইতেছিল।

প্রশান্ত বলিল, "গত আট দশ দিন ধরে ঘটনাগুলো এমন অদ্ভুত অসঙ্গতির সঙ্গে ঘটেছে যে, সময়ে সময়ে মনে হয় যেন এ-সব সত্যসত্যিই বাস্তব ঘটনা নয়।"

হরিপদ বলিল, "আমারও ঠিক সেই রকমই মনে হয় প্রশান্ত। মনে হয় এ সমস্ত ঘটনাই অকস্মাৎ একদিন অলীক দুঃস্বপ্নের মতো কেটে যাবে। অবনীশ আর সুলেখার দৃঢ় বাঁধন এত সহজে ছিন্ন হতে পারে, এ আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।"

অতি ক্ষীণ আশ্বাসের এই দুর্বল কথাটুকুতে মনে মনে একটু শক্তি-লাভ করিয়া লাবণ্য এতক্ষণে কথা কহিল; আর্তকণ্ঠে বলিল, "ছিন্ন হতে আর বাকি রইলো কি দাদা? সে হতভাগী ত নিজের হাতেই ছিন্ন করে গেছে; যেটুকু বাকি ছিল, এ-ও একেবারে পাকা করে ফেললে!"

প্রশান্ত বলিল, "সুলেখাকে এখনো হয়ত আমি ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু অবনীশের আচরণের ক্ষমা নেই! একটা শিক্ষিত পুরুষমানুষ যে, এমন অবলীলার সঙ্গে এ-রকম গুরুতর অপরাধ করতে পারে তা ধারণাই করা যায় না!"

লাবণ্য বলিল, "এ শুধু সুলেখার ওপর আক্রোশ করে করছে। মধ্যে থেকে আর একটা নিরীহ মেয়ের সর্বনাশ হতে বসেছে।"

হরিপদ বলিল, "সত্যি! বট্যানি পড়াবার ছুতো করে একটা ভাল-মানুষ মেয়েকে এমন ভাবে জালে জড়াবার কথা, কাল লতিকার চিঠিতে পড়ে আর বিনয়ের মুখে শুনে, সত্যিসত্যিই অবাক হয়ে গেছি!"

ক্ষণকাল তিনজনে নিজ নিজ চিন্তায় মগ্ন হইয়া চুপ করিয়া রহিল, মৌন ভঙ্গ করিল লাবণ্য। প্রশান্তর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তুমি কি আজ একবার বিনয়-ঠাকুরপোর বাড়ি গিয়ে অবনীশের মতিগতি ফেরাবার একটু চেষ্টা করবে না?"

মনে মনে এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া প্রশান্ত বলিল, "যেতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু গিয়ে কোন ফল হবে বলে মনে হয় না। লাভের মধ্যে হয়ত' অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে হবে। ওর সঙ্গে আলাপ জমাবার জন্যে প্রথম দিকে দিন দুই গিয়েছিলামও ত। কিন্তু যে মানুষ কাছে বসতেই চায় না, দুটো একটা সাধারণ কথাবার্তা কয়ে উঠে চলে যায়, তার সঙ্গে আলাপ জমবে কি করে বল? তা ছাড়া, দ্বিতীয় দিনে যে-দুটো কথা ও আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তা শুনে আর তৃতীয় দিন সেখানে যাবার পথ খুঁজে পাইনি।"

সকৌতূহলে হরিপদ জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা জিজ্ঞাসা করেছিল?"

প্রশান্ত বলিল. "বলেছিলাম আপনাদের, ভুলে গেছেন। জিজ্ঞাসা করেছিল, সুলেখা কোথায় আছে তা আমি জানি কি-না, আর গিয়ে পর্যন্ত সে আমাদের কোনো চিঠিপত্র লিখেছে কি-না। বাধ্য হয়ে আমাকে

বলতে হয়েছিল, কোথায় সে আছে তা ঠিক বলতে পারিনে, সেদিন স্টেশনে মির্জাপুরের নাম করেছিলাম শুধু অনুমানে; আর, চিঠি-পত্র যে লেখেনি, সে কথা স্বীকার না করে উপায় ছিল না। আজও যদি আমার কাছ থেকে সেই একই উত্তর শুনে সে বলে, 'যে লোক আপনাদের এমন সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেছে যে, কোথায় যাচ্ছে তা জানিয়েও যায়নি, আর কোথায় গেছে তা জানাবার দরকার আছে বলেও মনে করছে না, কোন্ দাবিতে তার হয়ে আপনি ওকালতি করতে এসেছেন?' তখন আমি কি বলব বলুন ত?"

চিন্তাপীড়িতমুখে ক্ষণকাল নীরবে অবস্থান করিয়া হরিপদ বলিল, "সে কথা ঠিক; কিন্তু নিশ্চেষ্ট হয়ে চুপ করে বসে থাকাও ত যায় না প্রশান্ত, আমি বলি তুমি না-হয় ভাল করে বিনয়কেই একবার চেপে ধর।"

সবিস্ময়ে হরিপদর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশান্ত বলিল, "বিনয়কে চেপে ধরে কি হবে?"

সে কথার সোজা উত্তর না দিয়া হরিপদ বলিল, "আমার কেমন মনে হয়, নিজের স্বার্থটা বিনয় যতটা দেখছে, আমাদেরটা তত দেখছে না।"

"বিনয়ের নিজের স্বার্থ আবার কি?"

"ভগ্নীদায় থেকে উদ্ধার পাওয়া।"

প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া প্রশান্ত বলিল, "না, না, দাদা! এ আপনার নিশ্চয় ভুল ধারণা।"

লাবণ্য বলিল, "কিন্তু কথাটা এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবার মত হাল্কাও ঠিক নয়। আমারও মাঝে মাঝে ঐ রকম সন্দেহই হয়েছে।"

হরিপদ বলিল, "অথচ লতিকার বিরুদ্ধে এ রকম সন্দেহ ত' আমাদের হয় না।"

লাবণ্য বলিল, "না, একেবারেই না।"

বাহিরে রাজপথে পরিচিত হর্নের শব্দ শোনা গেল। প্রশান্ত বলিল, "বিনয়ের মোটর আসছে। গাড়িতে বিনয় যদি থাকে ত' বেশ ত, আপনারাই তাকে চেপে ধরুন না দাদা।"

দেখিতে দেখিতে বিনয়ের মোটরকার গাড়িবারান্দায় আসিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, এবং তাহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল একমাত্র বিনয়।

নিকটে আসিয়া একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া সে মুখ গম্ভীর করিল।

প্রশান্ত বলিল, "কি খবর বিনয়?"

বিনয় বলিল, "খবর খুবই গুরুতর দাদা! অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই আমরা সেটা নিবারণ করতে পারলাম না।"

শান্তকণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "কি নিবারণ করতে পারলে না, বল।"

বিনয় বলিল, "আজ দুপুর বারোটা দশের দিল্লী এক্সপ্রেসে অবনীশ পাটনা চলে যাচ্ছে। সেখানে না-কি ওর একটা অত্যন্ত জরুরি কাজ অসমাপ্ত হয়ে পড়ে আছে। পাটনা যাবার আগে বসুধার সঙ্গে ওর বিয়ের কথা একেবারে পাকা করে যেতে চায়। তাই শুভক্ষণ দেখে বেলা দশটার সময়ে একটা আশীর্বাদ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হতে হয়েছে। মাঘ মাসের প্রথম তারিখেই ও বসুধাকে বিয়ে করবে বলে জানিয়েছে।"

বিনয়ের কথা শুনিয়া লাবণ্য একটা অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

প্রশান্ত বলিল, "তুমি কি তাই আজকের আশীর্বাদ অনুষ্ঠানে আমাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছ?"

বিনয় বলিল, "সে কথা মুখ দিয়ে কিছুতেই বেরোচ্ছিল না দাদা, কিন্তু তারা দুজনে জোর করে আমাকে ঠিক সেই জন্যেই আপনাদের কাছে পাঠিয়েছে। তারা বলে, আপনাদের তিনজনের মন-খোলা আশীর্বাদ পেলে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন শুভ হবে, সুন্দর হবে।"

প্রশান্ত বলিল, "ধন্যবাদ তাদের। কিন্তু তারা কি মনটাকে এতই সহজ ব্যাপার মনে করে যে, যখন-তখন যেমন-তেমন অবস্থায় ইচ্ছে করলেই সেটাকে খোলা যায়?"

লাবণ্য বলিল, "ঠাকুরপো! তারা কি এ কথাও মনে করে যে, এমনি করে আমাদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে না দিলে কিছুতেই তাদের মিলন সর্বাঙ্গসুন্দর হবে না?"

হরিপদ বলিল, "ইংরিজিতে একেই বলে adding insult to injury।"

বিনয় বলিল, "এ সমস্ত কথাই ঠিক, কিন্তু উপায়ও ত নেই বড়দা। ওই ইংরিজিতেই আর একটা কথা বলে, what cannot be cured must be endured। আমি ত সাধ্যের ত্রুটি করিনি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই একই কথা বুঝেছি যে, নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।"

হঠাৎ হরিপদ আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া বিনয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া দুই হাত দিয়া তাহার দুই হাত সবলে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "না, না, বিনয়, নিয়তির দোহাই দিয়ে তোমার এড়িয়ে গেলে চলবে না ভাই! আমাদের স্বার্থের দিকে ষোল আনা দৃষ্টি রেখে তুমি একবার বিশেষভাবে চেষ্টা করে দেখ।"

কপট বিহ্বলতার সহিত হরিপদর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিনয় বলিল, "এ কথার মানে ত ঠিক বুঝলাম না বড়দা! আপনাদের স্বার্থের দিক কী বলছেন? আপনাদের স্বার্থের সঙ্গে আমার স্বার্থের কোনো পার্থক্য আছে বলে আপনি মনে করেন না-কি?"

ইঙ্গিতে এবং অবয়বে ঈষৎ দ্বিধার ভাব দেখাইয়া হরিপদ বলিল, "তা, একটু পার্থক্য আছে বইকি ভাই। যে ব্যাপার ঘটতে চলেছে তাতে তোমার দিকে, তা যত সামান্যই হোক না কেন, একটা সুবিধের কথাও আছে তা বলতে হবে বই কি।"

তীক্ষ্ণ নেত্রে হরিপদর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিনয় বলিল, "কি সুবিধে বলুন ?"

সামান্য একটু ইতস্তত করিয়া মুখে অপ্রতিভতার ক্ষীণ হাস্য ফুটাইয়া হরিপদ বলিল, "ভগ্নীদায় থেকে তুমি ত মুক্তি পাচ্ছ বিনয়।"

এ কথার প্রতিবাদ করিল প্রশান্ত। ঈষৎ বিরক্তির সুরে সে বলিল, "না, না, দাদা, কেবলমাত্র অনুমানের ওপর নির্ভর করে আপনি কিন্তু বিনয়ের প্রতি অবিচার করছেন। বিনয়ের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করবার কোনো কারণই দেখা যায় না।"

দৃষ্টির কঠোরতা লঘু করিয়া লইয়া প্রশান্তর দিকে চাহিয়া বিনয় বলিল, "শুনুন দাদা, কারণ না দেখা যাবার একমাত্র কারণ হচ্ছে, কোনো কারণের অস্তিত্বই নেই। এ কথা স্বচ্ছন্দ মনে বলতে পারি যে, মুহূর্তের জন্যেও আমি আপনাদের স্বার্থের বিন্দুমাত্র বিরুদ্ধাচরণ করিনি; কাজে ত নয়-ই, চিন্তাতেও নয়। অথচ এদিকে বড়দা বলছেন, ভগ্নীদায় থেকে আমি মুক্তি পাচ্ছি; ওদিকে লতিকাও সেই একই কথা বলে, ভগ্নীদায় থেকে মুক্তি পাচ্ছ! ভগ্নীদায় থেকে মুক্তি পাচ্ছি নিশ্চয়, কিন্তু এর জন্যে কেউ যদি দায়ী হন ত একমাত্র বড়দাই দায়ী।" বলিয়া ঈষৎ আস্ফালনের ভঙ্গিতে হরিপদর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

বিস্ময়চকিত কণ্ঠে হরিপদ বলিল, "কি বলছ হে বিনয়! এর জন্যে আমি দায়ী ?"

বিনয় বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, মূলত আপনিই দায়ী। গৌরহরির মত একজন অত্যন্ত গোলমেলে আর ফন্দীবাজ লোককে আপনি যদি এলাহাবাদে না পাঠাতেন তা হলে আজ আমার এমনভাবে ভগ্নীদায় থেকে উদ্ধার পাবার কোন কারণই ঘটত না।" তাহার পর হরিপদকে কোনো উত্তর দিবার অবসর না দিয়া রিস্টওয়াচের দিকে চাহিয়া দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "ঈশ! সাড়ে নটা বেজে গেছে!

আর একেবারেই সময় নেই।" প্রশান্তর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তা হলে ওদের কি বলব বলুন দাদা।"

মনে মনে এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া প্রশান্ত বলিল, "বোলো, জীবনে তারা অসুখী হোক, এ অবশ্য আমরা নিশ্চয়ই কামনা করিনে। কিন্তু আমরা নিজেরা গিয়ে তাদের আশীর্বাদ করে আসব, আমাদের কাছে এতটা উদারতা প্রত্যাশা করার মধ্যেও তাদের একটা নির্মমতা আছে।"

স্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া বিনয় বলিল, "আচ্ছা, তাই বলব। আপনার এ কথায় আপত্তি করবার মতো কিছু আছে বলে আমি মনে করিনে।" তাহার পর সমবেদনার করুণনেত্রে লাবণ্যর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আর্তকণ্ঠে বলিল, "যে দল আপনার এই গভীর মনঃপীড়ার কারণ হয়েছে, যে-ভাবেই হোক তাদের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ার জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন বউদি। অচিরে ভগবান আপনার মনে শান্তি ফিরিয়ে আনুন একান্ত মনে সেই প্রার্থনাই করি।" বলিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

তেত্রিশ

গেট পার হইয়া বিনয়ের গাড়ি রাজপথে অদৃশ্য হওয়া মাত্র হরিপদ বলিল, "শুনলে একবার কথা? বলে মূলত আমিই দায়ী! আচ্ছা, তা হলে ত' তোমাকেও দায়ী করতে পারত প্রশান্ত; বলতে পারত, তুমি আমাকে ড্রাইভার পাঠাবার কথা না লিখলে গৌরহরির এলাহাবাদে আসা সম্ভব হতে পারত না!"

এ কথার কোনো উত্তর দিবার প্রয়োজন নাই মনে করিয়া প্রশান্ত চুপ করিয়া রহিল।

ক্ষণকাল পরে দুঃখার্দ্র কণ্ঠে লাবণ্য বলিল, "কোনো উপায় আর নেই কি তা' হলে?"

প্রশান্ত বলিল, "কি উপায় বল?"

"পুলিসে খবর দিয়ে বিয়ে বন্ধ করা যায় না?"

প্রশান্ত বলিল, "বিগ্যামি ত' আমাদের দেশে একটা অপরাধ নয় লাবণ্য। নিরপরাধ লোকের বিরুদ্ধে পুলিসে কি খবর দেবে তুমি বল?"

গভীর বিস্ময়ের সহিত লাবণ্য বলিল, "এত বড় অপরাধ করতে যে উদ্যত হয়েছে, সে নিরপরাধ?"

প্রশান্ত বলিল, "আইনের চক্ষে নিরপরাধ। অনেক সময়েই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আইনের দৃষ্টিভঙ্গির মিল হয় না। কোনো কোনো সময়ে আবার আইন অন্ধ, বধির।"

হরিপদ বলিল, "কিন্তু সিভিল স্যুট দায়ের করে ইন্‌জঙ্কশন্ নেওয়া যায় না?"

এ প্রস্তাব আলোচিত হওয়ার সময় পাওয়া গেল না,—গাছপালার স্বল্পপরিসর অন্তরালের মধ্য দিয়া দেখা গেল গেট অতিক্রম করিয়া একটা মোটরকার কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করিতেছে।

প্রশান্ত বলিল, "আবার কে আসে?"

হরিপদ বলিল, "বোধহয় তোমার সেই প্রতাপগড়ের কালা মক্কেল।" তাহার পর সহসা তড়িতবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "না, না! এ যে সামনে বসে মথুরা আর গৌরহরি!" পর মুহূর্তে দুই চার পা আগাইয়া গিয়া পিছন ফিরিয়া প্রশান্ত ও লাবণ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তোমরা এস, এস! সুলেখাও এসেছে!" বলিয়া দ্রুতপদে গাড়ি বারান্দার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

হরিপদকে অনুসরণ করিয়া প্রশান্ত এবং লাবণ্যও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

গাড়ি থামিবামাত্র দরজা খুলিয়া উৎসাহভরে নামিয়া পড়িয়া মথুরা নত হইয়া হরিপদ, প্রশান্ত ও লাবণ্যকে অভিবাদন করিল। মুখে তাহার আত্মপ্রসাদ ও আত্মগৌরবের স্থূল হাসি।

উৎফুল্লকণ্ঠে হরিপদ বলিল, "ব্যাপার কি মথুরানাথজী! সন্ধ্যের সময় ত গেলেন, আর রাতারাতি এদের সঙ্গে করে বাড়ি ফিরে এলেন? ব্যাপার কি বলুন ত?"

মথুরানাথের মুখমণ্ডলে বিজয়ের প্রদীপ্ত জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল; মৃদু হাসিয়া বলিল, "ঠিকানেসে করনেসে সব কাম হাসিল হোতা হ্যায় মামুজী। হিকমৎকা বাত হ্যায়।" তাহার পর ট্যাক্সিওয়ালাকে ভাড়া চুকাইয়া বিদায় করিয়া বলিল, "আচ্ছা মামুজী, পিছে আপসে মিলেঙ্গে, ঔর বিলকুল কিস্‌সা কহেঙ্গে।"

হরিপদ বলিল, "তাই হবে মথুরানাথজী।" মনে মনে বলিল, 'আমার রচিত কিস্‌সা আমাকে শোনাবার কি-রকম সুযোগ তুমি পাও তা এখনি দেখা যাবে।'

পুনরায় সকলকে অভিবাদন করিয়া মথুরা প্রস্থান করিল।

ইত্যবসরে সুলেখা বারান্দায় উঠিয়া নতমস্তকে এক পাশে নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল। মুখে তাহার দুষ্কৃতিজনিত ক্ষোভের সুস্পষ্ট কালিমা।

মথুরানাথের উপস্থিতিকালে কোন পক্ষই আসল বিষয়ের উল্লেখ করা সমীচীন মনে করে নাই। মথুরানাথ প্রস্থান করিবামাত্র সুলেখা ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিয়া অপরাধী ব্যক্তির সকুণ্ঠ ভঙ্গীর সহিত হরিপদ, প্রশান্ত এবং লাবণ্যকে প্রণাম করিল।

সুলেখার অভিনয়-নৈপুণ্যের উৎকৃষ্টতা দেখিয়া মনে মনে খুশি হইয়া রুষ্টমুখে হরিপদ বলিল, "কি ব্যাপার সুলেখা! কি কাণ্ড করলি বল ত! কোথায় ছিলি এতদিন?"

অমার্জনীয় অপরাধের উত্তর নাই। সুলেখা নতনেত্রে নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রশান্ত বলিল, "এ সব কথা পরে হলেও চলবে। এখন ও বাড়ির কথা ভেবে কি করা যেতে পারে, তাড়াতাড়ি সেই পরামর্শ করুন।"

ব্যগ্রকণ্ঠে লাবণ্য বলিল, "ওগো! সে পরামর্শের সময়ও নেই! চল, সুলেখাকে নিয়ে সকলে মিলে আগে বিনয় ঠাকুরপোর·বাড়ি গিয়ে পড়া যাক্।"

বিহ্বলনেত্রে লাবণ্যর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুলেখা বলিল, "কেন, সেখানে কি হচ্ছে দিদি?"

সুলেখা কর্তৃক সম্বোধিত হওয়ার উত্তেজনায় সহসা লাবণ্য তাহার সমস্ত স্থৈর্য হারাইল। অন্তরের সকল স্থান জুড়িয়া পলে পলে সঞ্চিত ক্রোধ কটু বাক্যের রূপ ধারণ করিয়া কণ্ঠ দিয়া নির্গত হইল। উচ্ছ্বসিত স্বরে সে বলিল, "সেখানে তোমার পিণ্ডি চটকানো হচ্ছে! তোমার এই চমৎকার ব্যবহারে খুশি হয়ে অবনীশ বসুধাকে বিয়ে করবার ব্যবস্থা করছে!"

শুনিয়া প্রথমটা সুলেখার মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করিল; তাহার পর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া সে বলিল, "না, না, কখনই তা হতে পারে না। এ একেবারে অসম্ভব। এ তুমি ভুল বলছ দিদি।"

রুষ্টনেত্রে একমুহূর্ত সুলেখার দিকে চাহিয়া থাকিয়া লাবণ্য বলিল, "ও, ভুল বলছি! অর্থাৎ, সেখানে তুমি যেতে চাও না আর কি!"

সুলেখা বলিল, "যেতে চাইব না কেন? এখনি যাচ্ছি, চল। কিন্তু নিশ্চয় এ তুমি ভুল বলছ।"

প্রশান্ত ও লাবণ্য মনে করিয়াছিল, 'গৌরহরি' স্থানান্তরে গিয়াছে। কিন্তু সুযোগ বুঝিয়া আবির্ভূত হইবার অভিপ্রায়ে এতক্ষণ সে একটা থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতেছিল। অকস্মাৎ

তথা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সামরিক কায়দায় সকলকে স্যালিউট করিয়া প্রশান্তর দিকে চাহিয়া বলিল, "আমিও ত যাব স্যার?"

বলা বাহুল্য, ড্রাইভারের পোষাকেই অবনীশ সজ্জিত ছিল।

যত নষ্টের মূল 'গৌরহরিকে' সহসা নিকটে দেখিয়া প্রশান্তর ক্রোধ অগ্নিসংযুক্ত বারুদের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করিয়া বলিল, "Get out you devil! Get out! যাও! গেটের পাশে দরোয়ানের কাছে গিয়ে বস!"

একমুহূর্ত নিঃশব্দে প্রশান্তর দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে অবনীশ বলিল, "তাহলে আর দারোয়ানের কাছে কেন স্যার? একেবারে সিধে বিদেয় হয়েই যাই। আমার মা—মা—মা—মা—আইনেটা চুকিয়ে দিন, less পাঁ—পাঁ—পাঁ—আঁচ টাকা ফা—ফা—ফা—আইন।"

শুনিয়া হরিপদ অন্যদিকে ফিরিয়া তাহার নিঃশব্দহাস্যপূর্ণ মুখ লুকাইল।

উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া প্রশান্ত বলিল, "আবার ন্যাকামি করে তোৎলা হওয়া হয়েছে! দেখাচ্ছি মজা!"

অবনীশ বলিল, "ন্যা—ন্যা—ন্যা—অ্যাঁকামি নয় স্যার। আমি রেগে গেলে তো—তো—তো—ওৎলা হই।"

প্রশান্ত বলিল, "বার করছি তোমার ওৎলা হওয়া! নিয়ে আসছি বন্দুক। আজ আমি তোমাকে শুট্ করব!" বলিয়া ঝাঁকিয়া উঠিল।

একলম্ফে হরিপদর পশ্চাতে আশ্রয় লইয়া অবনীশ চিৎকার করিয়া উঠিল, "দা—দা—দা—আদা, বাঁ—বাঁ—আঁচান! বলে শু—শু—শু—উট করব!"

অতিকষ্টে হাস্য দমন করিয়া গম্ভীরমুখে সুলেখা বলিল, "আমি বলি জামাইবাবু, যে জট পাকিয়েছে, তা যদি ভাল করে ছাড়াতে চান,

তাহলে গৌরহরিবাবুকেও সঙ্গে নিয়ে চলুন। বিচার যদি আপনারা করেন, তাহলে উনি হবেন আমার পক্ষে প্রধান সাক্ষী।"

হরিপদ বলিল, "আমিও বলি প্রশান্ত, গৌরের উপস্থিতির দরকার হয়ত হতে পারে।"

কুঞ্চিত নেত্রে একমুহূর্ত চিন্তা করিয়া প্রশান্ত বলিল, "তাহলে চলুক।"

হরিপদর পিছন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া প্রফুল্লমুখে অবনীশ বলিল, "ভক্সলটা তাহলে বার করে আনি স্যার?"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "খবরদার, তুমি না, মোসাহেব আনবে।"

"যে আজ্ঞে, তাই হবে।" বলিয়া দুই লাফে সিঁড়ি অবতরণ করিয়া অবনীশ গ্যারেজের দিকে ছুট দিল; তাহার পর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মোসাহেবের পাশে বসিয়া গাড়িবারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

চৌত্রিশ

প্রশান্তর ভক্সল গাড়ির পরিচিত হর্নের শব্দ শুনিয়া লতিকা দ্রুতপদে বাহিরে ছুটিয়া আসিল। তখন সুলেখা সকলের শেষে গাড়ি হইতে অবতরণ করিতেছে।

সুলেখাকে দেখিয়া বিস্ময়ে ও আবেগে লতিকা চিৎকার করিয়া উঠিল, "এ কি! আপনি এসেছেন? আসুন! আসুন! শীঘ্র আসুন! ছি, ছি! এত দেরীও করতে আছে!" বলিয়া সে ক্ষিপ্রপদে অন্দরের দিকে অগ্রসর হইল। চলিতে চলিতে পিছন ফিরিয়া পশ্চাদনুবর্তিনী লাবণ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখ ভাই দিদি, এখনও যদি কোন রকমে সামলাতে পার!"

লতিকার পিছনে পিছনে সকলে ত্বরিতপদে একটা প্রশস্ত কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সেই কক্ষে দুইখানি সুদৃশ্য গালিচার আসনে সুবিমল ও বসুধা

পাশাপাশি উপবিষ্ট। সম্মুখে উজ্জ্বল রজতপাত্রে ধান্য, দূর্বা, পুষ্প ও শ্বেত চন্দন। অপর একখানি রৌপ্যপাত্রে দুইগাছি মাল্য ; একটি গাঁদা ফুলের, অপরটি সূর্যমুখীর।

সমস্ত আয়োজনের সম্মুখে বসিয়া বিনয়। মুখে তাহার আনন্দের সমুজ্জ্বল দীপ্তি।

নিকটে উপস্থিত হইয়া পাত্র-পাত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুলেখা বলিল, "এই যে! বেশ অনেকখানিই এগিয়ে গেছে দেখছি! তাহলে সুরু যা হয়েছে, তা সারাই হোক। এই কদিনেই এতটা অধিকার করে নিয়েছ বসুধা?"

সুমিষ্ট মুখে বসুধা বলিল, "তোমারই কল্যাণে সুলেখাদিদি!"

সুলেখা বলিল, "ও! তাই নাকি? এখন তাহলে আমাকে কি করতে হবে বল?"

তেমনি প্রসন্ন মুখে বসুধা বলিল, "তোমাকে? তোমাকে আশীর্বাদ করতে হবে ভাই। তোমার আশীর্বাদ পেলে তবে ত' আমাদের মিলন শুভ হবে।"

সকলের পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল অবনীশ। সহসা তাহাকে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে দেখিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে লতিকা বলিল, "এ কি। আপনি এখানে এসেছেন কেন?"

সহাস্যমুখে অবনীশ বলিল, "এই মিলন পাকা করতে এসেছি সেন-মেমসায়েব! এই মিলন পাকা হলে আমি আমার ছদ্মবেশিনী প্রিয়াকে আমার সহজ বেশে ফিরে পাব।"

গভীর বিস্ময়ে লতিকা বলিল, "কে আপনার ছদ্মবেশিনী প্রিয়া?"

অবনীশ এ কথার কোন বাচনিক উত্তর দিল না, কিন্তু তাহার সঙ্কেতময় দৃষ্টিকে অনুসরণ করিয়া লতিকা চাহিয়া দেখিল, সুলেখার কুঞ্চিত চক্ষে সুমধুর ভর্ৎসনার নিষ্কলুষ দীপ্তি চিক্ চিক্ করিতেছে।

অগ্রসরোদ্যত অবনীশের বাম বাহু চাপিয়া ধরিয়া হরিপদ বলিল, "তুমি কোথাকার কে হে, সকলকে ঠেলে ঠুলে এগিয়ে চলেছ? কানপুরে পালিয়েছিলে, এখন কান কি রকম করে রক্ষে করবে, কোথাও বসে সেই চিন্তা করগে।"

"কি ব্যাপার বল দেখি?" বলিয়া গভীর বিস্ময়ে স্বামীর দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র লাবণ্য দেখিল নিঃশব্দ পুলকের সানন্দ প্রভায় প্রশান্তর মুখ উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে।

স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "বুঝতে পারছ না লাবণ্য, এরা আমাদের দারুণ ঠকান ঠকিয়েছে!" তাহার পর বাম বাহু দিয়া অবনীশকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "ইনি হচ্ছেন তোমার ভগ্নীপতি, আমার ভায়রাভাই, আর ঐ পেছন-ফেরা শ্যালিকার ছদ্মবেশী স্বামী ডক্টর অবনীশ মিত্র।"

উগ্র বিস্ময়ে সুবিমলের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া লাবণ্য বলিল, "আর উনি?"

এ কথার উত্তর দিল স্বয়ং সুবিমল। বলিল, "ইনি হচ্ছেন ডক্টর মিত্রের খোলস-পরা নকল অবনীশ; আসলে কিন্তু নিতান্ত নিরীহ নিরপরাধ সুবিমল।"

সুবিমলের কথা শুনিয়া সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে কুৎসিত অতীতের ব্রণাঙ্কিত দেহ নিরাময় হইয়া পবিত্র শ্রীতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে বিপুল হর্ষধ্বনি এবং ঘন ঘন শঙ্খরোলের মধ্যে আশীর্বাদের পর্ব আরম্ভ হইল। প্রথমে সুলেখা সূর্যমুখীর মালা বসুধাকে, এবং অবনীশ গাঁদা ফুলের মালা সুবিমলকে পরাইয়া দিল। তাহার পর ধান্য, দূর্বা ও চন্দন দিয়া হরিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে সকলে আসন্ন ভবিষ্যতের বরবধূকে মন খুলিয়া আশীর্বাদ করিল।

আশীর্বাদের পর প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা ছিল।

জলযোগান্তে অবনীশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া লাবণ্যর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল, "সাহেব, এইবার আমার মা—মা—আইনেটা চু—চু—চু—উকিয়ে দিন!"

অবনীশের এই যুগপৎ টেরামি এবং তোৎলামির কসরৎ দেখিয়া সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

সহাস্যমুখে লাবণ্য বলিল, "মাইনে পাবে বই কি। বাড়ি চল ত আগে, তারপর মাইনেটা সায়েবের হাত থেকে না পেয়ে মেমসাহেবের হাত থেকেই বেশ ভাল করে পাবে।"

পুনরায় একটা উচ্চ হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল।

ক্ষণকাল পরে কথাবার্তার মধ্যে দিয়া ক্রমশ মেয়েরা একটা ঘরে, এবং পুরুষেরা অপর একটা ঘরে বিভক্ত হইয়া পড়িল।

পুরুষদের কক্ষে অবনীশ অভিমানের গভীর স্বরে প্রশান্তকে বলিতে-ছিল, "কত রকম সন্দেহ করে কত তিরস্কার করেছেন দাদা, কিন্তু আশ্চর্য! এ সন্দেহ একবারও করলেন না যে, যে ড্রাইভার আপনার শালীকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাতে পারে, সে কেবলমাত্র ড্রাইভার না হতেও পারে?"

ঠিক সেই সময়ে মেয়েদের ঘরে তেমনি অভিমানের স্বরে সুলেখা লাবণ্যকে বলিতেছিল, "আচ্ছা দিদি, তোমার বোনের ওপর এ বিশ্বাসটুকু তুমি কেমন করে হারালে যে, একবারও তোমার মনে হল না, যে-ড্রাইভার গভীর রাত্রে তোমার বোনের ঘরে ঢুকতে পারে, সে তোমার ভগ্নীপতি হতেও পারে? আচ্ছা, তোমার মধ্যে এ বিশ্বাসের অভাব দেখার পর তোমার বাড়ি ছেড়ে গিয়ে আমি কি খুব অন্যায় কাজ করেছিলাম?"

সুলেখার কথা শুনিয়া বসুধাও লতিকাকে অভিমান ভরে বলিতেছিল,

"আচ্ছা বউদিদি, স্বীকার করছি, তোমাকে আমি কয়েকদিন খুবই কষ্ট দিয়েছি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমার ননদের ওপর এটুকু বিশ্বাসও কি তোমার ছিল না যাতে করে এক-আধবারও তুমি ভাবতে পারতে, তোমার কথার অতটা অবাধ্যতা করতে আমি যে সাহস করছিলাম তার কোন গভীর অর্থও থাকতে পারে?"

বলা বাহুল্য, প্রশান্ত লাবণ্য অথবা লতিকা কেহই এ সকল অভি-যোগের সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারে নাই।

বহুক্ষণ ধরিয়া নানা প্রকার আলাপ-আলোচনার পর নৈশ ভোজে বিনয়দের সকলকে নিমন্ত্রিত করিয়া প্রশান্তরা গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

সন্ধ্যার পর উভয় গৃহের স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত আনন্দবৈঠক পূর্ণ মাত্রায় জমিয়া উঠিয়াছিল।

সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধে অবনীশ এবং সুলেখা যুগ্মকণ্ঠে গাহিতেছিল,

তোমার মনের গোপন কথা
আমার মনে বাজে।
তবু বুঝি না যে! বুঝি না যে।

ঠিক সেই সময়ে চাকরিনাশভীতিবিমুক্ত নিরুদ্বেগচিত্ত মোসাহেবলাল পরিপূর্ণ আনন্দের সহিত তাহার অনুগত ক্লীনারকে বলিতেছিল, "আরে বাপরে বাপ! মৌশাবাবু ডেরাইভার বন্‌কে ঈ তো অউয়ল্‌ নম্বর তামাসা কিহীন!" এবং মথুরানাথ তাহার শয়নকক্ষে চারপাইয়ের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া মনে মনে ভাবিতেছিল, 'জীবনে এমন বেওকুফ ইতিপূর্বে আর কথনো হইনি, তবে এইটুকুই বাঁচোয়া যে মামুজিকে 'বিলকুল কিস্‌সাটা' বলবার সময় পাইনি, নইলে মৌশাজির সামনে আর মুখ দেখাবার উপায় থাকত না!